## নবম অধ্যায়

# প্রহ্লাদের প্রার্থনায় নৃসিংহদেবের ক্রোধোপশম

এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হিরণ্যকশিপুকে বধ করার পর ভগবান নৃসিংহদেব যখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তখন ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানকে শান্ত করেছিলেন।

হিরণ্যকশিপুকে বধ করার পর ভগবান নৃসিংহদেব অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হওয়ায়, ব্রহ্মা আদি দেবগণ, এমন কি স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও নৃসিংহদেবের সামনে যেতে সাহস করেননি। তখন ব্রহ্মা প্রহ্লাদ মহারাজকে ভগবানের ক্রোধ নিবারণের জন্য তাঁর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর নিজের প্রতি তাঁর প্রভু ভগবান নৃসিংহদেবের বাৎসল্যের বিষয়ে সর্বতোভাবে নিশ্চিত ছিলেন বলে, তিনি একটুও ভয়ভীত হননি। তিনি নির্ভীক চিত্তে ভগবানের পদান্তিকে গমন করে তাঁর প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। ভগবান নৃসিংহদেব প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হওয়ার ফলে, তাঁর করকমলের দ্বারা প্রহ্লাদের মস্তক স্পর্শ করেছিলেন। ভগবানের স্পর্শে প্রহ্লাদ মহারাজ তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। তখন তিনি পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানে এবং ভগবৎ প্রেমানন্দে আপ্লুত হয়ে ভগবানের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের এই প্রার্থনারূপ উপদেশ এই প্রকার—

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন, "ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে পারি বলে আমি গর্ব করি না। আমি কেবল ভগবানের কৃপার আশ্রয় গ্রহণ করি, কারণ ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে কেউ তাঁকে প্রসন্ন করতে পারে না। জন্ম, ঐশ্বর্য, বিদ্যা, তপস্যা, যোগবল আদি কোন কিছুর দ্বারাই ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায় না। একমাত্র শুদ্ধ ভক্তির দ্বারাই ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা সম্ভব। ব্রাহ্মণোচিত বারোটি গুণযুক্ত ব্রাহ্মণও যদি অভক্ত হয়, তা হলে ভগবান তার প্রতি প্রসন্ন হন না। কিন্তু শ্বপচ বা চণ্ডাল কুলোদ্ভূত ব্যক্তি যদি ভক্ত হন, তা হলে ভগবান তাঁর প্রার্থনা শ্রবণ করেন এবং তাঁর সেবায় প্রসন্ন হন। ভগবান কারও প্রার্থনার অপেক্ষা করেন না, কিন্তু ভক্ত যদি তাঁকে প্রার্থনা নিবেদন করেন, তা

হলে ভক্তের মহা লাভ হয়। তাই, নিম্ন কুলোদ্ভূত অজ্ঞান ব্যক্তিরাও ঐকান্তিকভাবে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা নিবেদন করতে পারেন, এবং ভগবান তা স্বীকার করেন। কেউ যখন ভগবানের প্রার্থনা করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হন।

ভগবান নৃসিংহদেব কেবল প্রহ্লাদ মহারাজের মঙ্গলের জন্যই আবির্ভূত হননি, তিনি সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবান নৃসিংহদেবের প্রচণ্ড রূপ অভক্তদের কাছে অত্যন্ত ভয়ানক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ভক্তদের কাছে তিনি তাঁর অন্য রূপের মতোই স্নেহপরায়ণ। জড় জগতে বদ্ধ জীবন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; প্রকৃতপক্ষে ভক্ত অন্য কোন কিছুর ভয়ে ভীত নন। ভব-ভয়ের কারণ অহঙ্কার। তাই প্রতিটি জীবের জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানের দাসের অনুদাস হওয়া। এই জগতে জীবের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার নিবৃত্তি কেবল ভগবানের কৃপার প্রভাবেই সম্ভব। যদিও ব্রহ্মা আদি দেবতা, অথবা নিজের পিতামাতা প্রভৃতি তথাকথিত রক্ষক রয়েছেন, কিন্তু ভগবানের দ্বারা উপেক্ষিত হলে তাঁরা কেউই কিছুই করতে পারেন না। তা সত্ত্বেও, যিনি সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তিনি জড়া প্রকৃতির প্রচণ্ড প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে পারেন। তাই প্রতিটি জীবের কর্তব্য তথাকথিত জড় সুখের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে, সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হওয়া। সেটিই হচ্ছে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া মূর্খতা মাত্র। ভগবানের ভক্ত হওয়া বা অভক্ত হওয়া উচ্চ অথবা নিচকুলে জন্মগ্রহণের উপর নির্ভর করে না। ব্রহ্মা, এমন কি লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত ভগবানের পূর্ণ কৃপা লাভ করতে পারেন না, কিন্তু ভগবদ্ভক্ত অনায়াসে এই ভক্তি লাভ করতে পারেন। উচ্চ অথবা নিচকুল নির্বিশেষে ভগবানের কৃপা সকলের উপরই সমানভাবে বর্ষিত হয়। নারদ মুনির আশীর্বাদের প্রভাবে প্রহ্লাদ মহারাজ মহাভাগবতে পরিণত হয়েছিলেন। ভগবান তাঁর ভক্তদের সর্বদাই নির্বিশেষবাদী এবং শূন্যবাদীদের থেকে রক্ষা করেন। পরমাত্মারূপে ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে উপস্থিত থেকে তাঁকে রক্ষা করেন এবং সমস্ত মঙ্গল প্রদান করেন। এইভাবে ভগবান কখনও সংহারকরূপে এবং কখনও রক্ষাকর্তারূপে আচরণ করেন। ভগবানকে কোন ত্রুটির জন্য দোষারোপ করা উচিত নয়। তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে আমরা এই জড় জগতে বিভিন্ন প্রকার জীব দর্শন করি। এই সবই চরমে তাঁর কৃপা।

যদিও সমগ্র সৃষ্টি ভগবান থেকে অভিন্ন, তবুও চিৎ-জগৎ থেকে জড় জগৎ ভিন্ন। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল উপলব্ধি করা যায় কি আশ্চর্যজনকভাবে এই জড়া প্রকৃতি কার্য করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ব্রহ্মা যদিও গর্ভোদকশায়ী

বিষ্ণুর নাভি থেকে উদ্ভূত কমলাসনে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তবুও তিনি বুঝতে পারেননি তাঁর কি করা কর্তব্য। তিনি মধু এবং কৈটভ নামক দুই দৈত্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তারা তাঁর কাছ থেকে বৈদিক জ্ঞান অপহরণ করে নিয়েছিল, কিন্তু ভগবান তাদের সংহার করে ব্রহ্মাকে বৈদিক জ্ঞান প্রত্যর্পণ করেছিলেন। এইভাবে ভগবান যুগে যুগে দেবতা, মানুষ, তির্যক, ঋষি, জলচর প্রভৃতির মধ্যে অবতরণ করেন। তাঁর এইভাবে অবতরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভক্তদের রক্ষা করা এবং অসুরদের সংহার করা। কিন্তু তাঁর এই পরিত্রাণ এবং বিনাশ তাঁর পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করে না। তিনি সর্ব অবস্থাতেই সমদর্শী। বদ্ধ জীব সর্বদাই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রতি আকৃষ্ট। তাই সে কাম, ক্রোধ আদির বশীভূত হয়ে জড় জগতে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। ভক্তের প্রতি ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবেই কেবল জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। যাঁরা ভগবানের কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করেন, তাঁরা কখনই জড় জগতের ভয়ে ভীত হন না। কিন্তু যারা ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে পারে না, তারা সর্বদাই শোকাচ্ছন্ন থাকে।

যাঁরা নির্জন স্থানে নীরবে ভগবানের পূজা করার প্রতি আসক্ত, তাঁরা মুক্তিলাভ করলেও করতে পারেন, কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত অন্যদের কষ্ট দর্শন করে সর্বদাই দুঃখিত হন। তাই তাঁরা নিজেদের মুক্তির চিন্তা না করে, সর্বদাই ভগবানের মহিমা কীর্তনে তৎপর হন। প্রহ্লাদ মহারাজ তাই তাঁর সহপাঠীদের ভব-বন্ধন মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন এবং কখনও নীরব থাকেননি। যদিও মৌন, ব্রত, তপস্যা, বেদ অধ্যয়ন, কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান, নির্জন স্থানে বাস, জপ এবং ধ্যান হচ্ছে মুক্তির উপায়, তবু সেগুলি অভক্ত অথবা বঞ্চকদের জন্য, যারা অন্যদের উপর নির্ভর করে জীবন-যাপন করে। শুদ্ধ ভক্ত এই সমস্ত বঞ্চনাপূর্ণ কার্যকলাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ার ফলে, ভগবানের স্বরূপ দর্শন করতে পারেন।

পরমাণু প্রভৃতি কখনও জড় সৃষ্টির কারণ হতে পারে না। ভগবানই সর্বকারণের কারণ, এবং তাই তিনি এই সৃষ্টিরও কারণ। অতএব সর্বদা ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করে, তাঁর স্তব করে, তাঁর উদ্দেশ্যে কর্ম অর্পণ করে, মন্দিরে তাঁর অর্চন করে, তাঁকে স্মরণ করে এবং তাঁর দিব্য কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করে তাঁর প্রেমময়ী সেবা করা উচিত। এই ষড়ঙ্গ সেবা ব্যতীত ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায় না।

প্রহ্লাদ মহারাজ এইভাবে ভগবানের প্রতি স্তব করে প্রতিপদে তাঁর কৃপাভিক্ষা করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের স্তবে ভগবান নৃসিংহদেব শান্ত হয়েছিলেন এবং প্রহ্লাদ মহারাজকে বর প্রদান করতে চেয়েছিলেন, যার ফলে তিনি সব রকম জড়-

জাগতিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হতে পারতেন। প্রহ্লাদ মহারাজ কিন্তু এই সমস্ত জড়-জাগতিক লাভের লোভে বিভ্রান্ত হননি, পক্ষান্তরে তিনি কেবল সর্বদাই ভগবানের দাসের অনুদাস থাকতে চেয়েছিলেন।

## শ্লোক ১

**শ্রীনারদ উবাচ**

**এবং সুরাদয়ঃ সর্বে ব্রহ্মরুদ্রপুরঃসরাঃ ।**
**নোপৈতুমশকন্মন্যুসংরম্ভং সুদুরাসদম্ ॥ ১ ॥**

**শ্রী-নারদঃ উবাচ**—দেবর্ষি নারদ মুনি বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **সুর-আদয়ঃ**—দেবতাগণ; **সর্বে**—সকলে; **ব্রহ্ম-রুদ্র-পুরঃ সরাঃ**—ব্রহ্মা, শিব প্রমুখ; **ন**—না; **উপৈতুম্**—ভগবানের সামনে যেতে; **অশকন্**—সমর্থ; **মন্যুসংরম্ভম্**—অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হয়ে; **সু-দুরাসদম্**—অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য (ভগবান নৃসিংহদেব)।

### অনুবাদ

**দেবর্ষি নারদ বললেন—ভগবান তখন অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট ছিলেন বলে ব্রহ্মা, রুদ্র প্রমুখ দেবতারা তাঁর সামনে যেতে সাহস করেননি।**

### তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁর *প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়* গেয়েছেন, *'ক্রোধ' ভক্ত দ্বেষি-জনে*—ভক্তদ্বেষী অসুরদের দণ্ড দেওয়ার জন্য ক্রোধের প্রয়োগ করা উচিত। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য ভগবান ও তাঁর ভক্তদের সেবায় যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায়। ভগবদ্ভক্ত কখনও ভগবান এবং তাঁর ভক্তের নিন্দা সহ্য করতে পারেন না, এবং ভগবানও কখনও ভক্তের নিন্দা সহ্য করতে পারেন না। ভগবান নৃসিংহদেব এত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতারা, এমন কি ভগবানের নিত্য সহচরী লক্ষ্মীদেবীও তাঁকে স্তবস্তুতির দ্বারা শান্ত করতে পারেননি। কেউই ভগবানের ক্রোধ প্রশমনে সমর্থ না হলেও, ভগবান যেহেতু প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি তাঁর বাৎসল্য প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন, তাই দেবতারা এবং ভগবানের সম্মুখে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলে ভগবানকে শান্ত করার জন্য প্রহ্লাদ মহারাজকে তাঁর সামনে এগিয়ে দিয়েছিলেন।

## শ্লোক ২

**সাক্ষাৎ শ্রীঃ প্রেষিতা দেবৈর্দৃষ্ট্বা তং মহদদ্ভুতম্ ।**
**অদৃষ্টাশ্রুতপূর্বত্বাৎ সা নোপেয়ায় শঙ্কিতা ॥ ২ ॥**

**সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **প্রেষিতা**—ভগবানের সামনে যেতে অনুরোধ প্রাপ্ত হয়ে; **দেবৈঃ**—(ব্রহ্মা, শিব প্রমুখ) সমস্ত দেবতাদের দ্বারা; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **তম্**—তাঁকে (ভগবান নৃসিংহদেবকে); **মহৎ**—অত্যন্ত বিশাল; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **অদৃষ্ট**—যা কখনও দেখা যায়নি; **অশ্রুত**—যা কখনও শোনা যায়নি; **পূর্বত্বাৎ**—পূর্বে; **সা**—লক্ষ্মীদেবী; **ন**—না; **উপেয়ায়**—ভগবানের সামনে গিয়েছিলেন; **শঙ্কিতা**—অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে।

### অনুবাদ

**সমস্ত দেবতারা লক্ষ্মীদেবীকে ভগবানের সামনে যেতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনিও ভগবানের এই অদৃষ্ট এবং অশ্রুতপূর্ব অদ্ভুত রূপ দর্শন করে ভয়ভীত হওয়ার ফলে তাঁর সামনে যেতে পারেননি।**

### তাৎপর্য

ভগবানের অসংখ্য রূপ রয়েছে (*অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্*)। এই সমস্ত রূপ বৈকুণ্ঠলোকে অবস্থিত, তবুও ভগবানের লীলাশক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত লক্ষ্মীদেবীও ভগবানের এই অদৃষ্টপূর্ব রূপ সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য *ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করেছেন—

*অদৃষ্টাশ্রুতপূর্বত্বাদন্যৈঃ সাধারণৈর্জনৈঃ ।*
*নৃসিংহং শঙ্কিতেব শ্রীর্লোকমোহায়নো যযৌ ।*
*প্রহ্লাদে চৈব বাৎসল্যদর্শনায় হরেরপি ।*
*জ্ঞাত্বা মনসস্তথা ব্রহ্মা প্রহ্লাদং প্রেষয়ত্তদা ॥*
*একত্রৈকস্য বাৎসল্যং বিশেষাদ্ দর্শয়েদ্ধরিঃ ।*
*অবরস্যাপি মোহায় ক্রমেণৈবাপি বৎসলঃ ॥*

অর্থাৎ, সাধারণ মানুষদের কাছে নৃসিংহদেব রূপে ভগবানের রূপ অবশ্যই অদৃষ্টপূর্ব এবং অদ্ভুত। কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজের মতো ভক্তের কাছে ভগবানের এই ভয়ঙ্কর রূপ মোটেই অদ্ভুত নয়। ভগবানের কৃপায় ভগবদ্ভক্ত অনায়াসে বুঝতে পারেন যে, ভগবান যে কোন রূপে আবির্ভূত হতে পারেন। তাই ভক্ত তাঁর এই প্রকার

রূপ দর্শনে কখনও ভীত হন না। প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি বিশেষ কৃপা বর্ষিত হওয়ার ফলে তিনি নীরব এবং নির্ভীক ছিলেন, যদিও সমস্ত দেবতারা, এমন কি লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত ভগবান নৃসিংহদেবের ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। *নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/১৭/২৮)। প্রহ্লাদ মহারাজের মতো নারায়ণের শুদ্ধ ভক্তরা জড়-জাগতিক জীবনের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে কেবল নির্ভীকই থাকেন না, ভক্তের ভয় দূর করার জন্য ভগবান যদি আবির্ভূত হন, তা হলেও ভক্ত সর্ব অবস্থাতেই তাঁর নির্ভীক স্থিতি বজায় রাখেন।

## শ্লোক ৩

**প্রহ্লাদং প্রেষয়ামাস ব্রহ্মাবস্থিতমন্তিকে ।**
**তাত প্রশময়োপেহি স্বপিত্রে কুপিতং প্রভুম্ ॥ ৩ ॥**

**প্রহ্লাদম্**—প্রহ্লাদ মহারাজ; **প্রেষয়ামাস**—অনুরোধ করেছিলেন; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **অবস্থিতম্**—অবস্থিত হয়ে; **অন্তিকে**—অতি নিকটে; **তাত**—হে পুত্র; **প্রশময়**—প্রসন্ন করার চেষ্টা কর; **উপেহি**—নিকটে যাও; **স্ব-পিত্রে**—কারণ তোমার আসুরিক পিতার কার্যকলাপে; **কুপিতম্**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ; **প্রভুম্**—ভগবানকে।

### অনুবাদ

**তখন ব্রহ্মা তাঁর নিকটে দণ্ডায়মান প্রহ্লাদ মহারাজকে অনুরোধ করেছিলেন—হে বৎস, ভগবান নৃসিংহদেব তোমার আসুরিক পিতার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাঁর কাছে গিয়ে তুমি তাঁকে শান্ত কর।**

## শ্লোক ৪

**তথেতি শনকৈ রাজন্ মহাভাগবতোঽর্ভকঃ ।**
**উপেত্য ভুবি কায়েন ননাম বিধৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৪ ॥**

**তথা**—তাই হোক; **ইতি**—এইভাবে ব্রহ্মার বাক্য স্বীকার করে; **শনকৈঃ**—ধীরে ধীরে; **রাজন্**—হে মহারাজ (যুধিষ্ঠির); **মহা-ভাগবতঃ**—মহাভাগবত (প্রহ্লাদ মহারাজ); **অর্ভকঃ**—বালক হওয়া সত্ত্বেও; **উপেত্য**—ধীরে ধীরে তাঁর কাছে গিয়ে; **ভুবি**—ভূমিতে; **কায়েন**—তাঁর দেহের দ্বারা; **ননাম**—প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **বিধৃত-অঞ্জলিঃ**—তাঁর হাত জোড় করে।

## অনুবাদ

**নারদ মুনি বললেন—হে রাজন্, মহাভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজ একটি ছোট্ট বালক হওয়া সত্ত্বেও, ব্রহ্মার বাণী শিরোধার্য করে ধীরে ধীরে ভগবান নৃসিংহদেবের কাছে গিয়ে ভূতলে পতিত হয়ে, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।**

## শ্লোক ৫

**স্বপাদমূলে পতিতং তমর্ভকং**
**বিলোক্য দেবঃ কৃপয়া পরিপ্লুতঃ ।**
**উত্থাপ্য তচ্ছীর্ষ্ণ্যদধাৎ করাম্বুজং**
**কালাহিবিত্রস্তধিয়াং কৃতাভয়ম্ ॥ ৫ ॥**

**স্ব-পাদ-মূলে**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মে; **পতিতম্**—পতিত; **তম্**—তাঁকে (প্রহ্লাদ মহারাজকে); **অর্ভকম্**—বালক; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **দেবঃ**—ভগবান নৃসিংহদেব; **কৃপয়া**—তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে; **পরিপ্লুতঃ**—আনন্দমগ্ন হয়ে; **উত্থাপ্য**—উঠিয়ে; **তৎ-শীর্ষ্ণি**—তাঁর মস্তকে; **অদধাৎ**—স্থাপন করেছিলেন; **কর-অম্বুজম্**—তাঁর করকমল; **কাল-অহি**—কালরূপী সর্পের (যার প্রভাবে নিমেষের মধ্যে মৃত্যু হয়); **বিত্রস্ত**—ভীত; **ধিয়াম্**—যাদের মন; **কৃত-অভয়ম্**—যা অভয় দান করে।

## অনুবাদ

**প্রহ্লাদ মহারাজকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে পতিত দেখে ভগবান নৃসিংহদেব করুণার্দ্র হয়ে তাঁকে উত্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর ভক্তদের অভয় প্রদানকারী করকমল তাঁর মস্তকে স্থাপন করেছিলেন।**

## তাৎপর্য

জড় জগতের চারটি প্রয়োজন হচ্ছে—আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন। এই জড় জগতে সকলেই সর্বদা ভয়ভীত থাকে (*সদা সমুদ্বিগ্নধিয়াম্*), এবং সকলেরই নির্ভয়ের একমাত্র উপায় হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত। ভগবান নৃসিংহদেব যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন সমস্ত ভক্তেরা নির্ভয় হয়েছিল। ভক্তদের নির্ভয় হওয়ার আশা হচ্ছে ভগবান নৃসিংহদেবের পবিত্র নাম কীর্তন করা। *যতো যতো যামি ততো*

*নৃসিংহঃ*—যেখানেই আমরা যাই, সর্বদাই আমাদের ভগবান নৃসিংহদেবের কথা চিন্তা করা কর্তব্য। তার ফলে ভগবদ্ভক্তের আর কোন ভয় থাকে না।

## শ্লোক ৬

**স তৎকরস্পর্শধুতাখিলাশুভঃ**
**সপদ্যভিব্যক্তপরাত্মদর্শনঃ ।**
**তৎপাদপদ্মং হৃদি নির্বৃতো দধৌ**
**হৃষ্যত্তনুঃ ক্লিন্নহৃদশ্রুলোচনঃ ॥ ৬ ॥**

**সঃ**—তিনি (প্রহ্লাদ মহারাজ); **তৎ-করস্পর্শ**—তাঁর মস্তকে ভগবান নৃসিংহদেবের করকমলের স্পর্শের ফলে; **ধুত**—পবিত্র হয়ে; **অখিল**—সমস্ত; **অশুভঃ**—অমঙ্গল অথবা জড় বাসনা; **সপদি**—তৎক্ষণাৎ; **অভিব্যক্ত**—প্রকাশিত হয়েছিল; **পর-আত্মদর্শনঃ**—পরমাত্মা উপলব্ধি (দিব্যজ্ঞান); **তৎ-পাদপদ্মম্**—ভগবান নৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্ম; **হৃদি**—হৃদয়ে; **নির্বৃতঃ**—দিব্য আনন্দে পূর্ণ; **দধৌ**—ধারণ করেছিলেন; **হৃষ্যৎ-তনুঃ**—তাঁর শরীরে দিব্য আনন্দের প্রকাশ; **ক্লিন্নহৃৎ**—দিব্য আনন্দের প্রভাবে যাঁর হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছিল; **অশ্রু-লোচনঃ**—অশ্রুপূর্ণ নয়নে।

### অনুবাদ

**প্রহ্লাদ মহারাজের মস্তকে ভগবান নৃসিংহদেবের করকমলের স্পর্শের ফলে, প্রহ্লাদ মহারাজ সমস্ত জড় কলুষ এবং বাসনা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন, যেন তিনি তখন সম্পূর্ণরূপে বিধৌত হয়েছিলেন। তার ফলে তিনি তখন চিন্ময় স্তরে অবস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁর শরীরে চিন্ময় আনন্দের সমস্ত লক্ষণগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর হৃদয় ভগবৎ প্রেমে পূর্ণ হয়েছিল, তাঁর নয়নযুগল থেকে অশ্রুধারা ঝরে পড়ছিল, এবং তিনি তখন পরম আনন্দে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম তাঁর হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন।**

### তাৎপর্য

*ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) বলা হয়েছে—

*মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।*
*স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥*

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।" ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩২) আরও বলেছেন—

*মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।*
*স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥*

"হে পার্থ, অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রীলোকেরা, তথা বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি নিচ বর্ণস্থ মানুষেরা আমার অনন্য ভক্তিকে বিশেষভাবে আশ্রয় করলে অবিলম্বে পরাগতি লাভ করে।"

*ভগবদ্গীতার* এই শ্লোকগুলিতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, প্রহ্লাদ মহারাজ যদিও অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর শরীরে যদিও আসুরিক রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল, তবুও ভগবদ্ভক্তির অতি উন্নত পদ প্রাপ্ত হওয়ার ফলে, তিনি সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, আধ্যাত্মিক মার্গে এই প্রকার প্রতিবন্ধকতাগুলি তাঁর প্রগতি রোধ করতে পারেনি, কারণ তিনি সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। নাস্তিকতার প্রভাবে যাদের দেহ এবং মন কলুষিত, তারা কখনই চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারে না, কিন্তু জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া মাত্রই তাঁরা ভগবদ্ভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত হন।

## শ্লোক ৭

**অস্তৌষীদ্ধরিমেকাগ্রমনসা সুসমাহিতঃ ।**
**প্রেমগদ্গদয়া বাচা তন্ন্যস্তহৃদয়েক্ষণঃ ॥ ৭ ॥**

**অস্তৌষীৎ**—তিনি প্রার্থনা নিবেদন করতে শুরু করেছিলেন; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **একাগ্র-মনসা**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর চিত্ত সর্বতোভাবে স্থির করে; **সুসমাহিতঃ**—অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে (অন্য কোন বিষয়ে বিচলিত না হয়ে); **প্রেম-গদ্গদয়া**—দিব্য আনন্দ অনুভববশত তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ার ফলে; **বাচা**—বচনে; **তৎ-ন্যস্ত**—ভগবান নৃসিংহদেবের কাছে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে উৎসর্গ করে; **হৃদয়-ঈক্ষণঃ**—হৃদয় এবং দৃষ্টি।

## অনুবাদ

**প্রহ্লাদ মহারাজ একাগ্র চিত্তে সমাহিত হয়ে, ভগবান নৃসিংহদেবের প্রতি তাঁর মন এবং দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রেম-গদ্‌গদ বচনে তাঁর স্তব করতে লাগলেন।**

## তাৎপর্য

*সুসমাহিতঃ* শব্দটির অর্থ 'একাগ্র চিত্তে' অথবা 'সম্পূর্ণরূপে সমাহিত হয়ে'। যোগসিদ্ধির ফলে এইভাবে মনকে একাগ্র করা সম্ভব হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১২/১৩/১) বলা হয়েছে, *ধ্যানাবস্থিততদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ* । মানুষ যখন সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি যোগসিদ্ধি লাভ করেন এবং তাঁর মন তখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে একাগ্রীভূত হয়। এই অবস্থাকে বলা হয় সমাধি। প্রহ্লাদ মহারাজ এই ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যেহেতু তিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিলেন, তাই তিনি চিন্ময় স্তরে অবস্থিত হয়েছিলেন, এবং স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মন ও চেতনা দিব্য আনন্দে আপ্লুত হয়েছিল। সেই স্থিতিতে তিনি এইভাবে ভগবানের স্তব করতে শুরু করেছিলেন।

## শ্লোক ৮

**শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ**

**ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণা মুনয়োঽথ সিদ্ধাঃ**
**সত্ত্বৈকতানগতয়ো বচসাং প্রবাহৈঃ ।**
**নারাধিতুং পুরুগুণৈরধুনাপি পিপ্রঃ**
**কিং তোষ্টুমর্হতি স মে হরিরুগ্রজাতেঃ ॥ ৮ ॥**

**শ্রী-প্রহ্লাদঃ উবাচ**—প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা করেছিলেন; **ব্রহ্ম-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা প্রমুখ; **সুর-গণাঃ**—উচ্চতর লোকের অধিবাসীগণ; **মুনয়ঃ**—মহান ঋষিগণ; **অথ**—এবং (চতুঃসন এবং অন্যেরা); **সিদ্ধাঃ**—পূর্ণজ্ঞান অথবা সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ; **সত্ত্ব**—আধ্যাত্মিক স্থিতিতে; **একতান-গতয়ঃ**—যাঁরা কোন রকম জড়-জাগতিক কার্যকলাপে পথভ্রষ্ট হননি; **বচসাম্**—বাণী বা বর্ণনার; **প্রবাহৈঃ**—প্রবাহের দ্বারা; **ন**—না; **আরাধিতুম্**—প্রসন্নতা বিধান করতে; **পুরু-গুণৈঃ**—সম্পূর্ণরূপে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও; **অধুনা**—এখন পর্যন্ত; **অপি**—যদিও; **পিপ্রঃ**—সমর্থ ছিলেন; **কিম্**—কি; **তোষ্টুম্**—প্রসন্ন হতে; **অর্হতি**—সমর্থ; **সঃ**—তিনি (ভগবান); **মে**—আমার; **হরিঃ**—ভগবান; **উগ্র-জাতেঃ**—অসুর কুলোদ্ভূত আমি।

## অনুবাদ

**প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা করেছিলেন—অসুর কুলোদ্ভূত আমার পক্ষে ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য স্তব করা কি করে সম্ভব? সত্ত্বগুণান্বিত এবং অত্যন্ত যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ এবং ঋষিগণ অপূর্ব সুন্দর বাক্য প্রবাহের দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করতে সক্ষম হননি, সুতরাং আমার পক্ষে কি করে সম্ভব হবে? আমার তো কোনই যোগ্যতা নেই।**

## তাৎপর্য

ভগবানের সেবা করতে সম্পূর্ণরূপে যোগ্য বৈষ্ণব ভগবানের প্রার্থনা করার সময় নিজেকে নিতান্তই অযোগ্য বলে মনে করেন। যেমন, *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* প্রণেতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

*জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ ।*
*পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥*

(*শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদি ৫/২০৫*)

এইভাবে তিনি জগাই এবং মাধাই থেকেও অধিক পাপী এবং বিষ্ঠার কীট থেকেও লঘিষ্ঠ বলে নিজেকে মনে করে, নিজের অযোগ্যতা প্রকাশ করেছেন। শুদ্ধ বৈষ্ণব প্রকৃতপক্ষে এইভাবেই নিজেকে মনে করেন। তেমনই, প্রহ্লাদ মহারাজ যদিও ছিলেন অতি উচ্চ স্তরের শুদ্ধ বৈষ্ণব, তবুও তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার সময় নিজেকে সব চাইতে অযোগ্য বলে মনে করেছেন। *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ* । প্রতিটি শুদ্ধ বৈষ্ণবেরই এইভাবে নিজেকে মনে করা উচিত। নিজের বৈষ্ণবোচিত গুণাবলীর গর্বে কখনও গর্বিত হওয়া উচিত নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই উপদেশ দিয়েছেন—

*তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।*
*অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥*

"নিজেকে তৃণের থেকেও দীনতর বলে মনে করে, তরুর থেকেও সহিষ্ণু হয়ে, এবং নিজের জন্য কোন রকম সম্মানের প্রত্যাশা না করে অন্যদের সমস্ত সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। এই প্রকার মনোভাব সহকারেই কেবল নিরন্তর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা যায়।" বিনীত না হলে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সাধন করা অত্যন্ত কঠিন।

## শ্লোক ৯

**মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজ-**
**স্তেজঃপ্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ ।**
**নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো**
**ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায় ॥ ৯ ॥**

**মন্যে**—আমি মনে করি; **ধন**—ধন-সম্পদ; **অভিজন**—সম্ভ্রান্ত পরিবার; **রূপ**—দৈহিক সৌন্দর্য; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **শ্রুত**—বেদ অধ্যয়ন জনিত জ্ঞান; **ওজঃ**—ইন্দ্রিয়ের বল; **তেজঃ**—শরীরের তেজ; **প্রভাব**—প্রভাব; **বল**—দৈহিক শক্তি; **পৌরুষ**—উদ্যম; **বুদ্ধি**—প্রজ্ঞা; **যোগাঃ**—যোগশক্তি; **ন**—না; **আরাধনায়**—প্রসন্নতা বিধানের জন্য; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ভবন্তি**—হয়; **পরস্য**—চিন্ময়; **পুংসঃ**—ভগবানের; **ভক্ত্যা**—কেবল ভক্তির দ্বারা; **তুতোষ**—সন্তুষ্ট হয়েছিলেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **গজ-যূথপায়**—গজেন্দ্রের প্রতি।

### অনুবাদ

**প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—আমি মনে করি যে ধন-সম্পদ, সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়নৈপুণ্য, তেজ, প্রতাপ, শারীরিক বল, পৌরুষ, বুদ্ধি, এবং যোগশক্তি, এই সমস্ত গুণের দ্বারাও ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায় না। ভগবান কেবল ভক্তির দ্বারাই প্রসন্ন হন। এই সমস্ত গুণে গুণান্বিত না হলেও গজেন্দ্র কেবল ভক্তির দ্বারাই ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন।**

### তাৎপর্য

কোন জড়-জাগতিক যোগ্যতার দ্বারাই ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায় না। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, কেবল ভক্তি দ্বারাই ভগবানকে জানা যায় (*ভক্ত্যা মামভিজানাতি*)। ভগবান যদি ভক্তের সেবায় প্রসন্ন না হন, তা হলে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন না (*নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ*)। এটিই সমস্ত শাস্ত্রের অভিমত। মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনার দ্বারা অথবা জাগতিক যোগ্যতার দ্বারা ভগবানকে জানা যায় না অথবা তাঁর কাছে যাওয়া যায় না।

## শ্লোক ১০

**বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-**
**পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্ ।**
**মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-**
**প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ১০ ॥**

**বিপ্রাৎ**—ব্রাহ্মণ থেকে; **দ্বি-ষট্-গুণ-যুতাৎ**—বারোটি ব্রাহ্মণোচিত গুণে গুণান্বিত;* **অরবিন্দনাভ**—কমলনাভ ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **পাদ-অরবিন্দ**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে; **বিমুখাৎ**—ভক্তিবিমুখ; **শ্বপচম্**—নিম্ন কুলোদ্ভূত বা চণ্ডাল; **বরিষ্ঠম্**—শ্রেষ্ঠ; **মন্যে**—আমি মনে করি; **তৎ-অর্পিত**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত; **মনঃ**—মন; **বচন**—বাণী; **ঈহিত**—প্রতিটি প্রচেষ্টা; **অর্থ**—সম্পদ; **প্রাণম্**—এবং জীবন; **পুনাতি**—পবিত্র করে; **সঃ**—তিনি (ভক্ত); **কুলম্**—তাঁর পরিবার; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **ভূরিমানঃ**—যে ব্যক্তি বৃথাই নিজেকে উচ্চপদে অবস্থিত বলে মনে করে।

### অনুবাদ

**(*সনৎসুজাত* গ্রন্থে বর্ণিত) বারোটি ব্রাহ্মণোচিত গুণে ভূষিত অথচ ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম-বিমুখ অভক্ত-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা যাঁর মন, বাক্য, কর্ম, ধন এবং প্রাণ ভগবানে অর্পিত, সেই চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার ভক্ত সেই রকম ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কারণ ভক্ত তাঁর কুল পবিত্র করতে পারে, কিন্তু সেই অতি গর্বান্বিত ব্রাহ্মণ নিজেকেও পবিত্র করতে পারে না।**

### তাৎপর্য

এটি কর্মকাণ্ড বা বৈদিক অনুষ্ঠানে পারদর্শী ব্রাহ্মণ এবং ভগবদ্ভক্তের পার্থক্য সম্বন্ধে দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম প্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি। মানব-সমাজ চারটি বর্ণ এবং চারটি আশ্রমে বিভক্ত, কিন্তু বৈদিক সমাজ-ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়া। *হরিভক্তি-সুধোদয়ে* বলা হয়েছে—

*ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ ।*
*অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥*

---

*আদর্শ ব্রাহ্মণের বারোটি গুণ—ধর্মানুশীলন, সত্যবাদিতা, তপস্যা আদির দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম, নির্মৎসরতা, বুদ্ধিমত্তা, তিতিক্ষা, নির্বৈর, যজ্ঞ অনুষ্ঠান, দান, ধৃতি, বেদ অধ্যয়নে পারদর্শিতা এবং ব্রতপালন।

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য আদি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও কেউ যদি ভগবানের ভক্ত না হন, তা হলে তাঁর সমস্ত সদ্‌গুণগুলি মৃত-দেহের অলঙ্কারের মতো ব্যর্থ।"

এই শ্লোকে প্রহ্লাদ মহারাজ *বিপ্র* অর্থাৎ বিদ্বান ব্রাহ্মণদের কথা বলেছেন। বিদ্বান ব্রাহ্মণকে চতুর্বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করা হয়, কিন্তু চণ্ডাল কুলোদ্ভূত ভগবদ্ভক্ত এই প্রকার ব্রাহ্মণদের থেকেও শ্রেষ্ঠ। অতএব ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং অন্যান্যদের আর কি কথা। ভগবদ্ভক্ত সকলের থেকেই শ্রেষ্ঠ। তিনি ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত।

*মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।*
*স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥*

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।" (*ভগবদ্গীতা* ১৪/২৬) *সনৎসুজাত* গ্রন্থে উত্তম ব্রাহ্মণের বারোটি গুণের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

*জ্ঞানং চ সত্যং চ দমঃ শ্রুতং চ*
*হ্যমাৎসর্যং হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া ।*
*যজ্ঞশ্চ দানং চ ধৃতিঃ শমশ্চ*
*মহাব্রতা দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্য ॥*

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে ইউরোপীয় এবং আমেরিকান ভক্তদের কখনও কখনও ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা হয়, কিন্তু তথাকথিত জাতি ব্রাহ্মণেরা তাঁদের প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ। এই প্রকার ঈর্ষার উত্তরে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন যে, যারা ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেছে, কিন্তু অত্যন্ত গর্বিত হওয়ার ফলে নিজেকে পর্যন্ত পবিত্র করতে পারে না, তাদের পক্ষে তাদের কুলকে পবিত্র করার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু অতি নিচ কুলোদ্ভূত চণ্ডাল যদি ভগবানের ভক্ত হয়ে সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হন, তা হলে তিনি তাঁর সমগ্র কুলকে পবিত্র করতে পারেন। আমাদের বাস্তবিক অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে, আমেরিকান এবং ইউরোপীয়ানরা সর্বতোভাবে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করার ফলে তাদের পরিবারকে এমনভাবে পবিত্র করেছে যে, এক ভক্তের মা তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। অতএব প্রহ্লাদ মহারাজের এই বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং ব্যবহারিকভাবেও প্রমাণিত হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্ত তাঁর পরিবার, জাতি, সমাজ এবং রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা করতে পারেন। মূর্খেরা বলতে পারে যে, ভক্তেরা তাঁদের দায়দায়িত্ব এড়িয়ে পলায়নপর হয়েছে, কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে ভক্তেরাই তাঁদের পরিবারের যথার্থ উন্নতি সাধন করতে পারেন। ভগবদ্ভক্ত সব কিছুই ভগবানের সেবায় নিয়োগ করেন, এবং তাই তিনি সর্বদাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

## শ্লোক ১১

**নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো**
**মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে ।**
**যদ্ যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং**
**তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ ॥ ১১ ॥**

**ন**—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আত্মনঃ**—ব্যক্তিগত লাভের জন্য; **প্রভুঃ**—ভগবান; **অয়ম্**—এই; **নিজলাভ-পূর্ণঃ**—যিনি সর্বদা নিজেতেই প্রসন্ন (তাঁর প্রসন্নতা বিধানের জন্য অন্যের সেবার প্রয়োজন হয় না); **মানম্**—পূজা; **জনাৎ**—কোন ব্যক্তি থেকে; **অবিদুষঃ**—যে ব্যক্তি জানে না যে, জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা; **করুণঃ**—অজ্ঞানী মূর্খদের প্রতি যিনি অত্যন্ত করুণাময় (ভগবান); **বৃণীতে**—স্বীকার করেন; **যৎ যৎ**—যা কিছু; **জনঃ**—ব্যক্তি; **ভগবতে**—ভগবানকে; **বিদধীত**—নিবেদন করতে পারেন; **মানম্**—পূজা; **তৎ**—তা; **চ**—বস্তুতপক্ষে; **আত্মনে**—তার নিজের লাভের জন্য; **প্রতিমুখস্য**—দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব; **যথা**—যেমন; **মুখশ্রীঃ**—মুখের সৌন্দর্য।

### অনুবাদ

**ভগবান সর্বদাই সর্বতোভাবে আত্মতৃপ্ত। তাই কেউ যখন তাঁকে কিছু নিবেদন করেন, তখন সেই ভক্তের মঙ্গলের জন্যই ভগবান তা কৃপাপূর্বক গ্রহণ করেন। ভগবানের কারও সেবার প্রয়োজন হয় না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, নিজের মুখের সৌন্দর্যই দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় (অর্থাৎ ভগবানের আরাধনার ফলে নিজেরই মঙ্গল হয়)।**

### তাৎপর্য

ভক্তিযোগে ভক্তকে নয়টি অঙ্গ সাধন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ / অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্*। শ্রবণ, কীর্তন আদির দ্বারা ভগবানের যশোগান ভগবানের লাভের জন্য করা হয় না, এই সেবা ভক্তের মঙ্গলের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। ভগবান সর্বদাই যশস্বী। ভক্ত তাঁর

ভক্ত যখন ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, তখন সেই ভক্তই মহিমান্বিত হন। *চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্।* নিরন্তর ভগবানের মহিমা কীর্তনের ফলে জীবের হৃদয় নির্মল হয়, এবং তার ফলে সে বুঝতে পারে যে, সে এই জড় জগতের বস্তু নয়, সে হচ্ছে চিন্ময় আত্মা এবং কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি সাধন করাই তাঁর প্রকৃত কর্তব্য, যার ফলে সে এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। এইভাবে ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপিত হয় (*ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্*)। শ্রীকৃষ্ণ যখন আদেশ দেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"সব রকমের ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও," তখন মূর্খ লোকেরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়। কিছু মূর্খ পণ্ডিত একথাও বলে যে, এটি একটি অসম্ভব দাবি। কিন্তু এই দাবিটি ভগবানের লাভের জন্য নয়, পক্ষান্তরে তা মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য। মানুষ যদি ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় ভগবানের কাছে সব কিছু সমর্পণ করে, তা হলে সমগ্র মানব-সমাজের মঙ্গল হবে। যে মানুষ ভগবানের কাছে সব কিছু সমর্পণ করে না, তাকে এই শ্লোকে *অবিদুষ* অর্থাৎ মূঢ় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৫) ভগবানও সেই কথা বলেছেন—

*ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।*
*মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥*

"মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবসম্পন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা কখনও আমার শরণাগত হয় না।" অজ্ঞতা এবং দুর্ভাগ্যবশত নাস্তিক এবং নরাধমেরা ভগবানের শরণাগত হয় না। তাই ভগবান যদিও স্বয়ং পূর্ণ, তবুও তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে বদ্ধ জীবদের তাঁর শরণাগত হওয়ার উপদেশ দেন, যাতে তারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। মূল কথা হচ্ছে যে, আমরা যতই কৃষ্ণভক্তি-পরায়ণ হয়ে ভগবানের সেবা করি, ততই আমাদের মঙ্গল হয়। আমাদের সেবার কোন প্রয়োজন শ্রীকৃষ্ণের নেই।

## শ্লোক ১২

**তস্মাদহং বিগতবিক্লব ঈশ্বরস্য**
**সর্বাত্মনা মহি গৃণামি যথামনীষম্ ।**
**নীচোঽজয়া গুণবিসর্গমনুপ্রবিষ্টঃ**
**পূয়েত যেন হি পুমাননুবর্ণিতেন ॥ ১২ ॥**

**তস্মাৎ**—অতএব; **অহম্**—আমি; **বিগত-বিক্লবঃ**—অযোগ্য হওয়ার চিন্তা পরিত্যাগ করে; **ঈশ্বরস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **সর্ব-আত্মনা**—সর্বতোভাবে শরণাগত হয়ে; **মহি**—যশ; **গৃণামি**—আমি কীর্তন করব অথবা বর্ণনা করব; **যথা-মনীষম্**—আমার বুদ্ধি অনুসারে; **নীচঃ**—নীচ কুলোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও (যেহেতু আমার পিতা সমস্ত সদ্‌গুণ রহিত এক মহা অসুর); **অজয়া**—অবিদ্যার ফলে; **গুণ-বিসর্গম্**—জড় জগৎ (যেখানে জীবেরা জড়া প্রকৃতির কলুষ অনুসারে জন্মগ্রহণ করে); **অনুপ্রবিষ্টঃ**—প্রবিষ্ট হয়ে; **পূয়েত**—পবিত্র হতে পারে; **যেন**—যার দ্বারা (ভগবানের মহিমা); **হি**—বস্তুতপক্ষে; **পুমান্**—মানুষ; **অনুবর্ণিতেন**—কীর্তন অথবা পাঠ করার ফলে।

## অনুবাদ

**অতএব, অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করলেও আমার বুদ্ধি এবং পূর্ণ প্রয়াস অনুসারে আমি শঙ্কা পরিত্যাগপূর্বক ভগবানের মহিমা বর্ণনা করব। ভগবানের মহিমা শ্রবণ বা পাঠ করলে অবিদ্যাবশত এই জড় জগতে প্রবিষ্ট মানুষও পবিত্র হয়।**

## তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ভগবদ্ভক্ত হতে হলে উচ্চকুলে জন্ম, ধনী, সম্ভ্রান্ত অথবা সুন্দর হওয়ার প্রয়োজন হয় না। এই সমস্ত গুণের কোনটিই ভগবদ্ভক্তি প্রদান করে না। ভক্তকে কেবল ভক্তি সহকারে অনুভব করতে হয়, "ভগবান মহান এবং আমি অতি ক্ষুদ্র। তাই আমার কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা।" তারই ভিত্তিতে ভগবানকে জানা যায় এবং তাঁর সেবা করা যায়। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) ভগবান বলেছেন—

*ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।*
*ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥*

"ভক্তির দ্বারা কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। এই প্রকার ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানার ফলে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায়।" তাই প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর জড়-জাগতিক স্থিতি বিচার না করে ভগবানের উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠ স্তব করতে মনস্থ করেছেন।

## শ্লোক ১৩

**সর্বে হ্যমী বিধিকরাস্তব সত্ত্বধাম্নো**
**ব্রহ্মাদয়ো বয়মিবেশ ন চোদ্বিজন্তঃ ।**
**ক্ষেমায় ভূতয় উতাত্মসুখায় চাস্য**
**বিক্রীড়িতং ভগবতো রুচিরাবতারৈঃ ॥ ১৩ ॥**

**সর্বে**—সমস্ত; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অমী**—এই সমস্ত; **বিধি-করাঃ**—আদেশ পালনকারী; **তব**—আপনার; **সত্ত্ব-ধাম্নঃ**—সর্বদা চিৎ-জগতে স্থিত হয়ে; **ব্রহ্ম-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা আদি দেবতাগণ; **বয়ম্**—আমরা; **ইব**—সদৃশ; **ঈশ**—হে ভগবান; **ন**—না; **চ**—এবং; **উদ্বিজন্তঃ**—(আপনার ভয়ঙ্কর রূপের) ভয়ে ভীত; **ক্ষেমায়**—রক্ষার জন্য; **ভূতয়ে**—বৃদ্ধির জন্য; **উত**—বলা হয়; **আত্ম-সুখায়**—এই প্রকার লীলার দ্বারা নিজের প্রসন্নতা বিধানের জন্য; **চ**—ও; **অস্য**—এই (জড় জগতের); **বিক্রীড়িতম্**—প্রকাশিত; **ভগবতঃ**—ভগবানের; **রুচির**—অত্যন্ত মনোহর; **অবতারৈঃ**—আপনার অবতারদের দ্বারা।

### অনুবাদ

**হে ভগবান, ব্রহ্মা আদি সমস্ত দেবতারা চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থিত আপনার নিষ্ঠাপরায়ণ সেবক। তাই তাঁরা আমাদের মতো নন (প্রহ্লাদ এবং তাঁর আসুরিক পিতা হিরণ্যকশিপু)। এই ভয়ঙ্কর রূপে আপনার আবির্ভাব আপনার নিজের আনন্দ বিধানের জন্য আপনারই লীলাবিলাস। আপনার এই প্রকার অবতার জগতের মঙ্গল এবং শ্রীবৃদ্ধির জন্য।**

### তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ বলতে চেয়েছিলেন যে, তাঁর পিতা এবং তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যেরা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত দুর্ভাগা, কারণ তাঁরা ছিলেন আসুরিক ভাবাপন্ন; কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা সর্বদাই সৌভাগ্যবান, কারণ তাঁরা সর্বদাই ভগবানের আদেশ পালন করতে প্রস্তুত থাকেন। ভগবান যখন তাঁর বিভিন্ন অবতারে এই জড় জগতে আবির্ভূত হন, তখন তিনি দুটি কার্য সম্পাদন করেন—ভক্তদের রক্ষা এবং অসুরদের বিনাশ (*পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*)। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর ভক্তকে রক্ষা করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। নৃসিংহদেবের মতো ভগবানের অবতার অবশ্যই ভক্তদের ভীতি উৎপাদনের জন্য নয়, কিন্তু তা

সত্ত্বেও ভক্তেরা অত্যন্ত সরল এবং অনুগত হওয়ার ফলে, ভগবানের এই ভয়ঙ্কর রূপ দর্শনে ভীত হয়েছিলেন। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ পরবর্তী প্রার্থনায় ভগবানকে অনুরোধ করেছেন তাঁর ক্রোধ পরিত্যাগ করার জন্য।

## শ্লোক ১৪

**তদ্ যচ্ছ মন্যুমসুরশ্চ হতস্ত্বয়াদ্য**
**মোদেত সাধুরপি বৃশ্চিকসর্পহত্যা ।**
**লোকাশ্চ নির্বৃতিমিতাঃ প্রতিয়ন্তি সর্বে**
**রূপং নৃসিংহ বিভয়ায় জনাঃ স্মরন্তি ॥ ১৪ ॥**

**তৎ**—অতএব; **যচ্ছ**—দয়া করে পরিত্যাগ করুন; **মন্যুম্**—আপনার ক্রোধ; **অসুরঃ**—আমার পিতা মহা অসুর হিরণ্যকশিপু; **চ**—ও; **হতঃ**—নিহত; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **অদ্য**—আজ; **মোদেত**—আনন্দিত হন; **সাধুঃ অপি**—সাধু ব্যক্তিও; **বৃশ্চিক-সর্প-হত্যা**—সর্প অথবা বৃশ্চিককে হত্যা করে; **লোকাঃ**—সমস্ত লোক; **চ**—বস্তুতপক্ষে; **নির্বৃতিম্**—আনন্দ; **ইতাঃ**—প্রাপ্ত হয়েছে; **প্রতিয়ন্তি**—অপেক্ষা করছে (আপনার ক্রোধ উপশমের জন্য); **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **রূপম্**—রূপ; **নৃসিংহ**—হে ভগবান নৃসিংহদেব; **বিভয়ায়**—তাদের ভয় নিবারণের জন্য; **জনাঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকেরা; **স্মরন্তি**—স্মরণ করবে।

### অনুবাদ

**হে ভগবান নৃসিংহদেব, তাই, আপনি এখন আপনার ক্রোধ সম্বরণ করুন, কারণ আমার পিতা মহা অসুর হিরণ্যকশিপু এখন নিহত হয়েছে। সাধু ব্যক্তিও যেমন সর্প অথবা বৃশ্চিক হত্যা করে আনন্দিত হন, সমগ্র জগৎ এই অসুরের মৃত্যুতে পরম সন্তোষ লাভ করেছে। এখন তারা তাদের সুখ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছে, এবং ভয় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তারা সর্বদা আপনার এই মঙ্গলময় অবতারকে স্মরণ করবে।**

### তাৎপর্য

এই শ্লোকে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, সাধু ব্যক্তিরা যদিও কোন জীবকে হত্যা করতে চান না, তবুও তাঁরা সর্প, বৃশ্চিক আদি ঈর্ষাপরায়ণ জীব নিহত হলে প্রসন্ন হন। হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করা হয়েছিল কারণ সে ছিল সর্প অথবা বৃশ্চিকের

থেকেও নিকৃষ্ট, এবং তাই সকলেই সুখী হয়েছিল। তাই তখন আর ভগবানের ক্রুদ্ধ হওয়ার কোন কারণ ছিল না। ভক্তেরা বিপদগ্রস্ত হলে ভগবানের নৃসিংহরূপ সর্বদাই স্মরণ করতে পারেন, এবং তাই ভগবান নৃসিংহদেবের আবির্ভাব মোটেই অমঙ্গলজনক ছিল না। ভগবানের আবির্ভাব সমস্ত প্রকৃতিস্থ মানুষ এবং ভক্তদের কাছে সর্বদাই পূজনীয় এবং মঙ্গলজনক।

## শ্লোক ১৫

**নাহং বিভেম্যজিত তেঽতিভয়ানকাস্য-**
**জিহ্বার্কনেত্রভ্রুকুটীরভসোগ্রদংষ্ট্রাৎ ।**
**আন্ত্রস্রজঃ ক্ষতজকেশরশঙ্কুকর্ণা-**
**ন্নির্হ্রাদভীতদিগিভাদরিভিন্নখাগ্রাৎ ॥ ১৫ ॥**

**ন**—না; **অহম্**—আমি; **বিভেমি**—ভীত; **অজিত**—হে পরম বিজয়ী, যাঁকে কেউ কখনও পরাজিত করতে পারে না; **তে**—আপনার; **অতি**—অত্যন্ত; **ভয়ানক**—ভয়ঙ্কর; **আস্য**—মুখ; **জিহ্বা**—জিহ্বা; **অর্ক-নেত্র**—সূর্যের মতো উজ্জ্বল নেত্র; **ভ্রুকুটী**—ভ্রূকুটি; **রভস**—প্রবল; **উগ্র-দংষ্ট্রাৎ**—ভয়ঙ্কর দন্ত; **আন্ত্র-স্রজঃ**—অন্ত্রের মালা পরিহিত; **ক্ষতজ**—রক্তাক্ত; **কেশর**—কেশর; **শঙ্কু-কর্ণাৎ**—উন্নত কর্ণ; **নির্হ্রাদ**—আপনার গর্জনের দ্বারা; **ভীত**—ভয়ভীত; **দিগিভাৎ**—বিশাল দিগ্‌হস্তীগণ পর্যন্ত; **অরিভিৎ**—শত্রু বিদীর্ণকারী; **নখ-অগ্রাৎ**—নখাগ্র থেকে।

### অনুবাদ

**হে অজিত ভগবান, আপনার অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মুখ, জিহ্বা, সূর্যের মতো উজ্জ্বল নেত্র অথবা ভ্রূকুটিভঙ্গির ভয়ে আমি ভীত নই। আমি আপনার তীক্ষ্ণ দন্ত, অন্ত্রের মালা, রক্তাক্ত কেশর অথবা উন্নত কর্ণের ভয়ে ভীত নই। এমন কি আপনার যে গর্জনের ফলে দিগ্‌গজেরা পলায়ন করে অথবা যে নখাগ্রের দ্বারা শত্রুরা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তার ভয়েও আমি ভীত নই।**

### তাৎপর্য

ভগবান নৃসিংহদেবের উগ্ররূপ অভক্তদের জন্য নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজের কাছে এই ভয়ঙ্কর রূপ মোটেই ভীতিজনক ছিল না। সিংহ অন্য পশুদের কাছে অত্যন্ত ভয়ানক, কিন্তু তার শাবকের কাছে একটুও ভয়ানক নয়।

সমুদ্রের জল অবশ্যই স্থলচর জীবদের কাছে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, কিন্তু সেই সমুদ্রের একটি ছোট মাছের কাছেও তা ভয়াবহ নয়। কেন? কারণ সেই ছোট মাছটি সেই বিশাল সমুদ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। বন্যার জলে যদিও বড় বড় হাতিও ভেসে যায়, কিন্তু সেই জলের প্রবাহের বিরুদ্ধে ছোট ছোট মাছেরা সাঁতার কাটে। তাই ভগবান যদিও দুষ্কৃতকারীদের সংহার করার জন্য কখনও কখনও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেন, তাঁর ভক্তেরা কিন্তু তাঁর সেই রূপেরই পূজা করেন। কেশব *ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে।* ভক্তেরা ভগবানের যে কোন রূপের পূজা করে এবং মহিমা কীর্তন করে সর্বদা আনন্দে মগ্ন হন, তাঁর সেই রূপ মনোহরই হোক অথবা ভয়ানক হোক, ভক্ত তাতে বিচলিত হন না।

## শ্লোক ১৬

**ত্রস্তোঽস্ম্যহং কৃপণবৎসল দুঃসহোগ্র-**
**সংসারচক্রকদনাদ্ গ্রসতাং প্রণীতঃ ।**
**বদ্ধঃ স্বকর্মভিরুশত্তম তেঽঙ্ঘ্রিমূলং**
**প্রীতোঽপবর্গশরণং হ্যয়সে কদা নু ॥ ১৬ ॥**

**ত্রস্তঃ**—ভীত; **অস্মি**—হই; **অহম্**—আমি; **কৃপণ-বৎসল**—হে আধ্যাত্মিক জ্ঞানরহিত পতিত জীবদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু প্রভু; **দুঃসহ**—অসহ্য; **উগ্র**—ভয়ঙ্কর; **সংসার-চক্র**—জন্ম-মৃত্যুর চক্রের; **কদনাৎ**—দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে; **গ্রসতাম্**—পরস্পরকে গ্রাসকারী বদ্ধ জীবদের মধ্যে; **প্রণীতঃ**—নিক্ষিপ্ত হয়ে; **বদ্ধঃ**—আবদ্ধ; **স্ব-কর্মভিঃ**—আমার কর্মের ফলের দ্বারা; **উশত্তম**—হে দুর্জয়; **তে**—আপনার; **অঙ্ঘ্রি-মূলম্**—শ্রীপাদপদ্মের তলদেশ; **প্রীতঃ**—(আমার প্রতি) প্রসন্ন হয়ে; **অপবর্গ-শরণম্**—যা জড় জগতের ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার আশ্রয়; **হ্যয়সে**—আপনি আমাকে আহ্বান করবেন; **কদা**—কখন; **নু**—বস্তুতপক্ষে।

### অনুবাদ

**হে পরম শক্তিমান, পতিত-বৎসল, দুর্জয় প্রভু, আমার কর্মের ফলে আমি অসুরদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছি, এবং তাই এই দুঃসহ সংসার-চক্রে অত্যন্ত ভীত হয়েছি। কবে আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে ভব-বন্ধন থেকে মুক্তির আশ্রয় আপনার পাদমূলে আমাকে আহ্বান করবেন?**

## তাৎপর্য

এই জড় জগতে থাকা অত্যন্ত দুঃখজনক, আর অসুর বা নাস্তিকদের সঙ্গে থাকলে তা অসহনীয় হয়ে ওঠে। কেউ প্রশ্ন করতে পারে জীব কেন এই জড় জগতে নিক্ষিপ্ত হয়। বাস্তবিকই, মূর্খ মানুষেরা কখনও কখনও এই জড় জগতে পতিত হওয়ার জন্য ভগবানকে দোষারোপ করে। প্রকৃতপক্ষে সকলেই তার কর্ম অনুসারে এই বদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাই সমস্ত বদ্ধ জীবদের হয়ে প্রহ্লাদ মহারাজ স্বীকার করছেন যে, তার কর্মের ফলে তাকে অসুরদের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হতে হয়েছে। ভগবানকে বলা হয় কৃপণ-বৎসল কারণ তিনি বদ্ধ জীবদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। তাই *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখনই ধর্মের গ্লানি হয় তখন ভগবান আবির্ভূত হন (*যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত.....তদাত্মানং সৃজাম্যহম্*)। বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করার জন্য ভগবান সর্বদাই অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত থাকেন, এবং তাই তিনি আমাদের সকলকে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন (*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*)। এইভাবে প্রহ্লাদ মহারাজ প্রত্যাশা করেছেন যে, ভগবান কৃপা করে পুনরায় তাঁকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে আহ্বান করবেন। অর্থাৎ, সকলেরই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করে এবং পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনামৃতের শিক্ষালাভ করে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ফিরে যাওয়ার জন্য উৎসুক থাকা উচিত।

## শ্লোক ১৭

**যস্মাৎ প্রিয়াপ্রিয়বিয়োগসংযোগজন্ম-**
**শোকাগ্নিনা সকলযোনিষু দহ্যমানঃ ।**
**দুঃখৌষধং তদপি দুঃখমতদ্ধিয়াহং**
**ভূমন্ ভ্রমামি বদ মে তব দাস্যযোগম্ ॥ ১৭ ॥**

**যস্মাৎ**—যার ফলে (এই জড় জগতের অস্তিত্বের ফলে); **প্রিয়**—প্রিয়; **অপ্রিয়**—অপ্রিয়; **বিয়োগ**—বিচ্ছেদ; **সংযোগ**—এবং মিলনের দ্বারা; **জন্ম**—যার জন্ম; **শোকাগ্নিনা**—শোকরূপ অগ্নির দ্বারা; **সকল-যোনিষু**—যে কোন প্রকার শরীরে; **দহ্যমানঃ**—দগ্ধ হয়ে; **দুঃখ-ঔষধম্**—দুঃখময় জীবনের উপশমের উপায়; **তৎ**—তা; **অপি**—ও; **দুঃখম্**—কষ্ট; **অতৎ-ধিয়া**—দেহটিকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করার ফলে; **অহম্**—আমি; **ভূমন্**—হে মহান; **ভ্রমামি**—(জন্ম-মৃত্যুর চক্রে) আমি ভ্রমণ

করছি; **বদ**—দয়া করে আপনি উপদেশ দিন; **মে**—আমাকে; **তব**—আপনার; **দাস্য-যোগম্**—সেবাকার্য।

## অনুবাদ

**হে মহান্, হে পরমেশ্বর ভগবান, প্রিয় এবং অপ্রিয় পরিস্থিতির সংযোগের ফলে এবং তার সংযোগ ও বিয়োগের ফলে জীবকে স্বর্গ অথবা নরকের অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় পতিত হয়ে শোকাগ্নিতে দগ্ধ হতে হয়। যদিও এই দুঃখময় জীবনের নিবৃত্তি সাধনের বহু উপায় রয়েছে। কিন্তু সেই সমস্ত উপায়গুলি সেই দুঃখদায়ক পরিস্থিতি থেকেও অধিক দুঃখজনক। তাই আমি মনে করি যে, তার একমাত্র নিরাময় হচ্ছে আপনার সেবায় যুক্ত হওয়া। দয়া করে আপনি আমাকে সেই সেবার উপদেশ প্রদান করুন।**

## তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় যুক্ত হওয়ার অভিলাষ করেছিলেন। তাঁর অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী পিতার মৃত্যুর পর, প্রহ্লাদ মহারাজকে তাঁর পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার কথা ছিল, এবং সেই সম্পত্তি সমগ্র ত্রিভুবন জুড়ে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ এই ঐশ্বর্য গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন না, কারণ মানুষ স্বর্গেই থাকুক অথবা নরকেই থাকুক, ধনীর পুত্র হোক অথবা দরিদ্রের পুত্র হোক, জড়-জাগতিক অবস্থা সর্বদাই ক্লেশদায়ক। তাই জীবনের কোন অবস্থাই সুখদায়ক নয়। কেউ যদি নিরঙ্কুশ আনন্দময় জীবন ভোগ করতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে হবে। জড় ঐশ্বর্য কিছুক্ষণের জন্য সুখকর হতে পারে, কিন্তু সেই অনিত্য সুখ লাভের জন্য মানুষকে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কোন দরিদ্র ব্যক্তি যখন ধনী হয় তখন তার অবস্থার উন্নতি সাধন হতে পারে, কিন্তু সেই অবস্থা প্রাপ্ত হতে তাকে নানা প্রকার দুঃখকষ্ট স্বীকার করতে হয়। মূল কথা হচ্ছে যে, জড়-জাগতিক জীবনে মানুষ সুখী হোক অথবা দুঃখী হোক, উভয় অবস্থাই ক্লেশকর। কেউ যদি প্রকৃতপক্ষে সুখী হতে চায়, আনন্দময় জীবন লাভ করতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই কৃষ্ণভক্ত হতে হবে এবং নিরন্তর ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে হবে। সেটিই দুঃখের নিবৃত্তি সাধনের প্রকৃত উপায়। সারা জগৎ মোহাচ্ছন্ন হয়ে মনে করছে যে, জড়-জাগতিক পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করে এবং বদ্ধ জীবনের দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধন করে মানুষ সুখী হবে, কিন্তু তাদের সেই প্রচেষ্টা কখনই সফল হবে না।

মানুষকে অবশ্যই ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার শিক্ষা লাভ করতে হবে। সেটিই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য। জড়-জাগতিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে কেউই কখনও সুখী হতে পারে না, কারণ জড় জগতের সর্বত্র দুঃখ এবং দুর্দশা বিরাজ করছে।

## শ্লোক ১৮

**সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া**
**লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চগীতাঃ ।**
**অঞ্জস্তিতর্ম্যনুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো**
**দুর্গাণি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ ॥ ১৮ ॥**

**সঃ**—সেই; **অহম্**—আমি (প্রহ্লাদ মহারাজ); **প্রিয়স্য**—প্রিয়তমের; **সুহৃদঃ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **পরদেবতায়াঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **লীলাকথাঃ**—লীলার বর্ণনা; **তব**—আপনার; **নৃসিংহ**—হে ভগবান নৃসিংহদেব; **বিরিঞ্চ-গীতাঃ**—পরম্পরার ধারায় ব্রহ্মা কর্তৃক প্রদত্ত; **অঞ্জঃ**—অনায়াসে; **তিতর্মি**—আমি উত্তীর্ণ হব; **অনুগৃণন্**—নিরন্তর বর্ণনা করে; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা; **বিপ্রমুক্তঃ**—বিশেষভাবে মুক্ত হওয়ার ফলে; **দুর্গাণি**—জীবনের সমস্ত দুঃখময় পরিস্থিতি; **তে**—আপনার; **পদযুগ-আলয়**—শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন; **হংস-সঙ্গঃ**—হংস বা মুক্ত পুরুষদের সঙ্গ প্রভাবে।

## অনুবাদ

**হে ভগবান নৃসিংহদেব, মুক্ত পুরুষদের (হংস) সঙ্গে আপনার দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়ে আমি জড়া প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে কলুষমুক্ত হব এবং তার ফলে আমার অত্যন্ত প্রিয় প্রভু আপনার মহিমা কীর্তন করতে সক্ষম হব। আমি ব্রহ্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর পরম্পরায় আপনার মহিমা কীর্তন করব। এইভাবে আমি অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হব।**

## তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভক্তের জীবন ও কর্তব্য খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবানের পবিত্র নাম এবং মহিমা কীর্তন করতে শুরু করা মাত্রই ভক্ত মুক্তিপদ প্রাপ্ত হন। ভগবানের পবিত্র নাম এবং লীলা শ্রবণ ও কীর্তনের দ্বারা ভগবানের মহিমার প্রতি

আসক্ত হওয়ার ফলে (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*) নিশ্চিতভাবে সেই স্থিতি লাভ করা যায়, যেখানে জড় কলুষ নেই। পরম্পরার ধারায় প্রাপ্ত প্রামাণিক সঙ্গীতই কেবল গাওয়া উচিত। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, পরম্পরার ধারায় মন্ত্র জপ অত্যন্ত শক্তিশালী হয় (*এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ*)। মনগড়া মন্ত্র জপের ফলে কোন কাজ হয় না। কিন্তু পূর্বতন আচার্যদের সঙ্গীত অথবা বর্ণনা কীর্তন (*মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ*) অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়, এবং এই পন্থা অত্যন্ত সরল। তাই এই শ্লোকে প্রহ্লাদ মহারাজ *অঞ্জঃ* ('অনায়াসে') শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পরম্পরা ধারায় মহান আচার্যদের চিন্তাধারা গ্রহণ করা মানসিক জল্পনা-কল্পনার পন্থা থেকে অনেক সহজ। সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে পূর্বতন আচার্যদের উপদেশ স্বীকার করে তা অনুসরণ করা। তখন ভগবৎ-উপলব্ধি এবং আত্ম-উপলব্ধি অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। এই সহজ পন্থাটি অনুসরণ করার ফলে জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায় এবং অনায়াসে দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়। মহান আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, জড়-জগতের কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হংস অথবা পরমহংসদের সঙ্গ করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, আচার্যদের উপদেশ অনুসরণ করার ফলে, জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে সর্বদাই মুক্ত থাকা যায়, এবং এইভাবে জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হয়ে জীবন সার্থক করা যায়। জীবনের যে কোন পরিস্থিতিতেই মানুষ থাকুক না কেন, এই জড় জগৎ দুঃখময়। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। জড়-জাগতিক উপায়ের দ্বারা জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের প্রচেষ্টা কখনই সফল হবে না। বাস্তবিকভাবে সুখী হতে হলে মানুষকে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে হবে; অন্যথায় সুখ লাভ অসম্ভব। কেউ বলতে পারে যে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করার জন্য তপস্যা করতে হয়, স্বেচ্ছায় নানা রকম অসুবিধা বরণ করে নিতে হয়। কিন্তু এই ধরনের অসুবিধাগুলি জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের জড় প্রচেষ্টাগুলির মতো বিপজ্জনক নয়।

## শ্লোক ১৯

**বালস্য নেহ শরণং পিতরৌ নৃসিংহ**
**নার্তস্য চাগদমুদন্বতি মজ্জতো নৌঃ ।**
**তপ্তস্য তৎপ্রতিবিধির্য ইহাঞ্জসেষ্ট-**
**স্তাবদ্ বিভো তনুভৃতাং ত্বদুপেক্ষিতানাম্ ॥ ১৯ ॥**

**বালস্য**—একটি ছোট শিশুর; **ন**—না; **ইহ**—এই জগতে; **শরণম্**—আশ্রয় (রক্ষা); **পিতরৌ**—পিতা এবং মাতা; **নৃসিংহ**—হে ভগবান নৃসিংহদেব; **ন**—না; **আর্তস্য**—রোগাক্রান্ত ব্যক্তির; **চ**—ও; **অগদম্**—ঔষধ; **উদন্বতি**—সমুদ্রের জলে; **মজ্জতঃ**—নিমজ্জমান ব্যক্তির; **নৌঃ**—নৌকা; **তপ্তস্য**—জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশায় পীড়িত ব্যক্তির; **তৎ-প্রতিবিধিঃ**—(সংসার ক্লেশ নিবারণের) প্রতিকার; **যঃ**—যা; **ইহ**—এই জড় জগতে; **অঞ্জসা**—অতি সহজে; **ইষ্টঃ**—(প্রতিবিধানরূপে) স্বীকৃত; **তাবৎ**—তেমনই; **বিভো**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **তনুভৃতাম্**—জড় দেহধারী জীবদের; **ত্বৎ-উপেক্ষিতানাম্**—যারা আপনার দ্বারা উপেক্ষিত।

## অনুবাদ

**হে নৃসিংহদেব, হে বিভো, দেহাত্মবুদ্ধির ফলে আপনার দ্বারা উপেক্ষিত দেহধারী জীবেরা তাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য কিছুই করতে পারে না। তারা তাদের দুঃখ নিবারণের যে উপায়ই গ্রহণ করে তা সাময়িকভাবে লাভজনক হলেও, ক্ষণস্থায়ী। যেমন, পিতা এবং মাতা তাদের শিশুকে রক্ষা করতে পারে না, চিকিৎসক এবং ঔষধ রোগীর কষ্ট দূর করতে পারে না, এবং তরণি সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তিকে রক্ষা করতে পারে না।**

## তাৎপর্য

পিতামাতার রক্ষণাবেক্ষণে, বিভিন্ন রোগের ঔষধে, এবং জলে, আকাশে ও স্থলে রক্ষার বিভিন্ন উপায়ের দ্বারা যদিও জড় জগতের বিবিধ দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি সাধনের চেষ্টা করা হয়, তবুও তাদের কোন একটির দ্বারাও নিশ্চিতরূপে রক্ষা পাওয়া যায় না। সেগুলি সাময়িকভাবে লাভজনক হতে পারে, কিন্তু সেই লাভ স্থায়ী হয় না। পিতামাতার উপস্থিতি সত্ত্বেও সন্তানের আকস্মিক মৃত্যু, রোগ এবং অন্যান্য দুঃখকষ্ট ভোগ হয়। কেউই তাকে সাহায্য করতে পারে না, এমন কি তার পিতা-মাতা পর্যন্ত নয়। চরম আশ্রয় হচ্ছেন ভগবান, এবং যিনি ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেন তিনি রক্ষা পান। তা ধ্রুব সত্য। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩১) ভগবান বলেছেন *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*—"হে কৌন্তেয়, দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হয় না।" অতএব, ভগবানের কৃপার দ্বারা রক্ষিত না হলে, প্রতিকারের কোন উপায়ই কার্যকরী হবে না। তাই ভগবানের অহৈতুকী কৃপার উপরেই সর্বতোভাবে নির্ভর করতে হয়। যদিও কর্তব্যের খাতিরে প্রতিকারের অন্যান্য উপায়গুলিও অবশ্যই অবলম্বন করতে হয়, তবুও যে ভগবানের

দ্বারা উপেক্ষিত, তাকে কেউই রক্ষা করতে পারে না। এই জড় জগতে সকলেই জড়া প্রকৃতির আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করে, কিন্তু চরমে সকলেই সম্পূর্ণরূপে জড়া প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই তথাকথিত দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকেরা যদিও জড়া প্রকৃতির আক্রমণ পরাস্ত করার চেষ্টা করে, তবুও তারা সফল হতে পারেনি। *ভগবদ্গীতায়* (১৩/৯) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, জড় জগতের প্রকৃত দুঃখ চারটি—জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি। পৃথিবীর ইতিহাসে জড়া প্রকৃতির এই চারটি দুঃখকে কেউ জয় করতে পারেনি। *প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।* প্রকৃতি এতই প্রবল যে, কেউই তার কঠোর নিয়ম অতিক্রম করতে পারে না। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ধর্মবিদ এবং রাজনীতিবিদদের তাই ভালভাবে জেনে রাখা উচিত যে, তারা জনসাধারণকে কোন প্রকার সুযোগ-সুবিধাই প্রদান করতে পারে না। তাই জনসাধারণকে কৃষ্ণভক্তির স্তরে উত্তীর্ণ করার জন্য তাদের ব্যাপকভাবে প্রচার করা উচিত। সারা পৃথিবী জুড়ে আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারের বিনীত প্রচেষ্টাই জনগণের দুঃখ-দুর্দশা নিবারণের একমাত্র উপায় এবং তার ফলে জীবনে সুখ এবং শান্তি আসবে। ভগবানের কৃপা ব্যতীত কখনই সুখী হওয়া যায় না (*ত্বদুপেক্ষিতানাম্*)। আমরা যদি আমাদের পরম পিতাকে অসন্তুষ্ট করতে থাকি, তা হলে আমরা এই জড় জগতে উচ্চলোকে অথবা নিম্নলোকে কোথাও সুখী হতে পারব না।

## শ্লোক ২০

**যস্মিন্ যতো যর্হি যেন চ যস্য যস্মাদ্**
**যস্মৈ যথা যদুত যস্ত্বপরঃ পরো বা ।**
**ভাবঃ করোতি বিকরোতি পৃথক্স্বভাবঃ**
**সঞ্চোদিতস্তদখিলং ভবতঃ স্বরূপম্ ॥ ২০ ॥**

**যস্মিন্**—জীবনের যে কোন অবস্থাতেই; **যতঃ**—কোন কারণে; **যর্হি**—(অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ) কোন কালে; **যেন**—কোন কিছুর দ্বারা; **চ**—ও; **যস্য**—কারও সম্পর্কে; **যস্মাৎ**—কোন কারণ থেকে; **যস্মৈ**—কারও প্রতি (স্থান, কাল অথবা পাত্র নির্বিশেষে); **যথা**—কোন উপায়ে; **যৎ**—যাই হোক না কেন; **উত**—নিশ্চিতভাবে; **যঃ**—যে কেউ; **তু**—কিন্তু; **অপরঃ**—অন্য; **পরঃ**—পরম; **বা**—অথবা; **ভাবঃ**—হয়ে; **করোতি**—করে; **বিকরোতি**—পরিবর্তন করে; **পৃথক্**—ভিন্ন; **স্বভাবঃ**—প্রকৃতি (জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের বশীভূত হয়ে); **সঞ্চোদিতঃ**—

প্রভাবিত হয়ে; **তৎ**—তা; **অখিলম্**—সমস্ত; **ভবতঃ**—আপনার; **স্বরূপম্**—আপনার বিভিন্ন শক্তিসম্ভূত।

## অনুবাদ

**হে প্রভু, এই জড় জগতে সকলেই সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেই এই গুণের বশীভূত হয়ে কর্ম করে। তাই এই জড় জগতে সকলেই আপনার প্রকৃতির বশীভূত। যে কারণে তারা কর্ম করে, যে স্থানে তারা কর্ম করে, যে সময়ে তারা কর্ম করে, যে পদার্থ নিয়ে তারা কর্ম করে, তাদের জীবনের যে উদ্দেশ্যকে তারা চরম বলে বিবেচনা করেছে, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়—তা সবই আপনারই শক্তির প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে, যেহেতু শক্তি এবং শক্তিমান অভিন্ন, তাই সেই সবই আপনারই প্রকাশ।**

## তাৎপর্য

কেউ নিজেকে পিতা-মাতার দ্বারা, সরকারের দ্বারা, কোন স্থান অথবা অন্য কোন কারণের দ্বারা রক্ষিত বলে মনে করে, তা সবই ভগবানের বিভিন্ন শক্তিরই অভিব্যক্তি। স্বর্গ, মর্ত্য অথবা পাতালে যা কিছু করা হয় তা সবই ভগবানের তত্ত্বাবধানে অথবা নিয়ন্ত্রণাধীনে হয়ে থাকে। তাই বলা হয়েছে, *কর্মণা দৈবনেত্রেণজন্তুর্দেহোপপত্তয়ে*। সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবান জীবের মনোবৃত্তি অনুসারে কর্ম করার প্রেরণা প্রদান করেন। জীবের কর্ম করার জন্য এই সমস্ত মনোবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ। তাই *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, *মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—সকলেই পরমাত্মার অনুপ্রেরণা অনুসারে কর্ম করে। যেহেতু সকলের জীবনের বিভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে, তাই সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে ভিন্ন ভিন্নভাবে কর্ম করে।

*যস্মিন্ যতো যর্হি যেন চ যস্য যস্মাৎ* শব্দগুলি ইঙ্গিত করে যে, সমস্ত কার্যকলাপ, তা যাই হোক না কেন, তা ভগবানের বিভিন্ন রূপ ছাড়া অন্য কিছু নয়। সেই সবই জীবদের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে এবং ভগবানের কৃপার প্রভাবে চরিতার্থ হয়। যদিও এই সমস্ত কার্যকলাপ ভগবান থেকে অভিন্ন, তবুও ভগবান নির্দেশ দেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"অন্য সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে আমার শরণাগত হও।" আমরা যখন ভগবানের এই নির্দেশ গ্রহণ করি, তখন আমরা প্রকৃতপক্ষে সুখী হতে পারি। আমাদের জড় ইন্দ্রিয় অনুসারে আমরা যতক্ষণ কর্ম করি, ততক্ষণ আমরা জড়-জাগতিক জীবনে থাকি, কিন্তু যখনই আমরা

ভগবানের বাস্তবিক দিব্য আদেশ অনুসারে কর্ম করি, তৎক্ষণাৎ আমরা আমাদের চিন্ময় পদ প্রাপ্ত হই। ভক্তির কার্যকলাপ সরাসরিভাবে ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। *নারদ-পঞ্চরাত্রে* উল্লেখ করা হয়েছে—

*সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্ ।*
*হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥*

"কেউ যখন সমস্ত জড়-জাগতিক উপাধি পরিত্যাগ করে ভগবানের অধীনে কর্ম করেন, তখন তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন পুনর্জাগরিত হয়। সেই স্থিতিকে বলা হয় *স্বরূপেণ অবস্থিতি*। এটিই মুক্তির প্রকৃত বর্ণনা।

## শ্লোক ২১

**মায়া মনঃ সৃজতি কর্মময়ং বলীয়ঃ**
**কালেন চোদিতগুণানুমতেন পুংসঃ ।**
**ছন্দোময়ং যদজয়ার্পিতষোড়শারং**
**সংসারচক্রমজ কোঽতিতরেৎ ত্বদন্যঃ ॥ ২১ ॥**

**মায়া**—ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি; **মনঃ**—মন;* **সৃজতি**—সৃষ্টি করে; **কর্ম-ময়ম্**—শত-সহস্র বাসনার সৃষ্টি করে এবং সেই অনুসারে আচরণ করে; **বলীয়ঃ**—অত্যন্ত শক্তিশালী, দুর্জয়; **কালেন**—কালের দ্বারা; **চোদিত-গুণ**—যার তিনটি গুণ বিক্ষুব্ধ হয়; **অনুমতেন**—কৃপাদৃষ্টির দ্বারা (কালের দ্বারা) অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে; **পুংসঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ শ্রীবিষ্ণুর; **ছন্দোময়ম্**—বেদের নির্দেশের দ্বারা প্রভাবিত; **যৎ**—যা; **অজয়া**—অজ্ঞানের অন্ধকারের ফলে; **অর্পিত**—নিবেদিত; **ষোড়শ**—ষোল; **অরম্**—অর; **সংসার-চক্রম্**—বিভিন্ন যোনিতে বার বার জন্ম-মৃত্যুর চক্র; **অজ**—হে জন্মরহিত ভগবান; **কঃ**—কে (রয়েছে); **অতিতরেৎ**—বের হতে সক্ষম; **ত্বৎ-অন্যঃ**—আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ না করে।

### অনুবাদ

**হে ভগবান, হে পরম শাশ্বত, আপনার স্বীয় অংশ বিস্তার করে কালের দ্বারা ক্ষোভিত আপনার বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে আপনি জীবের সূক্ষ্ম শরীর সৃষ্টি**

---

*মন সর্বদাই পরিকল্পনা করে কিভাবে এই জড় জগতে থাকা যায় এবং বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করা যায়। সেটিই মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার দ্বারা রচিত সূক্ষ্ম শরীরের মুখ্য অঙ্গ।

**করেছেন। এইভাবে মন বৈদিক কর্ম-কাণ্ডের নির্দেশ এবং ষোলটি উপাদানের দ্বারা অন্তহীন বাসনার বন্ধনে জীবকে বেঁধে রাখে। আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ বিনা এই বন্ধন থেকে কে মুক্ত হতে পারে?**

## তাৎপর্য

সব কিছুতেই যদি ভগবানের হাত থাকে, তা হলে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় আনন্দময় জীবনে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে কি করে? প্রকৃতপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ যে সব কিছুর উৎস তা বাস্তব সত্য। সেই কথা আমরা *ভগবদ্গীতায়* স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে জানতে পেরেছি (*অহং সর্বস্য প্রভবঃ*)। চিৎ-জগৎ এবং জড় জগৎ, উভয় জগতেই সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদিত হয় জড়া প্রকৃতি অথবা পরা প্রকৃতির মাধ্যমে ভগবানের আদেশে। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে, *ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্*—ভগবানের নির্দেশ ব্যতীত জড়া প্রকৃতি কোন কিছুই করতে পারে না; তা স্বতন্ত্রভাবে কার্য করতে পারে না। তাই, প্রথমে জীব জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করতে চেয়েছিল, এবং জীবকে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং জীবকে তার মনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধারণা ও পরিকল্পনা সৃষ্টি করার সুযোগ দিয়েছেন। জীবকে ভগবান যে এই সুযোগ দিয়েছেন তার ষোলটি বিকৃত তত্ত্ব হচ্ছে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ মহাভূত। জন্ম-মৃত্যুর চক্র সৃষ্টি হয়েছে ভগবানের দ্বারা, কিন্তু বিভ্রান্ত জীবদের উন্নতির বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য তিনি বেদে বিভিন্ন নির্দেশ দিয়েছেন (*ছন্দোময়ম্*)। কেউ যদি স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, তা হলে তিনি বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করতে পারেন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৫) সেই সম্বন্ধে ভগবান বলেছেন—

*যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।*
*ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥*

"দেবতাদের উপাসকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হবেন; যারা ভূত-প্রেত আদির উপাসক তারা ভূতলোকই লাভ করে; যারা পিতৃপুরুষদের উপাসক, তারা অনিত্য পিতৃলোক লাভ করে; এবং যাঁরা আমার উপাসনা করেন, তাঁরা আমাকেই লাভ করেন।" বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবকে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথ প্রদর্শন করা, কিন্তু জীব তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য না জেনে, কখনও এখানে কখনও ওখানে কিছু না কিছু করতে থাকে। এইভাবে সে বিভিন্ন যোনিতে বন্দী হয়ে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করতে থাকে, এবং এমন কার্যে প্রবৃত্ত হয় যার ফলে তাকে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ

করতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন—

*ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।*
*গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥*

(*চৈঃ চঃ মধ্য* ১৯/১৫১)

অধঃপতিত বদ্ধ জীবেরা মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জড় জগতে ভ্রমণ করে, কিন্তু সৌভাগ্যবশত সে যদি ভগবানের প্রতিনিধি সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ লাভ করে, যিনি তাকে ভগবদ্ভক্তির বীজ প্রদান করেন, এবং সে যদি সেই প্রকার গুরু বা ভগবানের প্রতিনিধির সান্নিধ্য লাভের সেই সুযোগ গ্রহণ করে, তা হলে সে ভক্তিলতা-বীজ লাভ করে। সে যদি যথাযথভাবে কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুশীলন করে, তা হলে সে ক্রমশ চিৎ-জগতে উন্নীত হয়। মূল কথা হচ্ছে যে, ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করা উচিত, তা হলে ধীরে ধীরে মুক্তিলাভ করা যাবে। অন্য কোন পন্থায় জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

## শ্লোক ২২

**স ত্বং হি নিত্যবিজিতাত্মগুণঃ স্বধাম্না**
**কালো বশীকৃতবিসৃজ্যবিসর্গশক্তিঃ ।**
**চক্রে বিসৃষ্টমজয়েশ্বর ষোড়শারে**
**নিষ্পীড্যমানমুপকর্ষ বিভো প্রপন্নম্ ॥ ২২ ॥**

**সঃ**—সেই ব্যক্তি (সেই পরম স্বতন্ত্র ব্যক্তি, যিনি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে মন সৃষ্টি করেছেন, যা এই জড় জগতে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ); **ত্বম্**—আপনি (হন); **হি**—বস্তুতপক্ষে; **নিত্য**—নিত্য; **বিজিত-আত্ম**—বিজিত; **গুণঃ**—যার বুদ্ধির গুণ; **স্ব-ধাম্না**—আপনার নিজের চিৎ-শক্তির দ্বারা; **কালঃ**—কাল (যা সৃষ্টি করে এবং সংহার করে); **বশীকৃত**—আপনার অধীন; **বিসৃজ্য**—যে সমস্ত প্রভাবের দ্বারা; **বিসর্গ**—এবং সমস্ত কারণ; **শক্তিঃ**—সমস্ত শক্তি; **চক্রে**—কালচক্রে (জন্ম-মৃত্যুর চক্রে); **বিসৃষ্টম্**—প্রক্ষিপ্ত হয়ে; **অজয়া**—আপনার বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা, তমোগুণের দ্বারা; **ঈশ্বর**—হে পরম নিয়ন্তা; **ষোড়শ-অরে**—ষোলটি অর সমন্বিত (পঞ্চ মহাভূত, দশেন্দ্রিয় এবং অন্তরেন্দ্রিয় মন); **নিষ্পীড্যমানম্**—(চাকার নিচে) নিষ্পেষিত হয়ে; **উপকর্ষ**—দয়া করে আমাকে গ্রহণ করুন (আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে); **বিভো**—হে মহত্তম; **প্রপন্নম্**—সর্বতোভাবে আপনার শরণাগত।

## অনুবাদ

**হে প্রভু, হে বিভো, আপনি ষোলটি উপাদানের দ্বারা এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আপনি তাদের জড় গুণের অতীত। অর্থাৎ, এই জড় গুণগুলি সর্বতোভাবে আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং আপনি কখনও তাদের দ্বারা পরাভূত হন না। তাই, কাল আপনার প্রতিনিধিত্ব করে। হে প্রভু, হে পরমেশ্বর, হে অজেয়, আমি কালচক্রে নিষ্পেষিত এবং তাই আমি সর্বতোভাবে আপনার শরণাগত হয়েছি, এখন দয়া করে আপনি আমাকে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে গ্রহণ করুন।**

## তাৎপর্য

জড়-জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার চক্রও ভগবানের সৃষ্টি, কিন্তু ভগবান জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন নন। পক্ষান্তরে তিনিই জড়া প্রকৃতির নিয়ন্তা। কিন্তু আমরা জীবসমূহ জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন। আমরা যখন আমাদের স্বরূপ পরিত্যাগ করি (*জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'*), তখন ভগবান এই জড়া প্রকৃতি সৃষ্টি করেন এবং বদ্ধ জীবদের প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়ার আয়োজন করেন। তাই তিনি হচ্ছেন পরম ঈশ্বর, এবং তিনিই কেবল বদ্ধ জীবদের জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন (*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*)। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া বদ্ধ জীবদের ত্রিতাপ দুঃখের দ্বারা নিরন্তর জর্জরিত করে। তাই, পূর্ববর্তী শ্লোকে প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, "হে প্রভু, আপনি ছাড়া আর কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারে না।" প্রহ্লাদ মহারাজ বিশ্লেষণ করেছেন যে, একটি শিশুর রক্ষক তার পিতামাতা তাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না, ঔষধ এবং চিকিৎসক মৃত্যুর হাত থেকে রোগীকে রক্ষা করতে পারে না। সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তিকে নৌকা রক্ষা করতে পারে না, কারণ সব কিছুই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট মানুষদের শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া কর্তব্য, এবং *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর অন্তিম উপদেশে দাবি করেছেন—

*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।*
*অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥*

"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সেই বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না।" সমস্ত মানব-সমাজের কর্তব্য এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে, কালচক্রে নিষ্পেষিত

হওয়ার থেকে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় উদ্ধার লাভ করা।

*নিষ্পীড্যমানম্* ('নিষ্পেষিত হয়ে') শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জড় জগতে প্রতিটি জীবই বার বার নিষ্পেষিত হচ্ছে এবং সেই অবস্থা থেকে উদ্ধার লাভের জন্য তাঁকে অবশ্যই ভগবানের শরণাগত হওয়া কর্তব্য। তার ফলে সে সুখী হবে। *প্রপন্নম্* শব্দটিও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত না হলে, এইভাবে কালচক্রে পিষ্ট হওয়ার থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। সরকার একটি কয়েদিকে কারাগারে দণ্ডদান করে, কিন্তু সেই সরকারই ইচ্ছা করলে সেই কয়েদিকে তার কারাগারের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে। তেমনই, আমাদের যথাযথভাবে জেনে রাখা উচিত যে, আমাদের এই দুঃখময় অবস্থা ভগবানেরই দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে, এবং আমরা যদি এই দুঃখ-দুর্দশা থেকে উদ্ধার লাভ করতে চাই, তা হলে নিয়ন্তার কাছে আমাদের আবেদন করতে হবে। তার ফলে আমরা এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারব।

## শ্লোক ২৩

**দৃষ্টা ময়া দিবি বিভোঽখিলধিষ্ণ্যপানা-**
**মায়ুঃ শ্রিয়ো বিভব ইচ্ছতি যাঞ্জনোঽয়ম্ ।**
**যেঽস্মৎপিতুঃ কুপিতহাসবিজৃম্ভিতভ্রু-**
**বিস্ফূর্জিতেন লুলিতাঃ স তু তে নিরস্তঃ ॥ ২৩ ॥**

**দৃষ্টাঃ**—ব্যবহারিকভাবে দর্শন করে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **দিবি**—স্বর্গলোকে; **বিভো**—হে ভগবান; **অখিল**—সমগ্র; **ধিষ্ণ্য-পানাম্**—বিভিন্ন রাষ্ট্রের পালকদের; **আয়ুঃ**—আয়ু; **শ্রিয়ঃ**—ঐশ্বর্য; **বিভবঃ**—মহিমা, প্রভাব; **ইচ্ছতি**—বাসনা করে; **যান্**—যে সব; **জনঃ অয়ম্**—এই সমস্ত জনসাধারণ; **যে**—যে সব (আয়ু, ঐশ্বর্য ইত্যাদি); **অস্মৎ পিতুঃ**—আমার পিতা হিরণ্যকশিপুর; **কুপিত-হাস**—ক্রুদ্ধ হাস্যের দ্বারা; **বিজৃম্ভিত**—বিস্ফারিত; **ভ্রূ**—ভ্রূর; **বিস্ফূর্জিতেন**—কেবল তার দর্শনের দ্বারা; **লুলিতাঃ**—বিধ্বস্ত; **সঃ**—তিনি (আমার পিতা); **তু**—কিন্তু; **তে**—আপনার দ্বারা; **নিরস্তঃ**—সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়েছে।

### অনুবাদ

**হে ভগবান, মানুষ সাধারণত দীর্ঘ আয়ু, ঐশ্বর্য এবং সুখভোগের জন্য স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, কিন্তু আমার পিতার কার্যকলাপের দ্বারা আমি তা দেখেছি।**

**আমার পিতা যখন ক্রুদ্ধ হয়ে ব্যঙ্গভরে অট্টহাস্য করত, তখন তার ভ্রূকুটি দর্শন করে দেবতারা বিনষ্ট হত। কিন্তু আমার সেই পিতা, যিনি এত শক্তিশালী ছিলেন, তিনি এখন নিমেষের মধ্যে আপনার দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছেন।**

## তাৎপর্য

এই জড় জগতে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার দ্বারা জড় ঐশ্বর্য, দীর্ঘ আয়ু এবং কর্তৃত্বের অনিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। আমরা দেখেছি যে এই পৃথিবীতে নেপোলিয়ান, হিটলার, সুভাষ চন্দ্র বোস, গান্ধী আদি বড় বড় রাজনীতিবিদ এবং সেনানায়ক এসেছে, কিন্তু তাদের জীবনের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদের জনপ্রিয়তা, প্রভাব এবং অন্য সব কিছুই নষ্ট হয়ে গেছে। পূর্বে প্রহ্লাদ মহারাজও তাঁর ক্ষমতাশালী পিতা হিরণ্যকশিপুর কার্যকলাপ দর্শন করে সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ এই জড় জগতের কোন কিছুরই গুরুত্ব দেননি। এই জড় জগতে কেউই তার শরীর অথবা জাগতিক সাফল্য চিরকালের জন্য বজায় রাখতে পারে না। বৈষ্ণব বুঝতে পারেন যে, এই জড় জগতে যা অত্যন্ত শক্তিশালী, ঐশ্বর্যবান এবং প্রভাবশালী, তাও চিরস্থায়ী হতে পারে না। যে কোন মুহূর্তে তা সব শেষ হয়ে যেতে পারে। আর কে তাদের বিনাশ করতে পারেন? পরমেশ্বর ভগবান। তাই আমাদের বুঝতে হবে যে, পরম ঈশ্বর ভগবানের থেকে মহান কেউ নেই। তাই সেই পরম ঈশ্বর যখন দাবি করেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*, তখন প্রতিটি বুদ্ধিমান মানুষের তাঁর সেই প্রস্তাব মেনে নেওয়া উচিত। জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির চক্র থেকে উদ্ধার লাভ করতে হলে ভগবানের শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

## শ্লোক ২৪

**তস্মাদমূস্তনুভৃতামহমাশিষোঽজ্ঞ**
**আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভবমৈন্দ্রিয়মাবিরিঞ্চ্যাৎ ।**
**নেচ্ছামি তে বিলুলিতানুরুবিক্রমেণ**
**কালাত্মনোপনয় মাং নিজভৃত্যপার্শ্বম্ ॥ ২৪ ॥**

**তস্মাৎ**—অতএব; **অমূঃ**—সেই সমস্ত (ঐশ্বর্য); **তনু-ভৃতাম্**—জড় দেহধারী জীবের প্রসঙ্গে; **অহম্**—আমি; **আশিষঃ অজ্ঞঃ**—এই প্রকার আশীর্বাদের ফল সম্বন্ধে ভালভাবে জেনে; **আয়ুঃ**—দীর্ঘ আয়ু; **শ্রিয়ম্**—জড় ঐশ্বর্য; **বিভবম্**—প্রভাব এবং

মহিমা; **ঐন্দ্রিয়ম্**—সব কিছুই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য; **আবিরিঞ্চ্যাৎ**—ব্রহ্মা থেকে শুরু করে (ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত); **ন**—না; **ইচ্ছামি**—আমি চাই; **তে**—আপনার দ্বারা; **বিলুলিতান্**—বিনাশশীল; **উরু-বিক্রমেণ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **কাল-আত্মনা**—কালের প্রভুরূপে; **উপনয়**—দয়া করে নিয়ে যান; **মাম্**—আমাকে; **নিজ-ভৃত্য-পার্শ্বম্**—আপনার অত্যন্ত অনুগত ভক্তদের সঙ্গে।

## অনুবাদ

**হে ভগবান, এখন আমি ব্রহ্মা থেকে শুরু করে পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত জীবের জড় ঐশ্বর্য, যোগশক্তি, দীর্ঘ আয়ু এবং অন্যান্য জড় সুখের পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। মহাকাল রূপে আপনি এই সবই ধ্বংস করেন। তাই, আমি সেগুলি চাই না। হে ভগবান, আমি কেবল আপনার কাছে অনুরোধ করি, দয়া করে আমাকে শুদ্ধ ভক্তের সান্নিধ্য প্রদান করুন এবং ঐকান্তিক সেবকরূপে তাঁকে সেবা করতে দিন।**

## তাৎপর্য

*শ্রীমদ্ভাগবত* অধ্যয়ন করে প্রতিটি বুদ্ধিমান ব্যক্তিই সেই মহান আধ্যাত্মিক জ্ঞানের গ্রন্থে উল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মাধ্যমে প্রহ্লাদ মহারাজের মতো অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। প্রহ্লাদ মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, জড় ঐশ্বর্যের অনিত্যতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। এমন কি এই দেহটি পর্যন্ত, যার জন্য আমরা কত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রচেষ্টা করি, তাও যে কোন মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আত্মা নিত্য। *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*—দেহের বিনাশ হলেও আত্মার কখনও বিনাশ হয় না। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য, দেহের সুখের চেষ্টা না করে, আত্মার সুখের চেষ্টা করা। কেউ যদি ব্রহ্মা এবং অন্যান্য মহান দেবতাদের মতো দীর্ঘ আয়ু লাভও করেন, তা হলেও তা এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য অবিনশ্বর আত্মা সম্পর্কে যত্নশীল হওয়া।

নিজেকে রক্ষা করার জন্য শুদ্ধ ভক্তের শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। নরোত্তম দাস ঠাকুর তাই বলেছেন, *ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পায়েছে কেবা*। কেউ যদি জড়া প্রকৃতির আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চায়, তা হলে তাকে অবশ্যই পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণকে জেনে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করতে হবে। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ*। তত্ত্বত শ্রীকৃষ্ণকে জানতে হবে, এবং তা কেবল শুদ্ধ ভক্তের সেবার মাধ্যমেই সম্ভব। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ নৃসিংহদেবের কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি

যেন তাঁকে জড় ঐশ্বর্য লাভের বর প্রদান করার পরিবর্তে শুদ্ধ ভক্ত এবং তাঁর দাসের সান্নিধ্যে রাখেন। এই জগতে প্রতিটি বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই প্রহ্লাদ মহারাজকে অনুসরণ করা উচিত। *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ*। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতৃদত্ত সম্পত্তি উপভোগ করতে চাননি; পক্ষান্তরে, তিনি কেবল ভগবানের দাসের অনুদাস হতে চেয়েছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ এবং যাঁরা নিষ্ঠা সহকারে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তাঁরা নিরন্তর জড়-জাগতিক উন্নতির মাধ্যমে সুখের প্রয়াসকারী মায়িক মানব-সভ্যতাকে পরিত্যাগ করেন।

বিভিন্ন প্রকার জড় ঐশ্বর্য রয়েছে, যথা—ভুক্তি, মুক্তি এবং সিদ্ধি। ভুক্তির অর্থ স্বর্গলোকে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়ে চরম ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের মাধ্যমে জড়সুখ ভোগ করার খুব ভাল অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। মুক্তির অর্থ হচ্ছে জড়-জাগতিক উন্নতির প্রতি বিরক্ত হয়ে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা। সিদ্ধির অর্থ হচ্ছে যোগীদের মতো কঠোর যোগসাধনার মাধ্যমে অণিমা, লঘিমা, মহিমা আদি অষ্ট সিদ্ধি লাভ করা। যারা ভুক্তি, মুক্তি অথবা সিদ্ধির মাধ্যমে জড় উন্নতি সাধন করতে চায়, তাদের যথাসময়ে দণ্ডভোগ করতে হয় এবং পুনরায় জড়-জাগতিক কার্যকলাপে ফিরে আসতে হয়। প্রহ্লাদ মহারাজ সেই সবই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি কেবল শুদ্ধ ভক্তের নির্দেশ অনুসারে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে চেয়েছিলেন।

## শ্লোক ২৫

**কুত্রাশিষঃ শ্রুতিসুখা মৃগতৃষ্ণিরূপাঃ**
**ক্বেদং কলেবরমশেষরুজাং বিরোহঃ ।**
**নির্বিদ্যতে ন তু জনো যদপীতি বিদ্বান্**
**কামানলং মধুলবৈঃ শময়ন্ দুরাপৈঃ ॥ ২৫ ॥**

**কুত্র**—কোথায়; **আশিষঃ**—আশীর্বাদ; **শ্রুতি-সুখাঃ**—শ্রুতিমধুর; **মৃগতৃষ্ণি রূপাঃ**—মরুভূমিতে মরীচিকার মতো; **ক্ব**—কোথায়; **ইদম্**—এই; **কলেবরম্**—শরীর; **অশেষ**—অন্তহীন; **রুজাম্**—রোগের; **বিরোহঃ**—উদ্ভব স্থান; **নির্বিদ্যতে**—তৃপ্ত হয়; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **জনঃ**—জনসাধারণ; **যৎ অপি**—যদিও; **ইতি**—এই প্রকার; **বিদ্বান্**—তথাকথিত পণ্ডিত দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং রাজনীতিবিদগণ; **কাম-অনলম্**—কামাগ্নি; **মধু-লবৈঃ**—মধুর (সুখের) বিন্দু; **শময়ন্**—নিয়ন্ত্রণ করে; **দুরাপৈঃ**—যা লাভ করা অত্যন্ত কঠিন।

## অনুবাদ

**এই জড় জগতে প্রতিটি জীবই ভবিষ্যৎ সুখের কামনা করে, যা ঠিক মরুভূমির মরীচিকার মতো। মরুভূমিতে জল কোথায়? ঠিক তেমনই এই জড় জগতে সুখ কোথায়? এই শরীরটির কি মূল্য? এটি কেবল নানা প্রকার রোগের উদ্ভবস্থল। তথাকথিত দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং রাজনীতিবিদেরা সেই কথা ভালভাবেই জানে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা অনিত্য সুখের আকাঙ্ক্ষা করে। সুখ লাভ করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু যেহেতু তারা তাদের ইন্দ্রিয়-সংযমে অক্ষম, তাই তারা জড় জগতের তথাকথিত সুখের পিছনে ধাবিত হয় এবং কখনই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না।**

## তাৎপর্য

বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাস গেয়েছেন, *সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল*। এই বর্ণনাটি জড় সুখের প্রকৃত চিত্র অঙ্কন করেছে। সকলেই সেই কথা জানে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ শ্রুতিমধুর বাণী শ্রবণ করার এবং মনোহর ভাবনা-চিন্তার পরিকল্পনা করে। দুর্ভাগ্যবশত যথাসময়ে তার সমস্ত পরিকল্পনাই ধ্বংস হয়ে যায়। বহু রাজনীতিবিদ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার, আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার এবং সারা পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করার পরিকল্পনা করেছে, কিন্তু যথাসময়ে তাদের সমস্ত পরিকল্পনা এবং সাম্রাজ্য, এমন কি তারা নিজেরাও ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা জড় দেহের মাধ্যমে কিভাবে তথাকথিত অনিত্য জড় সুখের প্রয়াসে যুক্ত হই, প্রহ্লাদ মহারাজের কাছ থেকে সেই শিক্ষা গ্রহণ করা সকলেরই কর্তব্য। আমরা সকলেই বার বার পরিকল্পনা করি, এবং বার বার তা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। তাই মানুষের কর্তব্য এই ধরনের পরিকল্পনা ত্যাগ করা।

অগ্নিতে ঘি ঢেলে যেমন কখনও আগুন নেভানো যায় না, তেমনই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের পরিকল্পনার দ্বারা কখনই তৃপ্ত হওয়া যায় না। এই আগুন হচ্ছে *ভবমহাদাবাগ্নি*, জড় অস্তিত্বের দাবানল। দাবানল কোন প্রচেষ্টা ছাড়াই আপনা থেকেই জ্বলে ওঠে। এই জড় জগতে আমরা সুখী হতে চাই, কিন্তু তা কখনও সম্ভব হবে না; তার ফলে কেবল আমাদের বাসনার অগ্নিই বর্ধিত হবে। মায়িক চিন্তা এবং পরিকল্পনার দ্বারা কখনও আমাদের বাসনা তৃপ্ত হবে না; পক্ষান্তরে, আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসরণ করতে হবে—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। তখনই কেবল আমরা সুখী হতে পারব। তা না হলে, সুখের নামে আমাদের কেবল নিরন্তর দুঃখই ভোগ করে যেতে হবে।

## শ্লোক ২৬

**ক্বাহং রজঃপ্রভব ঈশ তমোঽধিকেঽস্মিন্**
**জাতঃ সুরেতরকুলে ক্ব তবানুকম্পা ।**
**ন ব্রহ্মণো ন তু ভবস্য ন বৈ রমায়া**
**যন্মেঽর্পিতঃ শিরসি পদ্মকরঃ প্রসাদঃ ॥ ২৬ ॥**

**ক্ব**—কোথায়; **অহম্**—আমি হই; **রজঃ-প্রভবঃ**—রজোগুণে পূর্ণ একটি শরীরে জন্মগ্রহণ করে; **ঈশ**—হে ভগবান; **তমঃ**—তমোগুণ; **অধিকে**—অতিক্রম করে; **অস্মিন্**—এই; **জাতঃ**—উৎপন্ন; **সুর-ইতর-কুলে**—নাস্তিক বা আসুরিক পরিবারে (যা ভক্তদের থেকে নিম্ন স্তরের); **ক্ব**—কোথায়; **তব**—আপনার; **অনুকম্পা**—অহৈতুকী কৃপা; **ন**—না; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মার; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **ভবস্য**—শিবের; **ন**—না; **বৈ**—এমন কি; **রমায়াঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **যৎ**—যা; **মে**—আমার; **অর্পিতঃ**—অর্পণ করেছেন; **শিরসি**—মস্তকে; **পদ্ম-করঃ**—করকমল; **প্রসাদঃ**—অনুগ্রহসূচক।

### অনুবাদ

**হে ভগবান, হে পরমেশ্বর, নারকীয় তম ও রজোগুণাচ্ছন্ন অসুরকুল জাত আমি বা কোথায়? আর ব্রহ্মা, শিব অথবা লক্ষ্মীদেবীকেও যা কখনও প্রদান করা হয়নি, আপনার সেই অহৈতুকী কৃপাই বা কোথায়? আপনি কখনও তাঁদের মস্তকে আপনার করকমল অর্পণ করেননি, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আপনি তা করেছেন।**

### তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন, কারণ প্রহ্লাদ মহারাজ যদিও অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং ভগবান যদিও ইতিপূর্বে ব্রহ্মা, শিব অথবা তাঁর নিত্য সহচরী লক্ষ্মীদেবীর মস্তকে তাঁর করকমল স্থাপন করেননি, তবুও ভগবান নৃসিংহদেব কৃপাপূর্বক তাঁর করকমল প্রহ্লাদের মস্তকে স্থাপন করেছিলেন। এটিই অহৈতুকী কৃপার অর্থ। এই জড় জগতের স্থিতি নির্বিশেষে, ভগবানের অহৈতুকী কৃপা যে কোনও ব্যক্তির উপর বর্ষিত হতে পারে। জড়-জাগতিক অবস্থা নির্বিশেষে সকলেই ভগবানের পূজা করতে পারে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৪/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

*মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।*
*স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥*

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।" যে ব্যক্তি নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তিনি চিৎ-জগতে অবস্থিত, এবং এই জড় জগতের সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণের সঙ্গে তাঁর কোন সংস্পর্শ নেই।

যেহেতু প্রহ্লাদ মহারাজ চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই রজ এবং তমোগুণ জাত তাঁর দেহের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। রজ এবং তমোগুণের লক্ষণ বর্ণনা করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১৯) বলা হয়েছে, *তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়াশ্চ যে*—রজ এবং তমোগুণের প্রভাবে কাম, লোভ ইত্যাদির উদ্ভব হয়। মহাভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজ মনে করেছিলেন যে, তাঁর পিতার থেকে জাত তাঁর শরীরটি ছিল রজ এবং তমোগুণে পূর্ণ, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ যেহেতু সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিলেন, তাই তাঁর দেহটি জড়-জাগতিক ছিল না। শুদ্ধ বৈষ্ণবের দেহ এই জীবনেই চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। যেমন, লৌহশলাকা আগুনের সংস্পর্শে যখন উত্তপ্ত হয়, তখন আর তা লোহা থাকে না, তা আগুন হয়ে যায়। তেমনই, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভক্তের তথাকথিত জড় দেহ নিরন্তর চিন্ময় জীবনরূপ অগ্নিতে থাকার ফলে, জড়ের সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক থাকে না, তা চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়।

শ্রীল মধ্বাচার্য মন্তব্য করেছেন যে, প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি ভগবান যে কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন, সেই কৃপা জগৎ-জননী লক্ষ্মীদেবীও প্রাপ্ত হন না। কারণ লক্ষ্মীদেবী ভগবানের নিত্য সহচরী হলেও ভগবান তাঁর ভক্তদের প্রতি অধিক অনুরক্ত। অর্থাৎ ভক্তি এতই মহান যে, নিচ কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও যদি তা নিবেদন করেন, তা হলে ভগবান তা লক্ষ্মীদেবীর সেবা থেকেও অধিক মূল্যবান বলে গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং স্বর্গের অন্যান্য দেবতারা ভিন্ন চেতনায় অবস্থিত, এবং তাই তাঁরা কখনও কখনও অসুরদের দ্বারা উৎপীড়িত হন, কিন্তু ভক্ত নিম্নলোকে অবস্থিত হলেও, সর্ব অবস্থাতেই কৃষ্ণভক্তির আনন্দ উপভোগ করেন। *পরতঃ স্বতঃ কর্মতঃ*—তিনি যেইভাবে কর্ম করেন, যেইভাবে অন্যের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন অথবা তাঁর জাগতিক কার্যকলাপ সম্পাদন করেন, সর্ব অবস্থাতেই তিনি আনন্দ আস্বাদন করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য *ব্রহ্মতর্ক* থেকে নিম্নলিখিত শ্লোক দুটি উল্লেখ করেছেন—

*শ্রীব্রহ্মব্রাহ্মীবীন্দ্রাদিত্রিকতৎ স্ত্রীপুরুষ্টুতাঃ ।*
*তদন্যে চ ক্রমাদেব সদামুক্তৌ স্মৃতাবপি ॥*
*হরিভক্তৌ চ তজ্জ্ঞানে সুখে চ নিয়মেন তু ।*
*পরতঃ স্বতঃ কর্মতো বা ন কথঞ্চিত্তদন্যথা ॥*

## শ্লোক ২৭

**নৈষা পরাবরমতির্ভবতো ননু স্যা-**
**জ্জন্তোর্যথাত্মসুহৃদো জগতস্তথাপি ।**
**সংসেবয়া সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ**
**সেবানুরূপমুদয়ো ন পরাবরত্বম্ ॥ ২৭ ॥**

**ন**—না; **এষা**—এই; **পর-অবর**—উচ্চ অথবা নিচ; **মতিঃ**—এই প্রকার ভেদবুদ্ধি; **ভবতঃ**—আপনার; **ননু**—বস্তুতপক্ষে; **স্যাৎ**—হতে পারে; **জন্তোঃ**—সাধারণ জীবের; **যথা**—যেমন; **আত্ম-সুহৃদঃ**—বন্ধুর; **জগতঃ**—সমগ্র জড় জগতের; **তথাপি**—তা সত্ত্বেও (অন্তরঙ্গতা অথবা ভেদবুদ্ধির এই প্রকার প্রদর্শন); **সংসেবয়া**—ভক্তের সেবার মাত্রা অনুসারে; **সুরতরোঃ ইব**—বৈকুণ্ঠলোকের কল্পবৃক্ষের মতো (যা ভক্তের বাসনা অনুসারে ফল প্রদান করে); **তে**—আপনার; **প্রসাদঃ**—আশীর্বাদ; **সেবা-অনুরূপম্**—ভগবানের প্রতি সম্পাদিত সেবা অনুসারে; **উদয়ঃ**—প্রকাশ; **ন**—না; **পর-অবরত্বম্**—মহৎ এবং ক্ষুদ্রের ভেদ অনুসারে।

## অনুবাদ

**হে ভগবান, আপনি সাধারণ জীবের মতো শত্রু ও মিত্রের, এবং অনুকূল ও প্রতিকূলের মধ্যে ভেদভাব দর্শন করেন না, কারণ আপনার মধ্যে উচ্চ এবং নিচ ধারণা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও কল্পবৃক্ষ যেমন মহৎ এবং ক্ষুদ্রের মধ্যে পার্থক্য দর্শন না করে জীবের বাসনা অনুসারে ফল প্রদান করে, তেমনই আপনি ভক্তের সেবার মাত্রা অনুসারে তাঁকে আপনার আশীর্বাদ প্রদান করেন।**

## তাৎপর্য

*ভগবদ্গীতায়* (৪/১১) ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন, *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্*—"যে যেভাবে আমার শরণাগত হয়, সেই অনুসারে আমি তাঁকে পুরস্কৃত করি।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—*জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের*

*'নিত্যদাস'*। জীব যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে, সেই অনুসারে সে তাঁর আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। ভগবান কখনও ভেদ দর্শন করে মনে করেন না, "এই ব্যক্তিটি আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, আর এই ব্যক্তিটিকে আমি অপছন্দ করি।" শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই উপদেশ দিয়েছেন তাঁর শরণাগত হতে (*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*)। জীব যেভাবে ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর সেবা করে, সেই অনুসারে সে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। এইভাবে সমগ্র জগতে জীব স্বয়ং উচ্চ অথবা নিম্নপদ বেছে নেয়। কেউ যদি চায় যে ভগবান তাকে কিছু দিক, তা হলে তার বাসনা অনুসারে সে বর প্রাপ্ত হয়। কেউ যদি স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, তা হলে সে তার বাসনা অনুসারে সেখানে উন্নীত হতে পারে, এবং কেউ যদি এই পৃথিবীতে একটি শূকর হয়ে থাকতে চায়, তা হলে ভগবান তার বাসনাও পূর্ণ করেন। এইভাবে জীবের বাসনা অনুসারে তার স্থিতি নির্ধারিত হয়; উচ্চ-নিচ স্তরের অস্তিত্বের জন্য ভগবান দায়ী নন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৫) ভগবান স্বয়ং বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করেছেন—

*যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।*
*ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥*

কেউ স্বর্গলোকে উন্নীত হতে চায়, কেউ পিতৃলোকে উন্নীত হতে চায়, এবং অন্য কেউ এই পৃথিবীতে থাকতে চায়, কিন্তু কেউ যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে আগ্রহী হয়, তা হলে সে সেখানেও উন্নীত হতে পারে। ভক্তের বিশেষ বাসনা অনুসারে ভগবানের কৃপায় তিনি সেই ফল প্রাপ্ত হন। ভগবান কখনও ভেদভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মনে করেন না, "এই ব্যক্তিটি আমার প্রিয় এবং ওই ব্যক্তিটি আমার অপ্রিয়।" পক্ষান্তরে তিনি সকলেরই বাসনা পূর্ণ করেন। তাই শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

*অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।*
*তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥*

"যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সব রকম জড় কামনাযুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ২/৩/১০) জীব ভক্ত হোক, কর্মী হোক, অথবা জ্ঞানী হোক, তার স্থিতি অনুসারে সে যা কিছু কামনা করে, ভগবানের সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত হওয়ার ফলে তার সেই সমস্ত বাসনা পূর্ণ হতে পারে।

## শ্লোক ২৮

**এবং জনং নিপতিতং প্রভবাহিকূপে**
**কামাভিকামমনু যঃ প্রপতন্ প্রসঙ্গাৎ ।**
**কৃত্বাত্মসাৎ সুরর্ষিণা ভগবন্ গৃহীতঃ**
**সোঽহং কথং নু বিসৃজে তব ভৃত্যসেবাম্ ॥ ২৮ ॥**

**এবম্**—এইভাবে; **জনম্**—সাধারণ মানুষ; **নিপতিতম্**—পতিত; **প্রভব**—জড় জগতের; **অহি-কূপে**—সর্পে পূর্ণ অন্ধকূপে; **কাম-অভিকামম্**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বিষয় বাসনা করে; **অনু**—অনুসরণ করে; **যঃ**—যে ব্যক্তি; **প্রপতন্**—(এই অবস্থায়) পতিত হয়ে; **প্রসঙ্গাৎ**—অসৎ সঙ্গের ফলে অথবা জড় বাসনার সংসর্গের ফলে; **কৃত্বা আত্মসাৎ**—আমাকে (নারদ মুনির মতো দিব্য গুণাবলী প্রাপ্ত করতে) বাধ্য করে; **সুর-ঋষিণা**—দেবর্ষি নারদের দ্বারা; **ভগবন্**—হে ভগবান; **গৃহীতঃ**—গ্রহণ করে; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **অহম্**—আমি; **কথম্**—কিভাবে; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **বিসৃজে**—ত্যাগ করতে পারে; **তব**—আপনার; **ভৃত্য-সেবাম্**—আপনার শুদ্ধ ভক্তের সেবা।

### অনুবাদ

**হে ভগবান, একের পর এক জড় বাসনার সঙ্গ প্রভাবে আমি সাধারণ মানুষদের অনুসরণ করে সর্পপূর্ণ অন্ধকূপে পতিত হয়েছি। আপনার সেবক নারদ মুনি কৃপা করে আমাকে তাঁর শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছেন এবং দিব্য স্থিতি প্রাপ্ত হওয়ার শিক্ষা প্রদান করেছেন। তাই আমার সর্বপ্রথম কর্তব্য তাঁর সেবা করা। তাঁর সেবা আমি কি করে পরিত্যাগ করতে পারি?**

### তাৎপর্য

পরবর্তী শ্লোকে আমরা দেখতে পাব যে, প্রহ্লাদ মহারাজ যদিও তাঁর বাসনা অনুসারে যে কোন বর প্রার্থনা করতে পারতেন, তবুও তিনি ভগবানের কাছ থেকে কোন বর গ্রহণ করেননি। পক্ষান্তরে, তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন তাঁর সেবক নারদ মুনির সেবায় সর্বদা যুক্ত থাকতে পারেন। এটিই শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ। সর্বপ্রথমে শ্রীগুরুদেবের সেবা করা উচিত। কখনই গুরুদেবকে লঙ্ঘন করে ভগবানের সেবা করার বাসনা করা উচিত নয়। সেটি বৈষ্ণবের আদর্শ নয়। নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন—

*তাঁদের চরণ সেবি ভক্তসনে বাস ।*
*জনমে জনমে হয়, এই অভিলাষ ॥*

কখনও সরাসরিভাবে ভগবানের সেবা করার জন্য আগ্রহী হওয়া উচিত নয়। ভগবানের দাসের অনুদাসের দাস হওয়ার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন (*গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ*)। এটিই ভগবানের সমীপবর্তী হওয়ার বিধি। প্রথমে শ্রীগুরুদেবের সেবা করতে হয়, যাতে তাঁর কৃপায় ভগবানের সেবা করা যায়। শ্রীল রূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছিলেন, *গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ*—শ্রীগুরুদেবের কৃপায় ভগবদ্ভক্তির বীজ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তার ফলে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ হয়। এটিই সাফল্যের রহস্য। প্রথমে শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করা উচিত, এবং তারপর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করা উচিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও বলেছেন, *যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো*। নিজের মনগড়া উপায়ে ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করা উচিত নয়। প্রথমে শ্রীগুরুদেবের সেবা করতে প্রস্তুত হতে হয় এবং তারপর যোগ্য হলে আপনা থেকেই ভগবানের সেবা করার স্তর লাভ হয়। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ প্রস্তাব করেছেন যে, তিনি যেন নারদ মুনির সেবায় যুক্ত হতে পারেন। তিনি কখনও সরাসরিভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব করেননি। এটিই যথার্থ সিদ্ধান্ত। তাই তিনি বলেছেন, *সোঽহং কথং নু বিসৃজে তব ভৃত্যসেবাম্*—"যাঁর কৃপায় আমি প্রত্যক্ষভাবে আপনাকে দর্শন করতে সমর্থ হয়েছি, আমার সেই শ্রীগুরুদেবের সেবা আমি কিভাবে ত্যাগ করতে পারি? প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন যে, তিনি যেন তাঁর শ্রীগুরুদেব নারদ মুনির সেবায় সর্বদা যুক্ত থাকতে পারেন।

## শ্লোক ২৯

**মৎপ্রাণরক্ষণমনন্ত পিতুর্বধশ্চ**
**মন্যে স্বভৃত্যঋষিবাক্যমৃতং বিধাতুম্ ।**
**খড়্গং প্রগৃহ্য যদবোচদসদ্বিধিৎসু-**
**স্ত্বামীশ্বরো মদপরোঽবতু কং হরামি ॥ ২৯ ॥**

**মৎ-প্রাণ-রক্ষণম্**—আমার জীবন রক্ষা করে; **অনন্ত**—হে অনন্ত, অন্তহীন চিন্ময় গুণের উৎস; **পিতুঃ**—আমার পিতার; **বধঃ চ**—এবং হত্যা করে; **মন্যে**—আমি

মনে করি; **স্ব-ভৃত্য**—আপনার ঐকান্তিক সেবক; **ঋষি-বাক্যম্**—দেবর্ষি নারদের বাক্যে; **ঋতম্**—সত্য; **বিধাতুম্**—প্রমাণ করার জন্য; **খড়্গম্**—খড়্গ; **প্রগৃহ্য**—হস্তে ধারণ করে; **যৎ**—যেহেতু; **অবোচৎ**—আমার পিতা বলেছিলেন; **অসৎ-বিধিৎসুঃ**—অত্যন্ত অপবিত্রভাবে আচরণ করার বাসনায়; **ত্বাম্**—আপনি; **ঈশ্বরঃ**—কোন পরম নিয়ন্তা; **মৎ-অপরঃ**—আমি ভিন্ন; **অবতু**—রক্ষা করুক; **কম্**—তোর মস্তক; **হরামি**—এখন আমি ছিন্ন করব।

## অনুবাদ

**হে ভগবান, হে চিন্ময় গুণের অন্তহীন উৎস, আপনি আমার পিতা হিরণ্যকশিপুকে বধ করে তাঁর খড়্গ থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে বলেছিলেন, "আমি এখন তোর দেহ থেকে তোর মস্তক ছিন্ন করব। আমি ব্যতীত অন্য কোন ঈশ্বর যদি থাকে তা হলে সে তোকে রক্ষা করুক।" তাই আমি মনে করি যে, আপনার ভক্তের বাণীর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন এবং আমার পিতাকে বধ করেছেন। এই ছাড়া অন্য কোন কারণ নেই।**

## তাৎপর্য

*ভগবদ্গীতায়* (৯/২৯) ভগবান বলেছেন—

*সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ ।*
*যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥*

পরমেশ্বর ভগবান নিঃসন্দেহে সকলেরই প্রতি সমদর্শী। কেউই তাঁর বন্ধু নন অথবা শত্রু নন, কিন্তু কেউ যখন ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের কামনা করেন, তখন ভগবান অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করেন। জীবের উচ্চ-নিচ স্থিতি তাদের বাসনা অনুসারে হয়ে থাকে, কারণ সকলের প্রতি সমদর্শী ভগবান সকলেরই বাসনা পূর্ণ করেন। হিরণ্যকশিপুর সংহার এবং প্রহ্লাদ মহারাজের সংরক্ষণও পরম নিয়ন্তার কার্যকলাপের এই নিয়ম অনুসারেই হয়েছিল। প্রহ্লাদ মহারাজের মাতা, অর্থাৎ হিরণ্যকশিপুর পত্নী কয়াধু যখন নারদ মুনির আশ্রয়ে ছিলেন, তখন তিনি শত্রুর হাত থেকে তাঁর পুত্রের রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, এবং নারদ মুনি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, প্রহ্লাদ মহারাজ সর্বদাই শত্রুর হস্ত থেকে রক্ষা পাবেন। তাই হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদ মহারাজকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন

ভগবান *ভগবদ্গীতায়* তাঁর বাণী (*কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*) এবং তাঁর ভক্ত নারদের বাণীর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য প্রহ্লাদ মহারাজকে রক্ষা করেছিলেন। ভগবান তাঁর একটি কার্যের দ্বারা বহু উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন। তাই হিরণ্যকশিপুর সংহার এবং প্রহ্লাদ মহারাজের রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভগবান ভক্তের বাণীর সত্যতা এবং ভগবানের নিজের প্রভুত্ব, এই সমস্ত উদ্দেশ্য একসঙ্গে সাধন হয়েছিল। ভগবান তাঁর ভক্তের বাসনা পূর্ণ করার জন্য কার্য করেন; তা ছাড়া তাঁর কোন কিছু করার আবশ্যকতা হয় না। বৈদিক ভাষায় বলা হয়েছে, *ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে*—ভগবানকে কিছুই করতে হয় না, কারণ সব কিছুই তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয় (*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*)। ভগবানের অনন্ত শক্তি, যার দ্বারা তিনি সব কিছু সম্পাদন করেন। তাই তিনি যখন স্বয়ং কোন কিছু করেন, তা কেবল তাঁর ভক্তের প্রসন্নতা বিধানের জন্য। ভগবানের আরেক নাম ভক্তবৎসল, কারণ তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ।

## শ্লোক ৩০

**একস্ত্বমেব জগদেতমমুষ্য যৎ ত্ব-**
**মাদ্যন্তয়োঃ পৃথগবস্যসি মধ্যতশ্চ ।**
**সৃষ্ট্বা গুণব্যতিকরং নিজমায়য়েদং**
**নানেব তৈরবসিতস্তদনুপ্রবিষ্টঃ ॥ ৩০ ॥**

**একঃ**—এক; **ত্বম্**—আপনি; **এব**—কেবল; **জগৎ**—জড় জগৎ; **এতম্**—এই; **অমুষ্য**—তার (সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের); **যৎ**—যেহেতু; **ত্বম্**—আপনি; **আদি**—শুরুতে; **অন্তয়োঃ**—অন্তে; **পৃথক্**—পৃথকভাবে; **অবস্যসি**—(কারণরূপে) বিরাজ করেন; **মধ্যতঃ চ**—আদি এবং অন্তের মধ্যবর্তী অবস্থায়; **সৃষ্ট্বা**—সৃষ্টি করে; **গুণ-ব্যতিকরম্**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণের বিকার; **নিজ-মায়য়া**—আপনার বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **ইদম্**—এই; **নানা ইব**—বিবিধ প্রকার; **তৈঃ**—তাদের দ্বারা (গুণের দ্বারা); **অবসিতঃ**—প্রতীত; **তৎ**—তা; **অনুপ্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করে।

### অনুবাদ

**হে ভগবান, আপনি নিজেকে সমগ্র জগৎরূপে প্রকাশিত করেন, কারণ সৃষ্টির পূর্বে আপনি ছিলেন, সৃষ্টির পরে আপনি থাকেন, এবং আদি ও অন্তের মধ্যবর্তী**

**অবস্থায় আপনি পালন করেন। তা সবই প্রকৃতির তিনটি গুণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে আপনার বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয়। অতএব অন্তরে এবং বাইরে যা কিছু বিরাজ করে, তা সবই আপনি।**

## তাৎপর্য

*ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৫) বলা হয়েছে—

*একোঽপসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং*
*যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ ।*
*অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং*
*গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥*

"আমি পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি তাঁর অংশের দ্বারা প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড ও প্রত্যেক পরমাণুতে প্রবেশ করেন এবং এইভাবে অন্তহীন রূপে সারা সৃষ্টি জুড়ে তাঁর অনন্ত শক্তি প্রকাশ করেন।" এই জড় জগৎ সৃষ্টি করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দ তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি বিস্তার করেন, এবং এইভাবে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে ও প্রতিটি পরমাণুতে প্রবেশ করেন। এইভাবে তিনি সমগ্র সৃষ্টিতে বিরাজ করেন। তাই তাঁর ভক্তকে রক্ষা করার জন্য ভগবানের যে কার্য তা জড় নয়, তা চিন্ময়। কার্য এবং কারণরূপে তিনি প্রতিটি বস্তুতে বিরাজমান, তবুও তিনি সব কিছু থেকে ভিন্নভাবে জড়াতীত থাকেন। সেই কথাও *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—

*ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।*
*মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥*

সমগ্র সৃষ্টি ভগবানের শক্তির বিস্তার মাত্র; তাঁকে আশ্রয় করেই সব কিছু বিরাজমান, তবুও তিনি সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের অতীত, পৃথকভাবে বিরাজ করেন। যেহেতু শক্তি এবং শক্তিমান অভিন্ন, তাই সব কিছুই এক (*সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*)। অতএব পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। জড় জগৎ এবং চিৎ-জগতের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে—তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি জড় জগতে প্রকাশিত হয় আর তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি চিৎ-জগতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু উভয় শক্তিই ভগবানের এবং তাই উন্নত বিচারে জড় শক্তির কোন প্রদর্শন নেই, কারণ সব কিছুই তাঁর চিৎ-শক্তি। যে শক্তিতে ভগবানের সর্বব্যাপকতার উপলব্ধি হয় না, তাকে বলা হয় জড়। তা না হলে সব কিছুই চিন্ময়। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ প্রার্থনা করেছেন, *একস্ত্বমেব জগদেতম্*—"আপনিই সব কিছু।"

## শ্লোক ৩১

**ত্বং বা ইদং সদসদীশ ভবাংস্ততোঽন্যো**
**মায়া যদাত্মপরবুদ্ধিরিয়ং হ্যপার্থা ।**
**যদ্ যস্য জন্ম নিধনং স্থিতিরীক্ষণং চ**
**তদ্ বৈতদেব বসুকালবদষ্টিতর্বোঃ ॥ ৩১ ॥**

**ত্বম্**—আপনি; **বা**—অথবা; **ইদম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; **সৎ-অসৎ**—কার্য এবং কারণ সমন্বিত (আপনি কারণ এবং আপনার শক্তি কার্য); **ঈশ**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **ভবান্**—আপনি; **ততঃ**—ব্রহ্মাণ্ড থেকে; **অন্যঃ**—পৃথকভাবে অবস্থিত (ভগবান সৃষ্টি করেন, তবুও তিনি সৃষ্টি থেকে ভিন্ন থাকেন); **মায়া**—যে শক্তি ভিন্ন সৃষ্টিরূপে প্রতীত হয়; **যৎ**—যার; **আত্ম-পর-বুদ্ধিঃ**—আপন এবং পরের ধারণা; **ইয়ম্**—এই; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অপার্থা**—অর্থহীন (আপনিই সব কিছু, এবং তাই 'আমার' এবং 'তোমার' এই ধারণার কোন অবকাশ নেই); **যৎ**—যে বস্তু থেকে; **যস্য**—যার; **জন্ম**—সৃষ্টি; **নিধনম্**—বিনাশ; **স্থিতিঃ**—পালন; **ঈক্ষণম্**—প্রকাশ; **চ**—এবং; **তৎ**—তা; **বা**—অথবা; **এতৎ**—এই; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বসুকালবৎ**—পৃথিবীর গুণ এবং তার অতীত পৃথিবীর সূক্ষ্ম তত্ত্ব (গন্ধ); **অষ্টিতর্বোঃ**—বীজ (কারণ) এবং বৃক্ষ (কারণের কার্য)।

### অনুবাদ

**হে ভগবান, হে পরমেশ্বর, সমগ্র জড় সৃষ্টির কারণ আপনি, এবং এই জড় সৃষ্টি আপনারই শক্তির পরিণাম। যদিও সমগ্র জড় জগৎ আপনার থেকেই প্রকাশিত তবুও আপনি তা থেকে ভিন্ন। 'আমার এবং তোমার' ধারণা তা অবশ্যই মিথ্যা মায়া, কারণ প্রতিটি বস্তুই আপনার থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে আপনার থেকে ভিন্ন নয়। বস্তুতপক্ষে জড় জগৎ আপনার থেকে অভিন্ন, এবং তার বিনাশও আপনারই দ্বারা সাধিত হয়। আপনার সঙ্গে আপনার সৃষ্টির সম্পর্ক বীজ এবং বৃক্ষ, অথবা সূক্ষ্ম কারণ এবং স্থূল প্রকাশের মতো।**

### তাৎপর্য

*ভগবদ্গীতায়* (৭/১০) ভগবান বলেছেন—

*বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।*

"হে পার্থ, জেনে রাখ যে আমিই সর্বভূতের আদি বীজ।" বৈদিক শাস্ত্রে বলা

হয়েছে, *ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্, যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে* এবং *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*। এই সমস্ত বৈদিক তথ্য ইঙ্গিত করে যে, কেবল এক ভগবান রয়েছেন এবং তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। মায়াবাদীরা তাদের নিজেদের মতে এই তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান সেই তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, তিনিই সব কিছু তবুও সব কিছু থেকে তিনি ভিন্ন। এটিই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব। সব কিছুই এক, পরমেশ্বর ভগবান, তবুও সব কিছু ভগবান থেকে ভিন্ন। এটিই ভেদ এবং অভেদ তত্ত্ব।

এই সম্পর্কে এখানে *বসুকালবদষ্টিতর্বোঃ* দৃষ্টান্তটি উপলব্ধি করা খুবই সহজ। সব কিছুই কালে বিরাজ করে, তবুও কালের বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে—বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ। বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ এক। প্রতিদিন আমরা সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যারূপে কালকে অনুভব করি, এবং যদিও সকাল দুপুর থেকে ভিন্ন এবং দুপুর সন্ধ্যা থেকে ভিন্ন, তবুও একত্রে তারা এক। কাল ভগবানেরই শক্তি, কিন্তু ভগবান কাল থেকে ভিন্ন। কালের দ্বারা সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে, পালন হচ্ছে এবং সংহার হবে, কিন্তু পরম ঈশ্বর ভগবানের আদি নেই এবং অন্ত নেই। তিনি নিত্য শাশ্বত। সব কিছুই বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে দিয়ে যায়, তবুও ভগবান সর্বদাই একই থাকেন। এইভাবে নিঃসন্দেহে ভগবান এবং জড় সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ভিন্ন নয়। তাদের ভিন্ন বলে মনে করাকে বলা হয় অবিদ্যা বা অজ্ঞান।

কিন্তু প্রকৃত একত্ব মায়াবাদীদের ধারণার তুল্য নয়। বাস্তবিক জ্ঞান হচ্ছে যে, ভেদ ভগবানের শক্তির দ্বারা প্রকাশিত। বীজ বৃক্ষরূপে প্রকাশিত হয় যা মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফল আদি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাই গেয়েছেন, *কেশব তুয়া জগত বিচিত্র*—"হে ভগবান, আপনার সৃষ্টি বৈচিত্র্যে পূর্ণ।" বৈচিত্র্য এক এবং ভিন্ন। এটিই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বদর্শন। তার সিদ্ধান্ত *ব্রহ্মসংহিতায়* দেওয়া হয়েছে—

*ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।*
*অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥*

"কৃষ্ণ বা গোবিন্দ পরম ঈশ্বর। তাঁর চিন্ময় দেহ নিত্য, জ্ঞানময় এবং আনন্দময়। তিনি সব কিছুর উৎস কিন্তু তাঁর উৎস নেই, কারণ তিনি সর্বকারণের পরম কারণ।" ভগবান যেহেতু সর্বকারণের পরম কারণ, তাই সব কিছুই তাঁর সঙ্গে এক, কিন্তু যখন আমরা বিভিন্নতার বিচার করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, সব কিছুই পরস্পর থেকে ভিন্ন।

তাই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে এক বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর কোন ভেদ নেই, তবুও তাদের বৈচিত্র্যের মধ্যে ভেদ রয়েছে। এই সম্পর্কে মধ্বাচার্য একটি বৃক্ষ এবং সেই বৃক্ষের দহনের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যদিও দুটি বৃক্ষই এক কিন্তু কালের প্রভাবে তাদের দেখতে ভিন্ন। কাল ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং তাই ভগবান কাল থেকে ভিন্ন। তার ফলে উন্নত ভক্ত সুখ এবং দুঃখের পার্থক্য দর্শন করেন না। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/৮) বলা হয়েছে—

*তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো*
*ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্ ।*

ভক্ত যখন তথাকথিত দুঃখময় পরিস্থিতিতে পতিত হন, তখন তিনি তা ভগবানের উপহার বা আশীর্বাদ বলে মনে করেন। ভক্ত যখন এইভাবে জীবনের যে কোন পরিস্থিতিতেই সর্বদা কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ থাকেন, তখন তাঁকে *মুক্তিপদে স দায়ভাক্* অর্থাৎ ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র বলে বর্ণনা করা হয়। *দায়ভাক্* শব্দটির অর্থ 'উত্তরাধিকার'। পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে তার পিতার সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। তেমনই, ভক্ত যখন দ্বৈতভাব মুক্ত হয়ে পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হন, তখন তিনি নিশ্চিতভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যান, ঠিক যেমন পুত্র তার পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

## শ্লোক ৩২

**ন্যস্যেদমাত্মনি জগদ্ বিলয়াম্বুমধ্যে**
**শেষেত্মনা নিজসুখানুভবো নিরীহঃ ।**
**যোগেন মীলিতদৃগাত্মনিপীতনিদ্র-**
**স্তুর্যে স্থিতো ন তু তমো ন গুণাংশ্চ যুঙ্ক্ষে ॥ ৩২ ॥**

**ন্যস্য**—নিক্ষেপ করে; **ইদম্**—এই; **আত্মনি**—আপনার নিজের মধ্যে; **জগৎ**—আপনার সৃষ্ট জড় জগৎ; **বিলয়-অম্বু-মধ্যে**—কারণ-সমুদ্রে, যেখানে প্রত্যেক বস্তু সুরক্ষিত শক্তিরূপে সংরক্ষিত থাকে; **শেষে**—আপনি নিদ্রিতের মতো থাকেন; **আত্মনা**—আপনার দ্বারা; **নিজ**—আপনার ব্যক্তিগত; **সুখ-অনুভবঃ**—চিন্ময় আনন্দের অনুভূতি; **নিরীহঃ**—মনে হয় যেন কিছুই করেন না; **যোগেন**—যোগশক্তির দ্বারা; **মীলিত-দৃক্**—চক্ষু যেন নিদ্রিত বলে মনে হয়; **আত্ম**—আপনার নিজের প্রকাশের দ্বারা; **নিপীত**—নিরস্ত; **নিদ্রঃ**—যাঁর নিদ্রা; **তুর্যে**—দিব্য অবস্থায়; **স্থিতঃ**—নিজেকে

স্থিত রেখে; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **তমঃ**—জড় নিদ্রা; **ন**—না; **গুণান্**—জড়া প্রকৃতির গুণ; **চ**—এবং; **যুঙ্ক্ষে**—আপনি নিজেকে যুক্ত করেন।

## অনুবাদ

**হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি প্রলয়ের পর আপনার সৃজনী শক্তিকে আপনার মধ্যে রাখেন এবং তখন মনে হয় যেন আপনি অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে নিদ্রামগ্ন। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে আপনি সাধারণ মানুষের মতো নিদ্রা যান না, কারণ আপনি সর্বদাই জড় সৃষ্টির অতীত। তুরীয় অবস্থায় আপনি চিন্ময় আনন্দ অনুভব করেন। কারণোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে আপনি এইভাবে জড়া প্রকৃতিকে স্পর্শ না করে আপনার চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থান করেন। আপনাকে নিদ্রিত বলে মনে হলেও, এই নিদ্রা অবিদ্যাজনিত নিদ্রা থেকে ভিন্ন।**

## তাৎপর্য

*ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪৭) স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

*যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগ-*
*নিদ্রামনন্তজগদণ্ডসরোমকূপঃ ।*
*আধারশক্তিমবলম্ব্য পরাং স্বমূর্তিং*
*গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥*

"আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি তাঁর অংশ মহাবিষ্ণুরূপে কারণ-সমুদ্রে শয়ন করেন। তাঁর চিন্ময় শরীরের রোমকূপ থেকে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়। এইভাবে তিনি চির যোগনিদ্রায় শায়িত থাকেন।" আদি পুরুষ গোবিন্দ বা শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে মহাবিষ্ণুরূপে বিস্তার করেন। এই জড় সৃষ্টির প্রলয়ের পর তিনি চিন্ময় আনন্দে বিরাজমান থাকেন। ভগবানের এই নিদ্রাকে যোগনিদ্রা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই বোঝা উচিত যে, ভগবানের এই নিদ্রা তমোগুণাচ্ছন্ন আমাদের নিদ্রার মতো নয়। ভগবান সর্বদাই চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। তিনি *সচ্চিদানন্দ*—নিত্য আনন্দময়—এবং তাই তিনি সাধারণ মানুষের মতো নিদ্রার দ্বারা বিচলিত হন না। ভগবান সর্ব অবস্থাতেই আনন্দময়। শ্রীল মধ্বাচার্য সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন যে, ভগবান *তূর্যস্থিতঃ* অর্থাৎ সর্বদা চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। চিন্ময় স্তরে জাগরণ-নিদ্রা-সুষুপ্তি বলে কিছু নেই।

যোগের অভ্যাস মহাবিষ্ণুর যোগনিদ্রার মতো। যোগীদের উপদেশ দেওয়া হয় তাদের চক্ষু অর্ধ-নিমীলিত রাখতে। কিন্তু এই অবস্থা মোটেই নিদ্রা নয়, যদিও ভণ্ড যোগীরা, বিশেষ করে আধুনিক যুগে, নিদ্রার মাধ্যমে তাদের তথাকথিত যোগ

প্রদর্শন করে। শাস্ত্রে যোগকে *ধ্যানাবস্থিত* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ পূর্ণরূপে ধ্যানস্থ অবস্থা, এবং এই ধ্যান পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান। *ধ্যানাবস্থিত-তদ্‌গতেন মনসা*—মনকে সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে যুক্ত রাখা উচিত। যোগ অভ্যাসের অর্থ নিদ্রা নয়। মন সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে স্থির থাকবে। তখনই যোগের অভ্যাস সফল হয়।

## শ্লোক ৩৩

**তস্যৈব তে বপুরিদং নিজকালশক্ত্যা**
**সঞ্চোদিতপ্রকৃতিধর্মণ আত্মগূঢ়ম্ ।**
**অম্ভস্যনন্তশয়নাদ্ বিরমৎসমাধে-**
**র্নাভেরভূৎ স্বকণিকাবটবন্মহাব্জম্ ॥ ৩৩ ॥**

**তস্য**—সেই পরমেশ্বর ভগবানের; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **তে**—আপনার; **বপুঃ**—জগৎরূপ শরীর; **ইদম্**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **নিজ-কাল-শক্ত্যা**—শক্তিশালী কালের দ্বারা; **সঞ্চোদিত**—ক্ষুব্ধ; **প্রকৃতি-ধর্মণঃ**—তাঁর তিন গুণের দ্বারা; **আত্ম-গূঢ়ম্**—আপনার মধ্যে সুপ্ত; **অম্ভসি**—কারণার্ণব জলে; **অনন্ত-শয়নাৎ**—আপনারই অন্য আর একটি রূপ অনন্ত নামক শয্যা থেকে; **বিরমৎ-সমাধেঃ**—সমাধি থেকে জেগে উঠে; **নাভেঃ**—নাভি থেকে; **অভূৎ**—আবির্ভূত হয়েছে; **স্ব-কণিকা**—বীজ থেকে; **বটবৎ**—বিশাল বটবৃক্ষ সদৃশ; **মহা-অব্জম্**—বিশ্বরূপী মহাপদ্ম (যুগপৎ উদ্ভূত হয়েছে)।

### অনুবাদ

**এই বিশাল জড় জগৎ আপনারই শরীর। আপনার কাল শক্তির দ্বারা প্রকৃতি ক্ষোভিত হয়, এবং তার ফলে প্রকৃতির তিনটি গুণ প্রকাশিত হয়। আপনি তখন অনন্তশেষের শয্যা থেকে জেগে ওঠেন এবং আপনার নাভি থেকে একটি চিন্ময় বীজ উৎপন্ন হয়। এই বীজ থেকে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশকারী পদ্ম উদ্ভূত হয়, ঠিক যেমন একটি ক্ষুদ্র বীজ থেকে এক বিশাল বটবৃক্ষের জন্ম হয়।**

### তাৎপর্য

জগতের সৃষ্টি এবং পালনকর্তা বিষ্ণুর তিনটি রূপ হচ্ছে—কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। মহাবিষ্ণু থেকে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর প্রকাশ হয়; এবং গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে যথাক্রমে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর প্রকাশ হয়। এইভাবে মহাবিষ্ণু গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর আদি কারণ, এবং

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে একটি পদ্ম উদ্ভূত হয় যাতে ব্রহ্মার প্রকাশ হয়। এইভাবে সব কিছুর আদি কারণ হচ্ছেন বিষ্ণু, এবং তাই জড় সৃষ্টি বিষ্ণু থেকে অভিন্ন। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*—"আমিই সমস্ত চিৎ এবং অচিৎ বস্তুর উৎস। সব কিছু আমার থেকেই প্রকাশিত হয়।" সঙ্কর্ষণের অংশ কারণোদকশায়ী বিষ্ণু এবং তাঁর অংশ হচ্ছেন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ (*সর্বকারণকারণম্*)। অতএব সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, জড় জগৎ এবং চিৎ-জগৎ উভয়কেই পরমেশ্বর ভগবানের শরীর বলে মনে করা হয়। আমরা বুঝতে পারি যে, জড় দেহের কারণ হচ্ছে চিন্ময় শরীর এবং তাই তা চিন্ময় শরীরের অংশ। এইভাবে জীব যখন চিন্ময় কার্যকলাপে যুক্ত হয়, তখন তার জড় দেহ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। তেমনই, এই জড় জগতে যখন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসার হয়, তখন সমগ্র জড় জগৎ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। আমরা যতক্ষণ সেই কথা উপলব্ধি করতে পারি না, ততক্ষণ আমরা জড় জগতে থাকি। কিন্তু যখন আমরা পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হই, তখন আমরা আর জড় জগতে না থেকে চিৎ-জগতে অবস্থান করি।

## শ্লোক ৩৪

**তৎসম্ভবঃ কবিরতোঽন্যদপশ্যমান-**
**স্ত্বাং বীজমাত্মনি ততং স বহির্বিচিন্ত্য ।**
**নাবিন্দদব্দশতমপ্সু নিমজ্জমানো**
**জাতেঽঙ্কুরে কথমুহোপলভেত বীজম্ ॥ ৩৪ ॥**

**তৎ-সম্ভবঃ**—যিনি সেই কমল থেকে উৎপন্ন হয়েছেন; **কবিঃ**—যিনি সৃষ্টির সূক্ষ্ম কারণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন (ব্রহ্মা); **অতঃ**—সেই (কমল) থেকে; **অন্যৎ**—অন্য কিছু; **অপশ্যমানঃ**—দেখতে অক্ষম; **ত্বাম্**—আপনি; **বীজম্**—সেই পদ্মের কারণ; **আত্মনি**—আপনাতে; **ততম্**—ব্যাপ্ত; **সঃ**—তিনি (ব্রহ্মা); **বহিঃ-বিচিন্ত্য**—বাহ্য বলে মনে করে; **ন**—না; **অবিন্দৎ**—(আপনাকে) বুঝিয়েছিল; **অব্দশতম্**—দেবতাদের গণনায় এক শত বৎসর;* **অপ্সু**—জলে; **নিমজ্জমানঃ**—মগ্ন থেকে; **জাতে অঙ্কুরে**—বীজ যখন অঙ্কুরিত হয়; **কথম্**—কিভাবে; **উহ**—হে ভগবান; **উপলভেত**—দেখতে পায়; **বীজম্**—বীজকে।

*আমাদের ছয় মাসে দেবতাদের এক দিন হয়।

## অনুবাদ

**সেই মহাপদ্ম থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মা সেই পদ্ম ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পাননি। তাই, আপনাকে বাইরে অবস্থিত বলে মনে করে, ব্রহ্মা সেই জলে নিমগ্ন হয়ে শতবর্ষব্যাপী সেই পদ্মের উৎসের অন্বেষণ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আপনাকে খুঁজে পাননি, কারণ বীজ যখন অঙ্কুরিত হয়, তখন আর সেই বীজ দেখা যায় না।**

## তাৎপর্য

এটিই জগতের বর্ণনা। এই জগতের বিকাশ বীজের অঙ্কুরিত হওয়ার মতো। তুলা যখন সুতায় রূপান্তরিত হয়, তখন আর তুলা দেখা যায় না, এবং সে সুতা দিয়ে যখন কাপড় বোনা হয়, তখন সেই সুতাও দেখা যায় না। তেমনই, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে উৎপন্ন বীজ যখন জগৎরূপে প্রকাশিত হয়, তখন আর কেউ বুঝতে পারে না, জগতের কারণ কোথায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা জড় জগতের কারণ স্বরূপ 'চাঙ্ক থিওরি' সৃষ্টি করেছে, অর্থাৎ একটি বিশাল বস্তুপিণ্ডের বিস্ফোরণের ফলে এই জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তারা বিশ্লেষণ করতে পারে না যে, সেই বিশাল বস্তুপিণ্ডটি কোথা থেকে এল এবং কিভাবে তার বিস্ফোরণ হল। বৈদিক শাস্ত্রে কিন্তু স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, ভগবানের দৃষ্টিপাতের ফলে জড়া প্রকৃতি তিন গুণের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয়। অর্থাৎ, 'চাঙ্ক থিওরির' পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সেই বস্তুপিণ্ডের বিস্ফোরণের কারণ ভগবান। এইভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণু যে, সর্বকারণের পরম কারণ তা বোঝা যায়।

## শ্লোক ৩৫

**স ত্বাত্মযোনিরতিবিস্মিত আশ্রিতোঽব্জং**
**কালেন তীব্রতপসা পরিশুদ্ধভাবঃ ।**
**ত্বামাত্মনীশ ভুবি গন্ধমিবাতিসূক্ষ্মং**
**ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময়ে বিততং দদর্শ ॥ ৩৫ ॥**

**সঃ**—তিনি (ব্রহ্মা); **তু**—কিন্তু; **আত্মযোনিঃ**—যিনি মাতা ব্যতীত উৎপন্ন হয়েছিলেন (সরাসরিভাবে পিতা বিষ্ণুর থেকে উৎপন্ন); **অতি-বিস্মিতঃ**—(তাঁর জন্মের উৎস না খুঁজে পেয়ে) অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন; **আশ্রিতঃ**—অবস্থিত; **অব্জম্**—

পদ্ম; **কালেন**—যথাসময়ে; **তীব্র-তপসা**—কঠোর তপস্যার দ্বারা; **পরিশুদ্ধ-ভাবঃ**—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়ে; **ত্বাম্**—আপনি; **আত্মনি**—তাঁর শরীরে এবং অস্তিত্বে; **ঈশ**—হে ভগবান; **ভুবি**—ভূমিতে; **গন্ধম্**—গন্ধ; **ইব**—সদৃশ; **অতি-সূক্ষ্মম্**—অত্যন্ত সূক্ষ্ম; **ভূত-ইন্দ্রিয়**—উপাদান এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রচিত; **আশয়-ময়ে**—এবং যা বাসনায় (মনে) পূর্ণ; **বিততম্**—বিস্তৃত; **দদর্শ**—দেখেছিলেন।

## অনুবাদ

**সেই আত্মযোনি ব্রহ্মা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে, সেই পদ্মকে আশ্রয় করে বহু শত বৎসর কঠোর তপস্যা করার ফলে পবিত্র হয়ে, সর্বকারণের পরম কারণস্বরূপ ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। পৃথিবীতে যেমন গন্ধ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ব্যাপ্ত থাকে, তেমনই তাঁর নিজের শরীরে এবং ইন্দ্রিয়ে তিনি ভগবানকে ব্যাপ্ত দেখেছিলেন।**

## তাৎপর্য

এখানে *অহং ব্রহ্মাস্মি,* আত্ম-উপলব্ধির এই তত্ত্বটি, যেটি মায়াবাদীরা 'আমি পরমেশ্বর ভগবান' বলে বর্ণনা করে, তাঁর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভগবান সব কিছুর আদি বীজ (*জন্মাদ্যস্য যতঃ। অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে*)। এইভাবে ভগবান সর্বব্যাপ্ত, এমন কি আমাদের শরীরেও, কারণ আমাদের শরীর জড়া প্রকৃতি দ্বারা রচিত, যা ভগবানের ভিন্না প্রকৃতি। তাই মানুষের বোঝা উচিত যে, ভগবান যেহেতু জীবের শরীর জুড়ে ব্যাপ্ত এবং যেহেতু আত্মা ভগবানের অংশ, তাই সব কিছুই ব্রহ্ম (*সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*)। ব্রহ্মা শুদ্ধ হওয়ার পর তা উপলব্ধি করেছিলেন, এবং এই উপলব্ধি সকলের পক্ষেই সম্ভব। কেউ যখন পূর্ণরূপে *অহং ব্রহ্মাস্মি,* এই জ্ঞান লাভ করেন, তখন তিনি মনে করেন, "আমি পরমেশ্বর ভগবানের অংশ, আমার শরীর তাঁর জড়া প্রকৃতির দ্বারা রচিত, এবং তাই আমার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। তবুও ভগবান যেহেতু সর্বব্যাপ্ত, তাই তিনি আমার থেকে ভিন্ন।" এটিই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব দর্শন। এই প্রসঙ্গে পৃথিবীতে গন্ধের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীতে গন্ধ এবং রঙ রয়েছে, কিন্তু কেউই তা দেখতে পায় না। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী থেকে যখন ফুল ফোটে, তখন বিভিন্ন রঙ এবং গন্ধ প্রকাশিত হয়, যা অবশ্যই পৃথিবী থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, যদিও পৃথিবীতে আমরা তা দেখতে পাই না। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা জীবের শরীর এবং আত্মায় বিস্তৃত, যদিও আমরা তাঁকে দেখতে পাই না। কিন্তু বুদ্ধিমান

মানুষ সর্বত্র ভগবানের অস্তিত্ব দর্শন করেন। *অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্*—ভগবান তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে রয়েছেন এবং প্রতিটি পরমাণুতেও রয়েছেন। এটিই বুদ্ধিমান ব্যক্তির যথাযথভাবে ভগবানকে দর্শন। প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা তাঁর তপস্যার দ্বারা সব চাইতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি হয়েছিলেন এবং তার ফলে তিনি এই উপলব্ধি লাভ করেছিলেন। তাই আমাদের কর্তব্য তপস্যার প্রভাবে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ ব্রহ্মার কাছ থেকে সমস্ত জ্ঞান গ্রহণ করা।

## শ্লোক ৩৬

**এবং সহস্রবদনাঙ্ঘ্রিশিরঃকরোরু-**
**নাসাদ্যকর্ণনয়নাভরণায়ুধাঢ্যম্ ।**
**মায়াময়ং সদুপলক্ষিতসন্নিবেশং**
**দৃষ্ট্বা মহাপুরুষমাপ মুদং বিরিঞ্চঃ ॥ ৩৬ ॥**

**এবম্**—এইভাবে; **সহস্র**—হাজার হাজার; **বদন**—মুখ; **অঙ্ঘ্রি**—পা; **শিরঃ**—মস্তক; **কর**—হাত; **উরু**—উরু; **নাসাদ্য**—নাক ইত্যাদি; **কর্ণ**—কান; **নয়ন**—চক্ষু; **আভরণ**—বিবিধ অলঙ্কার; **আয়ুধ**—বিবিধ অস্ত্র; **আঢ্যম্**—সমন্বিত; **মায়া-ময়ম্**—অনন্ত শক্তির দ্বারা প্রদর্শিত; **সৎ-উপলক্ষিত**—বিভিন্ন লক্ষণের দ্বারা প্রকাশিত হয়ে; **সন্নিবেশম্**—একত্রে সমাবেশ; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **মহা-পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **আপ**—লাভ করেছিলেন; **মুদম্**—দিব্য আনন্দ; **বিরিঞ্চঃ**—ব্রহ্মা।

### অনুবাদ

**ব্রহ্মা তখন সহস্র সহস্র বদন, চরণ, মস্তক, হস্ত, উরু, নাসিকা, কর্ণ ও নয়ন সমন্বিত আপনাকে দেখেছিলেন। আপনি সুন্দর অলঙ্কার এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিলেন। পাতাললোকে বিস্তৃত পদ সমন্বিত, চিন্ময় লক্ষণযুক্ত আপনার বিষ্ণুরূপ দর্শন করে ব্রহ্মা দিব্য আনন্দ লাভ করেছিলেন।**

### তাৎপর্য

ব্রহ্মা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হওয়ার ফলে হাজার হাজার বদন এবং রূপ সমন্বিত ভগবানকে তাঁর মূল বিষ্ণুরূপে দর্শন করেছিলেন। এই পন্থাকে বলা হয় আত্ম-উপলব্ধি। প্রকৃত আত্ম-উপলব্ধি নির্বিশেষ জ্যোতি দর্শনের মাধ্যমে হয় না, তা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের চিন্ময় রূপ দর্শনের মাধ্যমে হয়। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ

করা হয়েছে, ব্রহ্মা মহাপুরুষ রূপে ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণকে এইভাবে দর্শন করেছিলেন। তাই তিনি ভগবানের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, *পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ পুরুষং শাশ্বতং দিব্যম্*—"আপনি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পাবন, পরম সত্য এবং শাশ্বত দিব্য পুরুষ।" ভগবান পরম পুরুষ, তিনি পরম রূপ সমন্বিত। *পুরুষং শাশ্বতম্*—তিনি নিত্য শাশ্বত পরম ভোক্তা। এমন নয় যে নির্বিশেষ ব্রহ্ম একটি রূপ ধারণ করে; পক্ষান্তরে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম ভগবানের পরম রূপের প্রকাশ। পবিত্র হওয়ার ফলে ব্রহ্মা ভগবানের পরম রূপ দর্শন করেছিলেন। নির্বিশেষ ব্রহ্মের মস্তক, নাক, কান, হাত এবং পা থাকতে পারে না। তা সম্ভব নয়, কারণ এগুলি ভগবানের রূপের লক্ষণ।

*মায়াময়ম্* শব্দটির অর্থ 'দিব্য জ্ঞান'। শ্রীল মধ্বাচার্য তার বিশ্লেষণ করে বলেছেন *মায়াময়ং জ্ঞানস্বরূপম্*। ভগবানের রূপ বর্ণনাকারী এই *মায়াময়ম্* শব্দটির অর্থ মোহ নয়! পক্ষান্তরে, ভগবানের রূপ বাস্তব, এবং এই রূপের দর্শন পূর্ণ জ্ঞানের ফলেই হয়ে থাকে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে—*বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে*। *জ্ঞানবান* শব্দটির অর্থ পূর্ণ জ্ঞান সমন্বিত ব্যক্তি। এই প্রকার ব্যক্তি ভগবানকে দর্শন করতে পারেন, তাই তিনি ভগবানের শরণাগত হন। মুখ, নাক, কান আদি সমন্বিত ভগবান নিত্য। এই প্রকার রূপ ব্যতীত কেউই আনন্দময় হতে পারে না। ভগবান কিন্তু *সচ্চিদানন্দবিগ্রহ*, যে সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলা হয়েছে—*ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*। কেউ যখন পূর্ণ চিন্ময় আনন্দ প্রাপ্ত হন, তখন তিনি ভগবানের রূপ (*বিগ্রহ*) দর্শন করতে পারেন। এই সম্পর্কে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

*গন্ধাখ্যা দেবতা যদ্বৎ পৃথিবীং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ।*
*এবং ব্যাপ্তং জগদ্বিষ্ণুং ব্রহ্মাত্মস্থং দদর্শ হ ॥*

ব্রহ্মা দেখেছিলেন যে, গন্ধ এবং রঙ যেমন পৃথিবী জুড়ে ব্যাপ্ত, তেমনই ভগবান সূক্ষ্মরূপে সারা জগৎ জুড়ে ব্যাপ্ত।

## শ্লোক ৩৭

**তস্মৈ ভবান্ হয়শিরস্তনুবং হি বিভ্রদ্**
**বেদদ্রুহাবতিবলৌ মধুকৈটভাখ্যৌ ।**
**হত্বানয়চ্ছ্রুতিগণাংশ্চ রজস্তমশ্চ**
**সত্ত্বং তব প্রিয়তমাং তনুমামনন্তি ॥ ৩৭ ॥**

**তস্মৈ**—ব্রহ্মাকে; **ভবান্**—আপনি; **হয়শিরঃ**—হয়গ্রীব; **তনুবম্**—অবতার; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **বিভ্রৎ**—ধারণ করে; **বেদদ্রুহৌ**—বৈদিক সিদ্ধান্তের বিরোধী দুই অসুরকে; **অতি-বলৌ**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **মধু-কৈটভ-আখ্যৌ**—মধু এবং কৈটভ নামক; **হত্বা**—বধ করে; **অনয়ৎ**—উদ্ধার করেছিলেন; **শ্রুতি-গণান্**—সমস্ত বেদ (সাম, যজুঃ, ঋক্ এবং অথর্ব); **চ**—এবং; **রজঃ তমঃ চ**—রজ এবং তমোগুণের প্রতীক; **সত্ত্বম্**—শুদ্ধ সত্ত্ব; **তব**—আপনার; **প্রিয়-তমাম্**—সর্বাধিক প্রিয়; **তনুম্**—(হয়গ্রীব) রূপ; **আমনন্তি**—তাঁরা সম্মান করেন।

## অনুবাদ

**হে ভগবান, আপনি হয়গ্রীবরূপে আবির্ভূত হয়ে রজ এবং তমোগুণের প্রতীক মধু এবং কৈটভ নামক অসুরদের সংহার করে ব্রহ্মাকে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। সেই কারণে সমস্ত ঋষিরা আপনার রূপকে জড়াতীত শুদ্ধ সত্ত্বময় বলে বর্ণনা করেন।**

## তাৎপর্য

ভগবান তাঁর চিন্ময়রূপে তাঁর ভক্তদের সর্বদা পরিত্রাণ করতে প্রস্তুত থাকেন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মধু এবং কৈটভ নামক দুই দৈত্য যখন ব্রহ্মাকে আক্রমণ করেছিল, তখন ভগবান হয়গ্রীবরূপে তাদের সংহার করেছিলেন। আধুনিক যুগের অসুরেরা মনে করে সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবন ছিল না, কিন্তু *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে আমরা জানতে পারি ভগবানের সৃষ্ট প্রথম জীব হচ্ছেন ব্রহ্মা, যিনি পূর্ণরূপে বৈদিক জ্ঞান সমন্বিত ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, যাদের উপর বৈদিক জ্ঞান বিতরণ করার ভার অর্পণ করা হয়েছে, সেই ভক্তেরা কখনও কখনও কৃষ্ণভক্তি প্রচার করার সময় অসুরদের দ্বারা আক্রান্ত হন, কিন্তু তাঁদের নিশ্চিতভাবে জেনে রাখা উচিত যে, সেই সমস্ত আসুরিক আক্রমণ তাঁদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, কারণ ভগবান সর্বদাই তাঁদের রক্ষা করছেন। বেদ ভগবানকে জানার জ্ঞান প্রদান করে (*বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*)। ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রচার করতে প্রস্তুত থাকেন, যার দ্বারা ভগবানকে জানা যায়, কিন্তু রজ এবং তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন অসুরেরা ভগবানকে জানতে অক্ষম। তাই চিন্ময় রূপ সমন্বিত ভগবান সর্বদাই অসুরদের সংহার করতে প্রস্তুত থাকেন। সত্ত্বগুণের অনুশীলনের ফলে ভগবানের চিন্ময় স্থিতি এবং তাঁকে জানার পথের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে কিভাবে তিনি প্রস্তুত থাকেন, তা জানা যায়।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর আদি চিন্ময় রূপে প্রকট হন। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৪/৭) ভগবান বলেছেন—

*যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।*
*অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥*

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।" এই কথা মনে করা নিতান্তই মূর্খতা যে, ভগবান মূলত নির্বিশেষ কিন্তু যখন তিনি সবিশেষ রূপে অবতরণ করেন, তখন তিনি একটি জড় শরীর ধারণ করেন। ভগবান যখন আবির্ভূত হন, তখন তিনি তাঁর আদি চিন্ময় রূপে আবির্ভূত হন। তাঁর সেই রূপ সচ্চিদানন্দময়। কিন্তু মায়াবাদীদের মতো মূর্খ মানুষেরা ভগবানের চিন্ময় রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, এবং তাই তাদের নিন্দা করে ভগবান বলেছেন, *অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্*—"আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতরণ করি, তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে।" ভগবান যখনই আবির্ভূত হন, তা মীনরূপে হোক, কূর্মরূপে হোক, বরাহরূপে হোক অথবা অন্য যে কোন রূপেই হোক না কেন, মানুষের বোঝা উচিত যে, তিনি চিন্ময় স্থিতিতে থাকেন এবং তাঁর একমাত্র কাজ হচ্ছে অসুরদের হত্যা করা, যে কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং অসুরদের সংহার করার জন্য (*পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্*) আবির্ভূত হন। যেহেতু অসুরেরা সর্বদাই বৈদিক সভ্যতার বিরোধিতা করে, তাই তারা অবধারিতভাবে ভগবানের চিন্ময় রূপের দ্বারা নিহত হবে।

## শ্লোক ৩৮

**ইত্থং নৃতির্যগৃষিদেবঋষাবতারৈ-**
**র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্ ।**
**ধর্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং**
**ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্ ॥ ৩৮ ॥**

**ইত্থম্**—এইভাবে; **নৃ**—নররূপে (শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্ররূপে); **তির্যক্**—পশুরূপে (যেমন বরাহদেব); **ঋষি**—ঋষিরূপে (পরশুরাম); **দেব**—দেবতারূপে; **ঋষ**—জলচর রূপে (যেমন মৎস্য এবং কূর্ম); **অবতারৈঃ**—এই প্রকার বিভিন্ন অবতারের দ্বারা; **লোকান্**—সমস্ত গ্রহলোকের; **বিভাবয়সি**—রক্ষা করেন; **হংসি**—আপনি (কখনও

কখনও) হত্যা করেন; **জগৎ প্রতীপান্**—যারা এই জগতে প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে; **ধর্মম্**—ধর্ম; **মহা-পুরুষ**—হে মহাপুরুষ; **পাসি**—আপনি রক্ষা করেন; **যুগ-অনুবৃত্তম্**—বিভিন্ন যুগ অনুসারে; **ছন্নঃ**—প্রচ্ছন্ন; **কলৌ**—কলিযুগে; **যৎ**—যেহেতু; **অভবঃ**—হয়েছে (এবং ভবিষ্যতে হবে); **ত্রিযুগঃ**—ত্রিযুগ নামক; **অথ**—অতএব; **সঃ**—সেই ব্যক্তি; **ত্বম্**—আপনি।

## অনুবাদ

**হে ভগবান্, এইভাবে আপনি নর, পশু, ঋষি, দেবতা, মৎস্য অথবা কূর্মরূপে অবতরণ করে সমগ্র জগৎ পালন করেন এবং অসুরদের সংহার করেন। হে ভগবান, আপনি যুগ অনুসারে ধর্মকে রক্ষা করেন। কিন্তু কলিযুগে আপনি আপনার ভগবত্তা প্রকাশ করেন না, তাই আপনাকে ত্রিযুগ বলা হয়।**

## তাৎপর্য

ভগবান যেভাবে মধু-কৈটভের আক্রমণ থেকে ব্রহ্মাকে রক্ষা করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবে তিনি তাঁর পরম ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজকে রক্ষা করার জন্যও আবির্ভূত হয়েছিলেন। ঠিক সেইভাবে, কলিযুগের অধঃপতিত জীবদের রক্ষা করার জন্য ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি, এই চারটি যুগ রয়েছে। কলিযুগ ছাড়া অন্য তিনটি যুগে ভগবান তাঁর ভগবত্তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য অবতরণ করেন, কিন্তু কলিযুগে যদিও তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হন, কিন্তু তিনি তাঁর ভগবত্তা প্রকাশ করেন না। পক্ষান্তরে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে যখন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলে সম্বোধন করা হত, তখন তিনি তাঁর হাত দিয়ে কান ঢেকে সেই কথা অস্বীকার করতেন, কারণ তিনি ভক্তরূপে লীলা করছিলেন। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জানতেন যে, কলিযুগে বহু ভণ্ড নিজেদেরকে ভগবান বলে প্রচার করার চেষ্টা করবে, এবং তাই তিনি নিজেকে ভগবান বলে প্রকাশ করেননি। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান, সেই কথা বহু বৈদিক শাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে, বিশেষ করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/৫/৩২)—

*কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।*
*যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥*

কলিযুগে বুদ্ধিমান মানুষেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপী ভগবানের আরাধনা করবেন, যিনি সর্বদা নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস আদি পার্ষদ পরিবৃত হয়ে থাকেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত এই সংকীর্তন যজ্ঞের উপর সমগ্র কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত। তাই যিনি সংকীর্তন আন্দোলনের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে জানার চেষ্টা করেন, তিনি সব কিছুই যথাযথভাবে অবগত হন, তিনি *সুমেধসঃ*, অর্থাৎ অত্যন্ত বুদ্ধিমান।

## শ্লোক ৩৯

**নৈতন্মনস্তব কথাসু বিকুণ্ঠনাথ**
**সম্প্রীয়তে দুরিতদুষ্টমসাধু তীব্রম্ ।**
**কামাতুরং হর্ষশোকভয়ৈষণার্তং**
**তস্মিন্ কথং তব গতিং বিমৃশামি দীনঃ ॥ ৩৯ ॥**

**ন**—অবশ্যই নয়; **এতৎ**—এই; **মনঃ**—মন; **তব**—আপনার; **কথাসু**—আপনার দিব্য কথায়; **বিকুণ্ঠনাথ**—হে বৈকুণ্ঠনাথ; **সম্প্রীয়তে**—শান্ত হয় বা আগ্রহশীল হয়; **দুরিত**—পাপকর্মের দ্বারা; **দুষ্টম্**—কলুষিত; **অসাধু**—অসৎ; **তীব্রম্**—বশীভূত করা অত্যন্ত কঠিন; **কাম-আতুরম্**—সর্বদা কামবাসনায় পূর্ণ; **হর্ষ-শোক**—কখনও হর্ষের দ্বারা এবং কখনও শোকের দ্বারা; **ভয়**—এবং কখনও ভয়ের দ্বারা; **এষণা**—এবং বাসনার দ্বারা; **আর্তম্**—পীড়িত; **তস্মিন্**—সেই মানসিক অবস্থায়; **কথম্**—কিভাবে; **তব**—আপনার; **গতিম্**—চিন্ময় কার্যকলাপ; **বিমৃশামি**—আমি বিবেচনা করব এবং বুঝতে চেষ্টা করব; **দীনঃ**—অত্যন্ত পতিত এবং দরিদ্র।

### অনুবাদ

**হে বৈকুণ্ঠনাথ, আমার পাপপূর্ণ কামাতুর মন হর্ষ, শোক, ভয় এবং ধন লাভের বাসনায় পূর্ণ। তার ফলে তা অত্যন্ত কলুষিত এবং আপনার কথায় প্রীতি লাভ করে না। সুতরাং দীন এবং পতিত আমি কিভাবে আপনার তত্ত্ব আলোচনা করতে সক্ষম হব?**

### তাৎপর্য

এখানে প্রহ্লাদ মহারাজ একজন সাধারণ মানুষের ভূমিকা অবলম্বন করেছেন, যদিও এই জড় জগতের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। প্রহ্লাদ মহারাজ সর্বদাই চিৎ-জগতের বৈকুণ্ঠলোকে অবস্থিত, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষ অবলম্বন করে তিনি

জিজ্ঞাসা করেছেন, তাঁর মন যখন সর্বদা জড়-জাগতিক বিষয়ের চিন্তায় বিচলিত, তখন তিনি কিভাবে ভগবানের চিন্ময় স্থিতির আলোচনা করবেন। পাপকর্মে যুক্ত হওয়ার ফলে মন পাপপূর্ণ হয়। যা কিছু কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত নয়, তা-ই পাপপূর্ণ বলে বুঝতে হবে। প্রকৃতপক্ষে *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬৬) শ্রীকৃষ্ণ দাবি করেছেন—

*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।*
*অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥*

"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সেই বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হলে, শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করেন। তাই যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত নয়, তাকে তার আসুরিক মনোবৃত্তির ফলে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে পাপী, মূর্খ এবং অধঃপতিত বলে বুঝতে হবে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৫) প্রতিপন্ন হয়েছে—

*ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।*
*মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥*

অতএব, বিশেষ করে এই কলিযুগে মনকে অবশ্যই নির্মল করতে হবে, এবং তা সম্ভব কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে। *চেতোদর্পণমার্জনম্*। এই যুগে, পাপপূর্ণ মনকে নির্মল করার একমাত্র উপায় হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন। মন যখন সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়, তখন মানব-জীবনের কর্তব্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পাপপূর্ণ মানুষদের শিক্ষা দেওয়া যাতে তারা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে পুণ্যবান হতে পারে।

*হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।*
*কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥*

কলিযুগে বিচক্ষণ এবং জ্ঞানবান হওয়ার উদ্দেশ্যে মনকে নির্মল করার জন্য হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন ব্যতীত আর অন্য কোন উপায় নেই। প্রহ্লাদ মহারাজ পরবর্তী শ্লোকে সেই কথা প্রতিপন্ন করেছেন। *ত্বদ্বীর্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্তঃ*। প্রহ্লাদ মহারাজ আরও প্রতিপন্ন করেছেন যে, মন যদি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকে, তা হলে সেই গুণটি মানুষকে শুদ্ধ করবে এবং সে সর্বদা পবিত্র থাকবে। ভগবান এবং তাঁর কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য মানুষের কর্তব্য তার মনকে সমস্ত জড়-জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত করা। তা সম্ভব কেবল ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার ফলে। এইভাবে সমস্ত জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

## শ্লোক ৪০

**জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা**
**শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ ।**
**ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্মশক্তি-**
**র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি ॥ ৪০ ॥**

**জিহ্বা**—জিহ্বা; **একতঃ**—একদিকে; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত ভগবান; **বিকর্ষতি**—আকর্ষণ করে; **মা**—আমাকে; **অবিতৃপ্তা**—তৃপ্ত না হয়ে; **শিশ্নঃ**—উপস্থ; **অন্যতঃ**—অন্যদিকে; **ত্বক্**—ত্বক (কোমল বস্তু স্পর্শ করার জন্য); **উদরম্**—উদর (বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের জন্য); **শ্রবণম্**—কর্ণ (মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করার জন্য); **কুতশ্চিৎ**—অন্য কোন দিকে; **ঘ্রাণঃ**—নাক (ঘ্রাণ গ্রহণের জন্য); **অন্যতঃ**—অন্য আরেক দিকে; **চপলদৃক্**—চঞ্চল চক্ষু; **ক্ব চ**—কোথাও; **কর্ম-শক্তিঃ**—সক্রিয় ইন্দ্রিয়; **বহ্ব্যঃ**—বহু; **সপত্ন্যঃ**—সতীন; **ইব**—সদৃশ; **গেহ-পতিম্**—গৃহস্থ; **লুনন্তি**—বিনাশ করে।

### অনুবাদ

**হে অচ্যুত, আমার অবস্থা বহু সপত্নীর স্বামীর মতো, যারা তাকে তাদের নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। জিহ্বা সুস্বাদু আহারের প্রতি, উপস্থ সুন্দরী রমণীর প্রতি, ত্বক কোমল বস্তুর প্রতি, উদর ভোজনের প্রতি, এবং কর্ণ গ্রাম্য সঙ্গীতের প্রতি, নাক ঘ্রাণের প্রতি, চঞ্চল দৃষ্টি ইন্দ্রিয় তৃপ্তিদায়ক সুন্দর দৃশ্যের প্রতি, এবং কর্মেন্দ্রিয় বিভিন্ন কর্মের প্রতি আমাকে আকর্ষণ করছে। এইভাবে বিভিন্ন দিকে আকৃষ্ট হয়ে আমি বিনাশ প্রাপ্ত হচ্ছি।**

### তাৎপর্য

মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানকে উপলব্ধি করা। কিন্তু *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ* মাধ্যমে আরম্ভ হয় এই যে বিধি, তা অনুশীলন সম্ভব হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি জড় বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। তাই ভগবদ্ভক্তির অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে পবিত্র করা। বদ্ধ অবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি জড় ইন্দ্রিয়সুখের বাসনায় আবৃত থাকে, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সেই ইন্দ্রিয়গুলিকে পবিত্র করার শিক্ষা প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ সে ভক্ত হতে পারে না। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে তাই আমরা শুরু থেকেই উপদেশ দিই ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ সংযত করার জন্য, বিশেষ করে জিহ্বার, যাকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

লোভময় এবং সুদুর্জয় বলে বর্ণনা করেছেন। জিহ্বার এই আকর্ষণের নিবৃত্তি সাধনের জন্য আমিষ আহার বর্জন করতে হয় এবং সুরাপান ও ধূমপান ত্যাগ করতে হয়। এমন কি চা এবং কফিও বর্জন করতে হয়। তেমনই, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ থেকে উপস্থকে নিরস্ত করতে হয়। এইভাবে ইন্দ্রিয়-সংযম না করলে, কৃষ্ণভক্তির পথে উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয় সংযমের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণ এবং কীর্তন করা; তা না হলে মন সর্বদাই বিচলিত থাকবে এবং বহু সপত্নীর স্বামীর মতো বিভিন্ন পত্নীর দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য বিভিন্ন দিকে আকৃষ্ট হয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হবে।

## শ্লোক ৪১

**এবং স্বকর্মপতিতং ভববৈতরণ্যা-**
**মন্যোন্যজন্মমরণাশনভীতভীতম্ ।**
**পশ্যঞ্জনং স্বপরবিগ্রহবৈরমৈত্রং**
**হন্তেতি পারচর পীপৃহি মূঢ়মদ্য ॥ ৪১ ॥**

**এবম্**—এইভাবে; **স্ব-কর্ম-পতিতম্**—স্বীয় কার্যকলাপের ফলে অধঃপতিত; **ভব**—অজ্ঞান জগৎ (জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি); **বৈতরণ্যাম্**—বৈতরণী নদীতে (যা যমালয়ের দ্বারে প্রবাহিত হয়); **অন্যঃ অন্য**—একের পর এক; **জন্ম**—জন্ম; **মরণ**—মৃত্যু; **আশন**—বিভিন্ন প্রকার আহার্য; **ভীত-ভীতম্**—অত্যন্ত ভীত হয়ে; **পশ্যন্**—দর্শন করে; **জনম্**—জীব; **স্ব**—নিজের; **পর**—অন্যের; **বিগ্রহ**—শরীরে; **বৈর-মৈত্রম্**—শত্রুতা এবং মিত্রতা; **হন্ত**—হায়; **ইতি**—এইভাবে; **পারচর**—মৃত্যুর নদীর অপর পারে স্থিত আপনি; **পীপৃহি**—দয়া করে আমাদের (এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে) রক্ষা করুন; **মূঢ়ম্**—আমরা সকলে আধ্যাত্মিক জ্ঞানরহিত অত্যন্ত মূর্খ; **অদ্য**—আজ (যেহেতু আপনি স্বয়ং এখানে উপস্থিত হয়েছেন)।

### অনুবাদ

**হে ভগবান, আপনি সর্বদাই মৃত্যুনদীর অপর পারে চিন্ময়ভাবে অবস্থিত, কিন্তু আমরা আমাদের পাপকর্মের ফলে সেই নদীর এই পারে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছি। প্রকৃতপক্ষে আমরা এই নদীতে পতিত হয়ে বার বার জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করছি এবং অত্যন্ত ঘৃণ্য বস্তুসমূহ আহার করছি। দয়া করে আপনি আমাদের**

**প্রতি দৃষ্টিপাত করুন—কেবল আমার প্রতিই নয়, অন্য যারা কষ্টভোগ করছে তাদের প্রতিও—এবং আপনার অহৈতুকী কৃপা ও অনুকম্পার প্রভাবে আমাদের উদ্ধার করুন এবং পালন করুন।**

## তাৎপর্য

শুদ্ধ বৈষ্ণব প্রহ্লাদ মহারাজ কেবল নিজেরই জন্য নয়, অন্য সমস্ত জীবদের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। দুই শ্রেণীর বৈষ্ণব রয়েছে—ভজনানন্দী এবং গোষ্ঠ্যানন্দী। ভজনানন্দীরা কেবল তাঁদের ব্যক্তিগত লাভের জন্য ভগবানের আরাধনা করেন, কিন্তু গোষ্ঠ্যানন্দীরা অন্য সকলকে কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করেন যাতে তারা রক্ষা পেতে পারে। যে সমস্ত মূর্খেরা জড়-জাগতিক জীবনের জন্ম, মৃত্যু এবং অন্যান্য দুঃখকষ্ট দর্শন করতে পারে না, তারা জানে না পরবর্তী জীবনে তাদের কি হবে। প্রকৃতপক্ষে, জড় বিষয়াসক্ত এই সমস্ত মূর্খেরা পরবর্তী জীবনের কথা বিবেচনা না করে, এক দায়িত্বহীন জীবন-দর্শন তৈরি করেছে। তারা জানে না যে, তাদের কর্ম অনুসারে তারা চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনির কোন একটি যোনি প্রাপ্ত হবে। এই সমস্ত মূর্খদের *ভগবদ্গীতায় দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যারা কৃষ্ণভাবনাময় নয়, সেই সমস্ত অভক্তদের পাপপূর্ণ কার্যকলাপে যুক্ত হতে হয়, এবং তাই তারা মূঢ়। তারা এতই মূঢ় যে, তারা জানে না পরবর্তী জীবনে তাদের কি হবে। যদিও তারা দেখে যে, বিভিন্ন জীবেরা নানা প্রকার কদর্য বস্তু ভক্ষণ করছে—শূকরেরা বিষ্ঠা আহার করছে, কুমির সব রকমের মাংস আহার করছে—তবুও তারা বুঝতে পারে না যে, এই জীবনে সব রকম কদর্য ভক্ষণ করার ফলে, তাদের পরবর্তী জীবনে সব চাইতে ঘৃণ্য সমস্ত বস্তু ভক্ষণ করতে হবে। বৈষ্ণব সর্বদাই এই প্রকার জঘন্য জীবনের ভয়ে ভীত থাকেন, এবং এই প্রকার ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন। ভগবান তাঁদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময় এবং তাই তাঁদের মঙ্গলের জন্য তিনি আবির্ভূত হন।

*যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।*
*অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥*

"হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।" (*ভগবদ্গীতা* ৪/৭) ভগবান সর্বদাই অধঃপতিত জীবদের সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকেন, কিন্তু যেহেতু তারা মূর্খ এবং দুষ্কৃতকারী, তাই তারা কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করে না এবং শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ

পালন করে না। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, তিনি ভক্তরূপে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করার জন্য এসেছিলেন। *যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।* তাই শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক সেবক হওয়া মানুষের কর্তব্য। *আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ (চৈঃ চঃ মধ্য ৭/১২৮)।* প্রত্যেকের গুরু হয়ে *ভগবদ্গীতার* বাণী প্রচার করে, সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনার অমৃত বিতরণ করতে হবে।

## শ্লোক ৪২

**কো ন্বত্র তেঽখিলগুরো ভগবন্ প্রয়াস**
**উত্তারণেঽস্য ভবসম্ভবলোপহেতোঃ ।**
**মূঢ়েষু বৈ মহদনুগ্রহ আর্তবন্ধো**
**কিং তেন তে প্রিয়জনাননুসেবতাং নঃ ॥ ৪২ ॥**

**কঃ**—তা কি; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **অত্র**—এই বিষয়ে; **তে**—আপনার; **অখিল-গুরো**—হে সমগ্র জগতের পরম গুরু; **ভগবন্**—হে ভগবান; **প্রয়াসঃ**—প্রচেষ্টা; **উত্তারণে**—বদ্ধ জীবদের উদ্ধারের জন্য; **অস্য**—এর; **ভব-সম্ভব**—সৃষ্টি এবং পালনের; **লোপ**—এবং প্রলয়ের; **হেতোঃ**—কারণের; **মূঢ়েষু**—এই জড় জগতের দুর্দশাগ্রস্ত মূর্খ মানুষেরা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **মহৎ-অনুগ্রহঃ**—ভগবানের কৃপা; **আর্ত-বন্ধোঃ**—হে আর্ত জীবদের বন্ধু; **কিম্**—কি অসুবিধা; **তেন**—তার দ্বারা; **তে**—আপনার; **প্রিয়জনান্**—প্রিয়জনদের (ভক্তদের); **অনুসেবতাম্**—যাঁরা সর্বদা সেবাপরায়ণ; **নঃ**—আমাদের মতো (যারা এইভাবে যুক্ত)।

### অনুবাদ

**হে পরমেশ্বর ভগবান, হে সমগ্র জগতের আদি গুরু, আপনি সারা জগতের সমস্ত কার্যের পরিচালক, অতএব আপনার পক্ষে আপনার সেবায় যুক্ত অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করা এমন কি পরিশ্রম? আপনি সমস্ত আর্তদের বন্ধু, এবং মহতের কর্তব্য হচ্ছে মূর্খদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করা। তাই আমি মনে করি যে, আপনার সেবায় যুক্ত আমাদের মতো ব্যক্তিদের প্রতি আপনি আপনার অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করবেন।**

## তাৎপর্য

এখানে *প্রিয়জনাননুসেবতাং নঃ* পদটি ইঙ্গিত করে যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তের নির্দেশ অনুসারে আচরণকারী ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত অনুকূল। অর্থাৎ, ভগবানের দাসের অনুদাসের দাস হওয়া উচিত। কেউ যদি সরাসরিভাবে ভগবানের দাস হতে চায়, তা হলে তা ভগবানের দাসের সেবায় যুক্ত হওয়ার মতো লাভপ্রদ নয়। সেই নির্দেশ দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন *গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ*। সরাসরিভাবে ভগবানের সেবক হওয়ার গর্বে গর্বিত হওয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের অন্বেষণ করে তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। যতই দাসের অনুদাস হওয়া যায়, ততই ভগবদ্ভক্তিতে উন্নতি সাধন করা যায়। সেটি *ভগবদ্গীতারও* নির্দেশ—*এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ*। পরম্পরার মাধ্যমেই কেবল ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন, *তাঁদের চরণ সেবি ভক্তসনে বাস/জনমে জনমে হয়, এই অভিলাষ*। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের নির্দেশ অনুসারে, জন্ম-জন্মান্তরে ভগবানের দাসের অনুদাস হওয়ার অভিলাষ করা উচিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও গেয়েছেন, *তুমি ত' ঠাকুর, তোমার কুকুর, বলিয়া জানহ মোরে*। শুদ্ধ ভক্ত বৈষ্ণবের কুকুর হওয়া কর্তব্য। কারণ শুদ্ধ ভক্ত অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণকে দিতে পারেন। *কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার*। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শুদ্ধ ভক্তের সম্পত্তি, এবং আমরা যদি শুদ্ধ ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করি, তা হলে তিনি অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণকে দিতে পারেন। প্রহ্লাদ মহারাজ ভক্তের সেবায় যুক্ত হতে চেয়েছিলেন, এবং তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেছেন, "হে ভগবান, দয়া করে আপনি আমাকে আপনার প্রিয় ভক্তের আশ্রয় প্রদান করুন, যাতে আমি তাঁর সেবায় যুক্ত হতে পারি এবং তার ফলে আপনার প্রসন্নতা বিধান করতে পারি।" *মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১১/১৯/২১)। ভগবান বলেছেন, "আমার ভক্তের সেবায় যুক্ত হওয়া আমার সেবায় যুক্ত হওয়ার থেকেও শ্রেষ্ঠ।"

এই শ্লোকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে প্রহ্লাদ মহারাজ কেবল তাঁর নিজের মঙ্গল কামনা করেননি। পক্ষান্তরে, তিনি ভগবানের কাছে এই জড় জগতের সমস্ত অধঃপতিত জীবদের জন্য প্রার্থনা করেছেন, যাতে তারা ভগবানের কৃপায় ভগবানের সেবকের সেবায় যুক্ত হয়ে উদ্ধার লাভ করতে পারে। ভগবানের পক্ষে তাঁর কৃপা প্রদান করা মোটেই কঠিন নয়, এবং তাই প্রহ্লাদ মহারাজ কৃষ্ণভক্তি প্রচার করার দ্বারা সারা জগৎকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন।

## শ্লোক ৪৩

**নৈবোদ্বিজে পর দুরত্যয়বৈতরণ্যা-**
**স্ত্বদ্বীর্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্তঃ ।**
**শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ-**
**মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্ ॥ ৪৩ ॥**

**ন**—না; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **উদ্বিজে**—আমি উদ্বিগ্ন অথবা ভীত; **পর**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **দুরত্যয়**—দুরতিক্রম্য; **বৈতরণ্যাঃ**—বৈতরণী নদীর; **ত্বৎ-বীর্য**—আপনার মহিমার এবং কার্যকলাপের; **গায়ন**—কীর্তন বা বিতরণ করার ফলে; **মহা-অমৃত**—চিন্ময় আনন্দামৃতের মহা সমুদ্রে; **মগ্ন-চিত্তঃ**—যার চেতনা মগ্ন; **শোচে**—আমি শোক করি; **ততঃ**—তা থেকে; **বিমুখ-চেতসঃ**—কৃষ্ণভক্তি বিহীন মূঢ় ব্যক্তিরা; **ইন্দ্রিয়-অর্থ**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে; **মায়া-সুখায়**—অনিত্য জড় সুখের জন্য; **ভরম্**—অনর্থক বোঝা বা দায়িত্ব (পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদির প্রতিপালনের জন্য বিশাল আয়োজন); **উদ্বহতঃ**—যারা বহন করছে (সেই আয়োজনের জন্য বিশাল পরিকল্পনা করে); **বিমূঢ়ান্**—যদিও তারা মূর্খ এবং দুষ্কৃতকারী ছাড়া আর কিছু নয় (তবুও আমি তাদের জন্য চিন্তা করি)।

### অনুবাদ

**হে সর্বোত্তম, আপনার গুণগান এবং কার্যকলাপের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন থাকার ফলে আমি সংসার ভয়ে ভীত নই। আমার একমাত্র চিন্তা কেবল সেই সমস্ত মূর্খ এবং দুষ্কৃতকারীদের জন্য, যারা জড় সুখ ভোগের জন্য এবং তাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিপালনের জন্য বিশাল পরিকল্পনা করে।**

### তাৎপর্য

সারা পৃথিবী জুড়ে সকলেই জড়-জাগতিক দুঃখ নিবৃত্তির জন্য বড় বড় পরিকল্পনা করে। তা বর্তমানে, অতীতে এবং ভবিষ্যতে সত্য। মানুষেরা যদিও বড় বড় রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিকল্পনা করছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের এখানে *বিমূঢ়* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* জড় জগৎকে *দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্*—অনিত্য এবং দুঃখময় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত মূর্খেরা জড়া প্রকৃতির আয়োজনে সব কিছু যে কিভাবে কার্য করে, সেই কথা না জেনে,

এই জড় জগৎকে সুখালয়ে পরিণত করার জন্য চেষ্টা করছে। জড়া প্রকৃতি তার নিজের ইচ্ছা অনুসারে কার্য করে—

*প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।*
*অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥*

"মোহাচ্ছন্ন জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশত জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা'—এই রকম অভিমান করে।" (*ভগবদ্গীতা* ৩/২৭)

অসুরদের দণ্ড দেওয়ার জন্য দুর্গা নামক জড়া প্রকৃতির একটি পরিকল্পনা রয়েছে। ভগবদ্বিমুখ অসুরেরা যদিও বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করে, তবুও তাদের দণ্ডদান করার জন্য বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিতা দশভুজা দুর্গার দ্বারা তারা আক্রান্ত হয়। তিনি সিংহবাহিনী অথবা রজ এবং তমোগুণে আরূঢ়া। সকলেই রজ এবং তমোগুণের দ্বারা কঠোর সংগ্রাম করে জড়া প্রকৃতিকে জয় করার চেষ্টা করে, কিন্তু চরমে প্রকৃতির নিয়মে তাদের বিনাশ প্রাপ্ত হতে হয়।

জড় জগৎ এবং চিৎ-জগতের মধ্যে বৈতরণী নামক একটি নদী রয়েছে, এবং চিৎ-জগতে যেতে হলে এই নদী পার হতে হয়। তা একটি অত্যন্ত দুরূহ কার্য। সেই সম্বন্ধে ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) বলেছেন, *দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া*—"আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা দৈবী প্রকৃতিকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন।" এই শ্লোকেও এই *দুরত্যয়া,* অর্থাৎ 'অত্যন্ত কঠিন' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। অতএব ভগবানের কৃপা ব্যতীত কেউই জড়া প্রকৃতির কঠোর নিয়ম অতিক্রম করতে পারে না। কিন্তু বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা যদিও তাদের পরিকল্পনায় ব্যর্থ হয়, তবুও তারা এই জড় জগতে সুখী হওয়ার জন্য বার বার চেষ্টা করতে থাকে। তাই তাদের *বিমূঢ়* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রহ্লাদ মহারাজ মোটেই অসুখী ছিলেন না। কারণ জড় জগতে থাকলেও তিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় ছিলেন। যাঁরা কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ হয়ে ভগবানের সেবা করার চেষ্টা করেন, তাঁরা কখনও অসুখী নন। কিন্তু যাদের কাছে কৃষ্ণভক্তিরূপ সম্পদ নেই এবং যারা বেঁচে থাকার জন্য সর্বদা সংগ্রাম করে, তারা কেবল মূর্খই নয়, তারা অত্যন্ত অসুখীও। প্রহ্লাদ মহারাজ যুগপৎ সুখী এবং অসুখী ছিলেন। কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ হওয়ার ফলে তিনি দিব্য আনন্দে মগ্ন ছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি যে সমস্ত মূঢ় এবং দুষ্কৃতকারীরা এই জড় জগতে সুখী হওয়ার জন্য বড় বড় পরিকল্পনা করছে, তাদের জন্য গভীর দুঃখ অনুভব করেছিলেন।

## শ্লোক ৪৪

**প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা**
**মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ ।**
**নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো**
**নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে ॥ ৪৪ ॥**

**প্রায়েণ**—সাধারণত, প্রায় সকল ক্ষেত্রে; **দেব**—হে ভগবান; **মুনয়ঃ**—মহান ঋষিগণ; **স্ব**—নিজের; **বিমুক্তি-কামাঃ**—জড় জগৎ থেকে মুক্তি লাভের অভিলাষী; **মৌনম্**—নীরবে; **চরন্তি**—বিচরণ করেন (হিমালয়ের অরণ্যের মতো স্থানে, যেখানে বিষয়ী ব্যক্তিদের কার্যকলাপের কোন সংস্পর্শ নেই); **বিজনে**—নির্জন স্থানে; **ন**—না; **পর-অর্থ-নিষ্ঠাঃ**—অন্যদের কৃষ্ণভক্তি প্রদান করার জন্য যারা কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার কার্যে নিষ্ঠাপরায়ণ; **ন**—না; **এতান্**—এই সমস্ত; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **কৃপণান্**—মূর্খ এবং দুষ্কৃতকারীরা (যারা মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত না হয়ে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত); **বিমুমুক্ষে**—জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার বাসনা; **একঃ**—একা; **ন**—না; **অন্যম্**—অন্য; **ত্বৎ**—কেবল আপনারই জন্য; **অস্য**—এর; **শরণম্**—আশ্রয়; **ভ্রমতঃ**—ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভ্রমণশীল জীবের; **অনুপশ্যে**—আমি দেখি।

### অনুবাদ

**হে ভগবান নৃসিংহদেব, মুনিরা কেবল তাঁদের নিজেদের মুক্তির জন্য আগ্রহী। তাঁরা বড় বড় নগর এবং শহর পরিত্যাগপূর্বক মৌন ব্রত অবলম্বন করে ধ্যান করার জন্য হিমালয়ে অথবা অরণ্যে গমন করেন। তাঁরা অন্যদের উদ্ধারের জন্য আগ্রহী নন। কিন্তু আমি, এই সমস্ত মূর্খদের ফেলে রেখে নিজের মুক্তি কামনা করি না। আমি জানি যে কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত, এবং আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ ব্যতীত কেউই কখনও সুখী হতে পারে না। তাই আমি তাদের আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে নিয়ে আসতে চাই।**

### তাৎপর্য

এটিই ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত বৈষ্ণবের মনোভাব। তাঁর নিজের কোন সমস্যা নেই, এমন কি তাঁকে যদি এই জড় জগতেও থাকতে হয়, কারণ তাঁর একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকা। কৃষ্ণভক্ত যদি নরকেও যান, তা হলে সেখানেও

তিনি সুখী থাকেন। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন, *নৈবোদ্বিজে পর দুরত্যয়বৈতরণ্যাঃ*—"হে সর্বোত্তম, আমি সংসার ভয়ে ভীত নই।" শুদ্ধ ভক্ত কোন অবস্থাতেই কখনও অসুখী হন না। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৬/১৭/২৮) প্রতিপন্ন হয়েছে—

*নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চনবিভ্যতি ।*
*স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥*

"ভগবান নারায়ণের সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত ভক্তেরা কখনও জীবনের কোন অবস্থা থেকেই ভীত হন না। তাঁদের কাছে স্বর্গ, মুক্তি এবং নরক সমান, কারণ এই প্রকার ভক্তেরা কেবল ভগবানের সেবাতেই আগ্রহশীল।"

ভক্তের কাছে স্বর্গলোকে থাকা এবং নরকে থাকা একই কথা, কারণ ভক্ত স্বর্গেও থাকেন না, নরকেও থাকেন না, তিনি চিৎ-জগতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে থাকেন। ভক্তের সাফল্যের মর্ম কর্মী এবং জ্ঞানীরা বুঝতে পারে না। কর্মীরা তাই জড়-জাগতিক আয়োজনের মাধ্যমে সুখী হওয়ার চেষ্টা করে এবং জ্ঞানীরা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে সুখী হতে চায়। ভক্তের কিন্তু এই প্রকার কোন বাসনা নেই। তিনি হিমালয়ে অথবা অরণ্যে তথাকথিতভাবে ধ্যান করতে আগ্রহী নন, পক্ষান্তরে তিনি পৃথিবীর সব চাইতে কর্মবহুল স্থানে গিয়ে মানুষকে কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দিতে আগ্রহী। সব রকম অর্থহীন জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও তথাকথিত লোক-দেখানো ধ্যানের উন্নতি সাধনের গর্বে গর্বিত হওয়ার জন্য মানুষকে আমরা নির্জন স্থানে গিয়ে ধ্যান করার শিক্ষা দিই না। প্রহ্লাদ মহারাজের মতো বৈষ্ণব আধ্যাত্মিক উন্নতির নামে এই ধরনের কপটতায় আগ্রহী নন। পক্ষান্তরে তিনি মানুষকে কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রদানে আগ্রহী, কারণ সেটিই সুখী হওয়ার একমাত্র উপায়। প্রহ্লাদ মহারাজ স্পষ্টভাবে বলেছেন, *নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে*—"আমি জানি যে কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত, এবং আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় ব্যতীত কেউ কখনও সুখী হতে পারে না।" জীব জন্ম-জন্মান্তরে এই ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করছে, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবক বা ভক্তের কৃপায় সে কৃষ্ণভক্তির সন্ধান পেতে পারে, এবং তখন সে কেবল এই জগতেই সুখী হয় না, অধিকন্তু ভগবদ্ধামে ফিরে যায়। সেটিই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যেরা হিমালয়ে অথবা বনে গিয়ে ধ্যান করতে মোটেই আগ্রহী নন। এই ধরনের ধ্যান কেবল লোক-দেখানো কপটতা মাত্র। এমন কি তাঁরা শহরে যোগ এবং ধ্যানের স্কুল খোলার ব্যাপারেও আগ্রহী নন। পক্ষান্তরে, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রতিটি সদস্য মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে *ভগবদ্গীতার* শিক্ষা এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর

শিক্ষা সম্বন্ধে প্রত্যয় উৎপাদনের চেষ্টা করতে আগ্রহী। সেটিই হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের উদ্দেশ্য। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের পূর্ণ বিশ্বাস থাকা উচিত যে, শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়া কেউ কখনও সুখী হতে পারে না। এইভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ভক্ত সর্বপ্রকার ভণ্ড অধ্যাত্মবাদী, ধ্যানী, মুনি, দার্শনিক এবং পরোপকারীদের থেকে দূরে থাকেন।

## শ্লোক ৪৫

**যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং**
**কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্ ।**
**তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ**
**কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ ॥ ৪৫ ॥**

**যৎ**—যা (ইন্দ্রিয়তৃপ্তির নিমিত্ত); **মৈথুনাদি**—(গৃহে অথবা বাইরে) যৌন বিষয়ের আলোচনা, যৌন বিষয়ক পুস্তকাদি পাঠ অথবা স্ত্রীসম্ভোগ; **গৃহমেধি-সুখম্**—পরিবার, সমাজ, বন্ধুত্ব ইত্যাদির আসক্তির ভিত্তিতে সর্বপ্রকার জড় সুখ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **তুচ্ছম্**—তুচ্ছ; **কণ্ডূয়নেন**—চুলকানি; **করয়োঃ**—দুই হাতের; **ইব**—সদৃশ; **দুঃখ-দুঃখম্**—(এই প্রকার চুলকানির ফলে) বিভিন্ন প্রকার দুঃখ; **তৃপ্যন্তি**—তৃপ্ত হয়; **ন**—কখনই না; **ইহ**—জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে; **কৃপণাঃ**—মূর্খ ব্যক্তিরা; **বহু-দুঃখ-ভাজঃ**—বিভিন্ন প্রকার জড় দুঃখ ভোগ করে; **কণ্ডূতিবৎ**—এই প্রকার চুলকানি থেকে যদি শিখতে পারে; **মনসিজম্**—যা কেবল মানসিক কল্পনা (প্রকৃতপক্ষে তাতে কোন সুখ নেই); **বিষহেত**—এবং (এই প্রকার চুলকানি) সহ্য করে; **ধীরঃ**—তিনি তখন অত্যন্ত পূর্ণ এবং ধীর হতে পারেন।

### অনুবাদ

**চুলকানির উপশমের জন্য দুই হাতের ঘর্ষণের সঙ্গে মৈথুনের তুলনা করা হয়। গৃহমেধী বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানরহিত তথাকথিত গৃহস্থেরা মনে করে যে, এই চুলকানিটিই সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে সমস্ত দুঃখের উৎস। কৃপণ অথবা মূর্খেরা, যারা ব্রাহ্মণের ঠিক বিপরীত, বার বার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ফলেও তারা কখনও তৃপ্ত হয় না। কিন্তু যাঁরা ধীর, তাঁরা এই চুলকানি সহ্য করেন এবং তার ফলে তাঁদের মূঢ়দের মতো দুঃখভোগ করতে হয় না।**

## তাৎপর্য

বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা মনে করে যে, মৈথুন হচ্ছে এই জড় জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ, এবং তাই তারা তাদের ইন্দ্রিয়ের সুখভোগের জন্য, বিশেষ করে জননেন্দ্রিয়ের জন্য বড় বড় পরিকল্পনা করে। পৃথিবীর সর্বত্রই তা দেখা গেলেও, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে বিভিন্নভাবে মৈথুন সুখভোগের নানা রকম আয়োজন রয়েছে। কিন্তু তার ফলে প্রকৃতপক্ষে কেউই সুখী হতে পারেনি। এমন কি হিপ্পীরা, যারা তাদের পিতৃ-পিতামহের সমস্ত জড়-জাগতিক সুখের ব্যবস্থা পরিত্যাগ করেছে, তারাও মৈথুনসুখ ত্যাগ করতে পারেনি। এই প্রকার ব্যক্তিদের এখানে কৃপণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই মনুষ্য-জীবন একটি মহা সম্পদ। কারণ এই জন্মেই জীবনের চরম লক্ষ্য চরিতার্থ করা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শিক্ষা এবং সংস্কৃতির অভাবে মানুষেরা মৈথুন-ক্রিয়ার মিথ্যা সুখের শিকার হচ্ছে। প্রহ্লাদ মহারাজ তাই উপদেশ দিয়েছেন ইন্দ্রিয়সুখের এই সভ্যতার দ্বারা, বিশেষ করে যৌন জীবনের দ্বারা বিপথগামী না হতে। পক্ষান্তরে ধীর হয়ে, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের চেষ্টা পরিত্যাগ করে কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ হওয়া উচিত। কামুক ব্যক্তিরা, যাদের তুলনা করা হয় মূর্খ কৃপণের সঙ্গে, তারা কখনও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের দ্বারা সুখী হতে পারে না। জড়া প্রকৃতির প্রভাব অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে*—কেউ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হন, তা হলে তিনি অনায়াসে এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারেন।

যৌন জীবনের অতি নিকৃষ্ট স্তরের সুখ সম্বন্ধে শ্রীল যামুনাচার্য বলেছেন—

*যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে*
*নবনবরসধাম্ন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ ।*
*তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্যমাণে*
*ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনং চ ॥*

"যখন থেকে আমি শ্রীকৃষ্ণের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে তার মধ্যে নিত্য নতুন আনন্দ উপলব্ধি করছি, তখন থেকেই মৈথুনসুখের কথা মনে হলেই ঘৃণায় আমার মুখবিকার হয় এবং সেই চিন্তার উদ্দেশ্যে আমি থুথু ফেলি।" যামুনাচার্য পূর্বে ছিলেন একজন মহান রাজা, যিনি নানাভাবে মৈথুনসুখ উপভোগ করেছিলেন, কিন্তু তারপর ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার পর থেকে তিনি দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেছেন এবং যৌন জীবনের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মেছে। তার ফলে মৈথুনের কথা মনে হলেই তিনি সেই চিন্তার উদ্দেশ্যে ঘৃণায় থুথু ফেলেছেন।

## শ্লোক ৪৬

**মৌনব্রতশ্রুততপোঽধ্যয়নস্বধর্ম-**
**ব্যাখ্যারহোজপসমাধয় আপবর্গ্যাঃ ।**
**প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং**
**বার্তা ভবন্ত্যুত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্ ॥ ৪৬ ॥**

**মৌন**—মৌন; **ব্রত**—ব্রত; **শ্রুত**—বৈদিক জ্ঞান; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **অধ্যয়ন**—শাস্ত্র অধ্যয়ন; **স্ব-ধর্ম**—বর্ণাশ্রম-ধর্ম আচরণ; **ব্যাখ্যা**—শাস্ত্র ব্যাখ্যা; **রহঃ**—নির্জন স্থানে বাস; **জপ**—মন্ত্র উচ্চারণ; **সমাধয়ঃ**—সমাধিস্থ হওয়া; **আপবর্গ্যাঃ**—মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার এই দশটি কার্য; **প্রায়ঃ**—সাধারণত; **পরম্**—একমাত্র উপায়; **পুরুষ**—হে ভগবান; **তে**—সেই সব; **তু**—কিন্তু; **অজিত-ইন্দ্রিয়াণাম্**—যারা তাদের ইন্দ্রিয় সংযত করতে পারে না তাদের; **বার্তাঃ**—জীবিকা; **ভবন্তি**—হয়; **উত**—বলা হয়; **ন**—না; **বা**—অথবা; **অত্র**—এই সম্পর্কে; **তু**—কিন্তু; **দাম্ভিকানাম্**—দাম্ভিক ব্যক্তিদের।

### অনুবাদ

**হে পরমেশ্বর ভগবান, মুক্তির মার্গে দশটি উপায়—মৌন, ব্রত, বৈদিক জ্ঞান আহরণ, তপস্যা, বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন, বর্ণাশ্রম-ধর্ম আচরণ, ধর্ম-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, নির্জন স্থানে বাস, মন্ত্র জপ এবং সমাধি। মুক্তির এই সমস্ত উপায়গুলি অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের পেশাদারি অভ্যাস এবং জীবিকা। যেহেতু এই ধরনের মানুষেরা অত্যন্ত দাম্ভিক, তাই এই উপায়গুলি সফল নাও হতে পারে।**

### তাৎপর্য

*শ্রীমদ্ভাগবতে* (৬/১/১৫) উল্লেখ করা হয়েছে—

*কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ ।*
*অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥*

"যাঁরা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁরাই কেবল পাপকর্মরূপ আগাছাকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারেন এবং সেই আগাছাগুলির পুনরুদ্গমের আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের প্রভাবেই কেবল তা সম্ভব হয়, ঠিক যেমন সূর্য তার কিরণের দ্বারা অচিরেই কুয়াশা দূর করে দেয়।" মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া।

এই প্রকার মুক্তি বিভিন্ন উপায়ে লাভ করা যেতে পারে (*তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শমেন চ দমেন চ*), কিন্তু তা নির্ভর করে ব্রহ্মচর্য থেকে শুরু হয় যে তপস্যা তার দ্বারা। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন যে, যাঁরা বাসুদেব-পরায়ণা, যাঁরা ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত, তাঁরা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের ফলে আপনা থেকেই মৌন, ব্রত, ইত্যাদি পন্থার ফল লাভ করেন। এই পন্থাগুলি বিশেষ শক্তিশালী নয়। কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তা হলে এই সবই অনায়াসে অনুষ্ঠিত হয়ে যায়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, *মৌন* শব্দটির অর্থ কেবল কথা না বলাই নয়। জিহ্বার ধর্মই হচ্ছে কথা বলা, যদিও কখনও কখনও লোক-দেখানোর জন্য কোন কোন মানুষ কথা না বলে নীরব থাকে। অনেক মানুষ রয়েছে যারা সপ্তাহে একদিন নীরব থাকার ব্রত অবলম্বন করে। বৈষ্ণবেরা কিন্তু এই ধরনের ব্রত পালন করেন না। *মৌন* শব্দের অর্থ হচ্ছে মূর্খের মতো কথা না বলা। সভা-সমিতিতে বক্তারা ব্যাঙের মতো ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর করে তাদের মূর্খতা প্রকাশ করে। শ্রীল রূপ গোস্বামী এটিকে *বাচো বেগম্* বলে বর্ণনা করেছেন। যে ব্যক্তি কিছু বলতে চায়, সে নিজেকে একজন মহান বক্তারূপে জাহির করতে চায়, কিন্তু অর্থহীন কতকগুলি কথা বলার থেকে তাদের পক্ষে মৌন থাকাই শ্রেয়। তাই যারা অনর্থক প্রলাপ বকার প্রতি আসক্ত, তাদের জন্য এই মৌন থাকার পন্থা নির্দিষ্ট হয়েছে। যারা ভক্ত নয়, তারা অর্থহীন প্রলাপ না বকে থাকতে পারে না, কারণ তাদের শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা করার শক্তি নেই। তাই তারা যা কিছু বলে তা সবই মায়ার দ্বারা প্রভাবিত এবং তাই ব্যাঙের ডাকের সঙ্গে তার তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, তাঁর মৌন থাকার কোন প্রয়োজন হয় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন, *কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ*—দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের মহিমা কীর্তন করা উচিত। তাঁর পক্ষে মৌন থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

মুক্তির দশটি পন্থা বা মুক্তির পথের উন্নতি সাধনে যে দশটি পন্থার কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলি ভগবদ্ভক্তদের জন্য নয়। *কেবলয়া ভক্ত্যা*—কেউ যদি কেবল ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তা হলে মুক্তির দশটি উপায় আপনা থেকেই সাধিত হয়। প্রহ্লাদ মহারাজ নিবেদন করেছেন যে, এই সমস্ত পন্থা অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদের জন্য হতে পারে, কিন্তু সংযত ইন্দ্রিয় ভগবদ্ভক্তদের সেগুলি অনুশীলন করার প্রয়োজন হয় না। *সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্*—ভগবদ্ভক্ত সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত। তাই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন—

*দুষ্ট মন! তুমি কিসের বৈষ্ণব?*
*প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জনের ঘরে,*
*তব 'হরিনাম' কেবল 'কৈতব' ॥*

অনেকেই নির্জন স্থানে নীরবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে চায়, কিন্তু তারা যদি প্রচারকার্যে আগ্রহী না হয়, অভক্তদের কাছে নিরন্তর ভগবানের মহিমা কীর্তন না করে, তা হলে তার পক্ষে জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন হবে। তাই কৃষ্ণভক্তির পথে অত্যন্ত উন্নত না হলে, হরিদাস ঠাকুরের অনুকরণ করা উচিত নয়। হরিদাস ঠাকুর দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের নাম কীর্তন করতেন, এবং এ ছাড়া তাঁর আর কোন কাজ ছিল না। প্রহ্লাদ মহারাজ সেই পন্থার নিন্দা করছেন না, তিনি তা স্বীকার করেছেন, কিন্তু ভগবানের সক্রিয় সেবা ব্যতীত, কেবল এই পন্থার দ্বারা সাধারণত মুক্তি লাভ করা যায় না। কেবল দম্ভের দ্বারা মুক্তি লাভ করা যায় না।

## শ্লোক ৪৭

**রূপে ইমে সদসতী তব বেদসৃষ্টে**
**বীজাঙ্কুরাবিব ন চান্যদরূপকস্য ।**
**যুক্তাঃ সমক্ষমুভয়ত্র বিচক্ষতে ত্বাং**
**যোগেন বহ্নিমিব দারুষু নান্যতঃ স্যাৎ ॥ ৪৭ ॥**

**রূপে**—রূপে; **ইমে**—এই দুই; **সৎ-অসতী**—কার্য এবং কারণ; **তব**—আপনার; **বেদ-সৃষ্টে**—বেদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে; **বীজ-অঙ্কুরৌ**—বীজ এবং অঙ্কুর; **ইব**—সদৃশ; **ন**—কখনই না; **চ**—ও; **অন্যৎ**—অন্য কোন; **অরূপকস্য**—জড় রূপবিহীন আপনার; **যুক্তাঃ**—যারা আপনার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত; **সমক্ষম্**—চক্ষুর সম্মুখে; **উভয়ত্র**—দুইভাবেই (আধ্যাত্মিক এবং ভৌতিক); **বিচক্ষতে**—প্রকৃতপক্ষে দেখতে পারে; **ত্বাম্**—আপনি; **যোগেন**—কেবল ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **বহ্নিম্**—অগ্নি; **ইব**—সদৃশ; **দারুষু**—কাঠে; **ন**—না; **অন্যতঃ**—অন্য কোন উপায়ে; **স্যাৎ**—সম্ভব।

### অনুবাদ

**প্রামাণিক বৈদিক জ্ঞানের দ্বারা দেখা যায় যে, জড় জগতে কার্য এবং কারণের রূপ ভগবানেরই রূপ, কারণ জড় জগৎ তাঁরই শক্তি। কার্য এবং কারণ উভয়ই**

**ভগবানের শক্তি ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তাই, হে ভগবান, জ্ঞানী ব্যক্তি যেমন কার্য এবং কারণের বিচার করে দেখতে পান কিভাবে কাঠের মধ্যে অগ্নি ব্যাপ্ত, তেমনই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ভক্তও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, আপনিই কার্য এবং কারণ।**

## তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আধ্যাত্মিক পন্থার তথাকথিত অনুগামীরা *মৌন-ব্রত-শ্রুত-তপোঽধ্যয়ন-স্বধর্ম-ব্যাখ্যা-রহো-জপ-সমাধয়ঃ* নামক বিভিন্ন পন্থার অনুশীলন করেন। এই পন্থাগুলি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত পন্থা অনুসরণ করে প্রকৃত কার্য ও কারণ এবং সব কিছুর আদি কারণ (*জন্মাদ্যস্য যতঃ*) যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সব কিছুর আদি উৎস হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং (*সর্বকারণকারণম্*)। সব কিছুর এই মূল উৎস হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*। তাঁর রূপ নিত্য চিন্ময়। বস্তুতপক্ষে তিনিই সব কিছুর মূল (*বীজং মাং সর্বভূতানাম্*)। যা কিছুরই অস্তিত্ব রয়েছে, সেই সবেরই কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তথাকথিত মৌন অথবা অন্য সমস্ত আজেবাজে উপায়ের দ্বারা তা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমেই কেবল পরম কারণকে জানা যায়, যে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে *ভক্ত্যা মামভিজানাতি*। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/১৪/২১) পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন, *ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ*—সর্বকারণের মূল কারণ পরমেশ্বর ভগবানকে কেবল ভক্তির দ্বারাই জানা যায়। লোক-দেখানো কোন কপট উপায়ের দ্বারা কখনও তা সম্ভব নয়।

## শ্লোক ৪৮

**ত্বং বায়ুরগ্নিরবনির্বিয়দম্বুমাত্রাঃ**
**প্রাণেন্দ্রিয়াণি হৃদয়ং চিদনুগ্রহশ্চ ।**
**সর্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্**
**নান্যৎ ত্বদস্ত্যপি মনোবচসা নিরুক্তম্ ॥ ৪৮ ॥**

**ত্বম্**—আপনি (হন); **বায়ুঃ**—বায়ু; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **অবনিঃ**—পৃথিবী; **বিয়ৎ**—আকাশ; **অম্বু**—জল; **মাত্রাঃ**—ইন্দ্রিয়ের বিষয়; **প্রাণ**—প্রাণবায়ু; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **হৃদয়ম্**—মন; **চিৎ**—চেতনা; **অনুগ্রহঃ চ**—অহঙ্কার বা দেবতাগণ; **সর্বম্**—সব কিছু;

**ত্বম্**—আপনি; **এব**—কেবল; **স-গুণঃ**—ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতি; **বিগুণঃ**—জড়া প্রকৃতির অতীত চিৎ-স্ফুলিঙ্গ এবং পরমাত্মা; **চ**—এবং; **ভূমন্**—হে ভগবান; **ন**—না; **অন্যৎ**—অন্য; **ত্বৎ**—আপনার থেকে; **অস্তি**—আছে; **অপি**—যদিও; **মনঃ-বচসা**—মন এবং বাণীর দ্বারা; **নিরুক্তম্**—সব কিছু প্রকাশিত।

## অনুবাদ

**হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি বায়ু, পৃথিবী, আগুন, আকাশ, জল, তন্মাত্র, প্রাণবায়ু, পঞ্চেন্দ্রিয়, মন, চেতনা এবং অহঙ্কার। বস্তুতপক্ষে, সূক্ষ্ম এবং স্থূল, সব কিছুই আপনি। মন এবং বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত কোন বস্তুই আপনার থেকে ভিন্ন নয়।**

## তাৎপর্য

এটিই ভগবানের সর্ব-ব্যাপকত্বের ধারণা, যা বিশ্লেষণ করে তিনি কিভাবে সর্বব্যাপ্ত। *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*। সব কিছুই ব্রহ্ম—পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। তাঁকে ছাড়া কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪) ভগবান বলেছেন—

*ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।*
*মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥*

"অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই।" ভক্তির মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে দর্শন করা যায়। *তত্র তিষ্ঠামি নারদ যত্র গায়ন্তি মদ্ভক্তাঃ*—ভগবান বলেছেন যে, যেখানে তাঁর ভক্তেরা তাঁর মহিমা কীর্তন করেন, তিনি কেবল সেখানেই থাকেন।

## শ্লোক ৪৯

**নৈতে গুণা ন গুণিনো মহদাদয়ো যে**
**সর্বে মনঃপ্রভৃতয়ঃ সহদেবমর্ত্যাঃ ।**
**আদ্যন্তবন্ত উরুগায় বিদন্তি হি ত্বা-**
**মেবং বিমশ্য সুধিয়ো বিরমন্তি শব্দাৎ ॥ ৪৯ ॥**

**ন**—নয়; **এতে**—এই সমস্ত; **গুণাঃ**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণ; **ন**—না; **গুণিনঃ**—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রধান দেবতা (যথা, রজোগুণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা

ব্রহ্মা, এবং তমোগুণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা শিব); **মহৎ-আদয়ঃ**—পঞ্চ মহাভূত, ইন্দ্রিয় এবং তন্মাত্র; **যে**—যা; **সর্বে**—সমস্ত; **মনঃ**—মন; **প্রভৃতয়ঃ**—ইত্যাদি; **সহদেব-মর্ত্যাঃ**—স্বর্গের দেবতা এবং মর্ত্যলোকের মানুষেরা; **আদি-অন্ত-বন্তঃ**—যাদের আদি এবং অন্ত রয়েছে; **উরুগায়**—মহাত্মাদের দ্বারা বন্দিত পরমেশ্বর ভগবান; **বিদন্তি**—হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ত্বাম্**—আপনি; **এবম্**—এইভাবে; **বিমৃশ্য**—বিবেচনা করে; **সুধিয়ঃ**—সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরা; **বিরমন্তি**—বিরত হন; **শব্দাৎ**—বেদ অধ্যয়ন এবং বেদের মর্ম উপলব্ধি করার থেকে।

## অনুবাদ

**জড়া প্রকৃতির তিন গুণ (সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণ), এই তিন গুণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ, পঞ্চ স্থূল তত্ত্ব, মন, দেবতা, মানুষ, কেউই আপনাকে জানতে পারে না, কারণ তারা সকলেই জন্ম-মৃত্যুর অধীন। সেই কথা বিবেচনা করে, প্রকৃত জ্ঞানবান ব্যক্তিরা ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন। এই প্রকার জ্ঞানবান ব্যক্তিরা বেদ অধ্যয়ন থেকে বিরত হয়ে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন।**

## তাৎপর্য

বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি*—ভক্তির মাধ্যমেই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। ছেচল্লিশ শ্লোকে যে সমস্ত অনুশীলনের উল্লেখ করা হয়েছে (*মৌন-ব্রত-শ্রুত-তপোঽধ্যয়ন-স্বধর্ম*), সেই সম্বন্ধে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তেরা কোন রকম গুরুত্ব দেন না। ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে জানার পর, এই প্রকার ভক্তেরা আর *বেদ* অধ্যয়নে আগ্রহী থাকেন না। বস্তুতপক্ষে সেই কথা *বেদেও* প্রতিপন্ন হয়েছে। *বেদে* বলা হয়েছে, *কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে কিমর্থা বয়ম্ বক্ষ্যামহে*। এত সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করার কি প্রয়োজন? বিভিন্নভাবে সেগুলির ব্যাখ্যা করার কি প্রয়োজন? *বয়ম্ বক্ষ্যামহে*। বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের আর কোন প্রয়োজন নেই, এমন কি মনোধর্মী দার্শনিক জল্পনা-কল্পনার বর্ণনা করারও কোন প্রয়োজন নেই। *ভগবদ্গীতায়* (২/৫২) বলা হয়েছে—

*যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি ।*
*তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥*

ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারেন, তখন তিনি বেদ অধ্যয়ন থেকে বিরত হন। অন্যত্রও বলা হয়েছে, *আরাধিতো*

*যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্*—কেউ যদি ভগবানকে জানতে পেরে তাঁর সেবায় যুক্ত হন, তা হলে আর তপস্যা ইত্যাদির কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু, কঠোর তপস্যা অনুষ্ঠানের পর কেউ যদি ভগবানকে জানতে না পারে, তা হলে তার সেই সমস্ত অনুশীলন বৃথা।

## শ্লোক ৫০

**তৎ তেঽর্হত্তম নমঃস্তুতিকর্মপূজাঃ**
**কর্ম স্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্ ।**
**সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং**
**ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত ॥ ৫০ ॥**

**তৎ**—অতএব; **তে**—আপনাকে; **অর্হত্তম**—হে পূজ্যতম; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **স্তুতি-কর্ম-পূজাঃ**—স্তব আদি ভক্ত্যঙ্গের দ্বারা আপনার পূজা; **কর্ম**—আপনাতে অর্পিত কর্ম; **স্মৃতিঃ**—নিরন্তর স্মরণ; **চরণয়োঃ**—আপনার শ্রীপাদপদ্মের; **শ্রবণম্**—সর্বদা শ্রবণ করে; **কথায়াম্**—আপনার বিষয়ে কথায়; **সংসেবয়া**—এই প্রকার ভক্তি; **ত্বয়ি**—আপনাকে; **বিনা**—ব্যতীত; **ইতি**—এইভাবে; **ষড়ঙ্গয়া**—ছয়টি বিভিন্ন অঙ্গ সমন্বিত; **কিম্**—কিভাবে; **ভক্তিম্**—ভক্তি ; **জনঃ**—মানুষ; **পরমহংস-গতৌ**—পরমহংসগণের লভ্য; **লভেত**—লাভ করতে পারে।

### অনুবাদ

**অতএব, হে পূজ্যতম ভগবান, আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কারণ স্তব, কর্মফল অর্পণ, পূজা, কর্ম-সমর্পণ, চরণযুগল স্মরণ এবং লীলা শ্রবণ—এই ষড়ঙ্গ সেবা ব্যতীত কে পরমহংসগণের প্রাপ্য আপনার প্রতি ভক্তি লাভ করতে পারে?**

### তাৎপর্য

বেদে বলা হয়েছে—*নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।* কেবল বেদ অধ্যয়ন এবং প্রার্থনার দ্বারা ভগবানকে জানা যায় না। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল তাঁকে জানা যায়। তাই ভগবানকে জানার পন্থা হচ্ছে ভক্তি। ভক্তি বিনা কেবল বৈদিক নির্দেশ পালন করার ফলে পরম তত্ত্বকে জানা যায়

না। সারগ্রাহী পরমহংসেরা ভগবদ্ভক্তির পন্থা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। ভক্তির ফল এই পরমহংসদের জন্যই সংরক্ষিত থাকে, এবং সেই স্তর ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন বৈদিক পন্থার দ্বারা লাভ করা যায় না। জ্ঞান, যোগ আদি অন্যান্য পন্থা তখনই সার্থক হয়, যখন তা ভক্তিযুক্ত হয়। আমরা যখন কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ইত্যাদির কথা বলি, তখন যোগ শব্দে ভক্তিকেই বোঝায়। পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা এবং পূর্ণ জ্ঞান সহকারে সম্পাদিত ভক্তিযোগ বা বুদ্ধিযোগই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার একমাত্র পন্থা। কেউ যদি জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়, তা হলে তাকে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবদ্ভক্তির পন্থাই অবলম্বন করতে হবে।

## শ্লোক ৫১

**শ্রীনারদ উবাচ**

**এতাবদ্বর্ণিতগুণো ভক্ত্যা ভক্তেন নির্গুণঃ ।**
**প্রহ্লাদং প্রণতং প্রীতো যতমন্যুরভাষত ॥ ৫১ ॥**

**শ্রী-নারদঃ উবাচ**—শ্রী নারদ মুনি বললেন; **এতাবৎ**—এই পর্যন্ত; **বর্ণিত**—বর্ণিত; **গুণঃ**—দিব্য গুণাবলী; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **ভক্তেন**—ভক্ত (প্রহ্লাদ মহারাজের) দ্বারা; **নির্গুণঃ**—গুণাতীত ভগবান; **প্রহ্লাদম্**—প্রহ্লাদ মহারাজকে; **প্রণতম্**—যিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়েছিলেন; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **যতমন্যুঃ**—তাঁর ক্রোধ সম্বরণ করে; **অভাষত**—বলেছিলেন।

### অনুবাদ

**দেবর্ষি নারদ বললেন—এইভাবে ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের অপ্রাকৃত প্রার্থনা শ্রবণ করে ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর ক্রোধ সম্বরণ করেছিলেন, এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মে প্রণত প্রহ্লাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বলেছিলেন।**

### তাৎপর্য

এখানে *নির্গুণ* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মায়াবাদীরা পরম সত্যকে নির্গুণ বা নিরাকার বলে স্বীকার করে। *নির্গুণ* শব্দটির অর্থ জড় গুণরহিত। ভগবান চিন্ময় গুণে পূর্ণ হওয়ার ফলে, তাঁর ক্রোধ পরিত্যাগ করে প্রহ্লাদকে বলেছিলেন।

## শ্লোক ৫২

**শ্রীভগবানুবাচ**

**প্রহ্লাদ ভদ্র ভদ্রং তে প্রীতোঽহং তেঽসুরোত্তম ।**
**বরং বৃণীষ্বাভিমতং কামপূরোঽস্ম্যহং নৃণাম্ ॥ ৫২ ॥**

**শ্রী-ভগবান্ উবাচ**—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **প্রহ্লাদ**—হে প্রিয় প্রহ্লাদ; **ভদ্র**—তুমি অত্যন্ত স্নিগ্ধ; **ভদ্রম্**—সমস্ত সৌভাগ্য; **তে**—তোমার; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন; **অহম্**—আমি (হই); **তে**—তোমাকে; **অসুর-উত্তম**—হে অসুর-কুলোদ্ভূত শ্রেষ্ঠ ভক্ত; **বরম্**—বর; **বৃণীষ্ব**—আমার কাছে প্রার্থনা কর; **অভিমতম্**—ঈপ্সিত; **কাম-পূরঃ**—যিনি সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন; **অস্মি**—হই; **অহম্**—আমি; **নৃণাম্**—সমস্ত মানুষের।

### অনুবাদ

**পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে ভদ্র প্রহ্লাদ, তোমার মঙ্গল হোক। হে অসুরোত্তম, তোমার প্রতি আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। আমি সমস্ত মানুষের বাসনা পূর্ণ করি, সুতরাং তুমি আমার কাছে তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।**

### তাৎপর্য

ভগবান ভক্তবৎসল। ভগবান যে তাঁর ভক্তকে সমস্ত বর প্রদান করতে চেয়েছিলেন, তা অস্বাভাবিক নয়। সেই সম্পর্কে ভগবান বলেছেন, "আমি সকলের বাসনা পূর্ণ করি। যেহেতু তুমি আমার ভক্ত, তাই তুমি যা চাও তাই তুমি পাবে। কিন্তু তুমি যদি অন্যের হয়ে কিছু প্রার্থনা কর, তা হলে তোমার সেই প্রার্থনাও পূর্ণ হবে।" এইভাবে আমরা যদি ভগবান কিংবা তাঁর ভক্তের শরণাগত হই, অথবা আমরা ভক্তের আশীর্বাদ লাভ করি, তা হলে আমরা স্বভাবতই ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করব। *যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদঃ*। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, কেউ যদি বৈষ্ণব গুরুদেবের প্রসন্নতা বিধান করেন, তা হলে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ হবে।

## শ্লোক ৫৩

**মামপ্রীণত আয়ুষ্মন্ দর্শনং দুর্লভং হি মে ।**
**দৃষ্ট্বা মাং ন পুনর্জন্তুরাত্মানং তপ্তুমর্হতি ॥ ৫৩ ॥**

**মাম্**—আমাকে; **অপ্রীণতঃ**—প্রসন্ন না করে; **আয়ুষ্মন্**—হে দীর্ঘজীবী প্রহ্লাদ; **দর্শনম্**—দর্শন করে; **দুর্লভম্**—অত্যন্ত দুর্লভ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **মে**—আমার; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **মাম্**—আমাকে; **ন**—না; **পুনঃ**—পুনরায়; **জন্তুঃ**—জীব; **আত্মানম্**—নিজের জন্য; **তপ্তুম্**—শোক করার জন্য; **অর্হতি**—যোগ্য।

## অনুবাদ

**হে প্রহ্লাদ, তুমি দীর্ঘজীবী হও। আমাকে প্রসন্ন না করে কেউই আমাকে জানতে পারে না বা উপলব্ধি করতে পারে না, কিন্তু যে আমাকে দর্শন করেছে অথবা আমাকে প্রসন্ন করেছে, তাকে আর তার নিজের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য শোক করতে হয় না।**

## তাৎপর্য

ভগবানের প্রসন্নতা বিধান না করে কোন অবস্থাতেই সুখী হওয়া যায় না, কিন্তু যিনি জানেন কিভাবে ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করতে হয়, তাঁকে আর তাঁর জাগতিক অবস্থার জন্য শোক করতে হয় না।

## শ্লোক ৫৪

**প্রীণন্তি হ্যথ মাং ধীরাঃ সর্বভাবেন সাধবঃ ।**
**শ্রেয়স্কামা মহাভাগ সর্বাসামাশিষাং পতিম্ ॥ ৫৪ ॥**

**প্রীণন্তি**—প্রসন্ন করার চেষ্টা করে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অথ**—এই কারণে; **মাম্**—আমাকে; **ধীরাঃ**—যাঁরা ধীর এবং পরম বুদ্ধিমান; **সর্ব-ভাবেন**—সর্বতোভাবে, ভক্তির বিভিন্ন উপায়ে; **সাধবঃ**—সদাচারী ব্যক্তিগণ (যাঁরা সর্বতোভাবে সিদ্ধ); **শ্রেয়স্কামাঃ**—জীবনের শ্রেষ্ঠ লাভের বাসনা করে; **মহা-ভাগ**—হে পরম ভাগ্যবান; **সর্বাসাম্**—সমস্ত; **আশিষাম্**—আশীর্বাদের; **পতিম্**—পতি (আমাকে)।

## অনুবাদ

**হে প্রহ্লাদ, তুমি মহা-ভাগ্যবান। যাঁরা অত্যন্ত জ্ঞানী এবং উন্নত, তাঁরা সর্বতোভাবে আমার প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করেন, কারণ আমিই সকলের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতে পারি।**

## তাৎপর্য

*ধীরাঃ সর্বভাবেন* শব্দগুলির অর্থ 'আপনি যেইভাবে চান' তা নয়। ভাব হচ্ছে ভগবৎ-প্রেমের প্রাথমিক অবস্থা—

*অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি ।*
*সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥*

(*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/৪/১৬)

ভগবৎ প্রেম লাভের পূর্বে ভাব হচ্ছে চরম অবস্থা। *সর্বভাব* শব্দটির অর্থ ভগবানকে বিভিন্ন দিব্য রসে সেবা করা যায়, যথা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য। শান্ত রসটি ভগবানের প্রেমময়ী সেবার শুরুর সীমা। ভগবানের প্রতি শুদ্ধ প্রেম শুরু হয় দাস্য থেকে এবং তা বিকশিত হয় সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্যে। তবুও এই পাঁচটি রসের যে কোন একটিতে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করা যায়। যেহেতু আমাদের প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবা করা, তাই উপরোক্ত রসের যে কোন একটিতে সেই সেবা সম্পাদন করা যায়।

## শ্লোক ৫৫

**শ্রীনারদ উবাচ**

**এবং প্রলোভ্যমানোঽপি বরৈর্লোকপ্রলোভনৈঃ ।**
**একান্তিত্বাদ্ ভগবতি নৈচ্ছৎ তানসুরোত্তমঃ ॥ ৫৫ ॥**

**শ্রী-নারদঃ উবাচ**—দেবর্ষি নারদ বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **প্রলোভ্যমানঃ**—প্রলোভিত হয়ে; **অপি**—যদিও; **বরৈঃ**—বরের দ্বারা; **লোক**—জগতের; **প্রলোভনৈঃ**—বিভিন্ন প্রকার প্রলোভনের দ্বারা; **একান্তিত্বাৎ**—সর্বতোভাবে শরণাগত হওয়ার ফলে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানে; **ন ঐচ্ছৎ**—তিনি চাননি; **তান্**—সেই সমস্ত বর; **অসুর-উত্তমঃ**—অসুর-কুলশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ মহারাজ।

## অনুবাদ

**নারদ মুনি বললেন—প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন অসুরকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। অসুরেরা সর্বদা জড় সুখের বাসনা করে। কিন্তু ভগবান যদিও এই জগতের সমস্ত সুখ ভোগ করার বর প্রদান করে তাঁকে প্রলোভিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত হওয়ার ফলে প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কোন কিছুই গ্রহণ করতে চাননি।**

## তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ এবং ধ্রুব মহারাজের মতো শুদ্ধ ভক্তেরা ভক্তির কোন স্তরেই জড়-জাগতিক লাভের অভিলাষ করেন না। ভগবান যখন ধ্রুব মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন ধ্রুব মহারাজ ভগবানের কাছে কোন জড়-জাগতিক লাভের কামনা করেননি। তিনি বলেছিলেন, *স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে*। শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার ফলে তিনি ভগবানের কাছে কোন জড়-জাগতিক বর প্রার্থনা করেননি। এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের উপদেশ দিয়েছেন—

*ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং*
*কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।*
*মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে*
*ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥*

"হে জগদীশ, আমি জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য, যশ অথবা সুন্দরী রমণী কামনা করি না। আমার একমাত্র বাসনা যেন জন্ম-জন্মান্তরে ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আপনার সেবা করে যেতে পারি।"

*ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 'প্রহ্লাদের প্রার্থনায় নৃসিংহদেবের ক্রোধোপশম' নামক নবম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।*